সৌভাগ্য-সোপান

(THE STEPPING-STONE TO FORTUNE)

প্রথম ভাগ

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র দাশ গুপ্ত, বি, এ,
প্রণীত

অষ্টম সংস্করণ

"Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime,
And, departing, leave behind us
Foot-prints on the sands of time"

H. W. Longfellow.

সাথী প্রেস
২৯ নং বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা,
শ্রীইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩২৯ সাল।

Price 10 annas.

বিজ্ঞাপন

সৌভাগ্য-সোপান প্রচারিত হইল। কয়েকটী নীতিগর্ভ প্রস্তাব ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য মহামহোপাধ্যায় মহাত্মগণ যে পথ অবলম্বনপূর্ব্বক এ জগতে সৌভাগ্যের উচ্চতম সোপানে অধিরোহণ করিয়াছেন এবং যে সমস্ত মহামূল্য উপদেশ বিতরণ করিয়া মানব-সমাজকে সৌভাগ্য-পথ অবলম্বন করিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়াছেন, সেই সকল মহাজন-বাক্য সরল বাঙ্গালা ভাষায় বিবৃত করিয়া দেশীয় জনগণের নিকট উপস্থিত করা, এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

বর্ত্তমান বঙ্গ-সমাজের যেরূপ হীনাবস্থা—অধ্যবসায়, সাহস, পরিশ্রম, আত্মাবলম্বন প্রভৃতি সদ্‌গুণের যেরূপ অসদ্ভাব—তাহাতে এইরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার একান্ত প্রার্থনীয়। উপরিলিখিত মহানুভবগণ যেরূপ অবিচলিত অধ্যবসায়, অক্লিষ্ট পরিশ্রম, অপরিসীম সাহস ও অদ্ভুত কার্য্য-দক্ষতা সহকারে আত্মোন্নতি ও স্বদেশের হিতসাধন করিয়াছেন, তাহার কণামাত্র এদেশে অনুষ্ঠিত হইলে মহোপকার সাধিত হইতে পারে। এই সকল বিবেচনা করিয়া আমি গ্রন্থ প্রচারে সাহসী হইয়াছি।

এই গ্রন্থে অনেকগুলি মহাত্মার উপদেশ-বাক্য সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগের জ্ঞান-ভাণ্ডার এরূপ সুবিস্তৃত যে এতাদৃশ ক্ষুদ্র গ্রন্থে তদন্তর্গত রত্ন-রাশি সমাবেশ হওয়া কদাচ সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ এই কার্য্যটী এত গুরুতর যে, মাদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোকের তাহাতে ভ্রম হওয়া নিতান্ত অসম্ভাবিত নহে। সহৃদয় পাঠকগণ এই গ্রন্থের যে কোন অংশে যে দোষ লক্ষ্য করিবেন, তৎসমুদয় আমাকে জানাইলে কৃতজ্ঞতার সহিত সংশোধন করিয়া দিব। এতৎগ্রন্থ পাঠে যদি কোন ব্যক্তি কিয়ৎ পরিমাণেও উপকার প্রাপ্ত হন, তবে শ্রম সফল বোধ করিব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতাসহ জ্ঞাতব্য এই যে, পাবনার বিদ্যোৎসাহী ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু বনমালী রায় মহাশয় এই পুস্তক প্রণয়ন বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছেন।

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র দাশগুপ্ত।

পাবনা,
২৪শে অগ্রহায়ণ, সন ১২৯১।

পঞ্চম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

বর্ত্তমান সংস্করণে গ্রন্থখানা দুইভাগে বিভক্ত করিয়া মুদ্রিত করা গেল। (১) গ্রন্থোক্ত মহাত্মাদিগের জীবনী ও (২) দুর্ব্বোধ বাক্যসমূহের ব্যাখ্যা এবং (৩) অপরাপর গ্রন্থোক্ত বিষয়সমূহ লক্ষ্য করিয়া যাহা বলা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধীয় বিবরণ অতি সংক্ষেপে টীকাকারে প্রদত্ত হইল। পূর্ব্ব-সংস্করণের মুদ্রাঙ্কন ভ্রমগুলি এবং যে দোষ বা ত্রুটি লক্ষিত হইয়াছে, তাহা সংশোধন করিয়া দেওয়া গেল।

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র দাশগুপ্ত।

গৌহাটী,
১৮ই ফাল্গুন, সন ১৩২২।

সপ্তম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

এই সংস্করণে, মূলগ্রন্থে ও টীকায় যে সকল ভুলভ্রান্তি লক্ষিত হইয়াছে, তৎসমস্ত সংশোধনপূর্ব্বক, স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র দাশগুপ্ত।

কলিকাতা,
১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৪।

Remarks by **Hon'ble Sir Alfred Croft**, M. A., K. C. I. E., Director of Public Instruction, Bengal, in the list of Text-Books authorised for use in Middle Schools in Bengal, published in the Calcutta Gazette, dated the 1[illegible]the July, 1891, page 689.

N. B.—The books marked with asterisks are specially recommended for the purpose of moral instruction.

II BENGALI READERS

---

* **Soubhagya-Sopan by Prasanna Chandra Das Gupta**, B. A.

(2) * * * * *

সৌভাগ্য-সোপান সম্বন্ধে সমালোচনা

শিক্ষা-পরিচয়, আশ্বিন ১৩০২

(৫ম ভাগ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা)

সৌভাগ্য-সোপান। শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র দাশগুপ্ত, বি, এ, প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ। আকার ডিমাই ১২ পেজী, ৩৩১ পৃষ্ঠা; মূল্য ১৲ টাকা।

এই গ্রন্থে উদ্বোধন, আরম্ভ, প্রাতরুত্থান প্রভৃতি ৩০টী প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। উদ্বোধনটী পড়িলেই বুঝা যায়, গ্রন্থকারের প্রাণ কি গভীর পবিত্র সংকল্পে উদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহাকে গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত করিয়াছে। এরূপ গ্রন্থ—জীবনারণ্যে তরুণ যুবকের সৌভাগ্য-পথ-প্রদর্শক; এরূপ পুস্তক ইংরাজীতে অনেক আছে, কিন্তু দরিদ্র বাঙ্গালীর হীন-সম্পদ ভাষায় বোধ হয় এই শ্রেণীর পুস্তক ইহাই প্রথম। গ্রন্থখানিকে যুবকদিগের প্রকৃত হিতকারী করিবার জন্য গ্রন্থকার যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠাতেই তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে। আকারের তুলনায় যে মূল্য অবধারিত হইয়াছে, তাহাও অতি সামান্য; ইংরাজীতে এই শ্রেণীর যে সকল পুস্তক রহিয়াছে, তাহাব মূল্য ইহার ত্রিগুণ, চতুর্গুণ। সৌভাগ্যের জন্য উৎসুক, বিশেষতঃ ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ বঙ্গীয় যুবকদিগকে, এত সুলভ মূল্যে এমন উৎকৃষ্ট পুস্তক কিনিয়া পড়িবার জন্য আমরা অনুরোধ না করিয়া থাকিতে পাবি না। যাঁহারা ইংরাজীতে অভিজ্ঞ, তাঁহারাও এ পুস্তক পড়িলে অনেক উপকার পাইবেন, কারণ ইহা বাঙ্গালী যুবকের জন্য বিশেষভাবে লিখিত।

সঞ্জীবনী, ১০ই জানুয়ারী ১৮৮৫

সৌভাগ্য-সোপান।—শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নচন্দ্র দাশগুপ্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রণীত। সাম্য প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ১৲ টাকা। আমরা এই পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়াছি। কেন না এ প্রকার চিন্তাশীল উন্নত ভাবপূর্ণ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অতি বিরল। অর্থশূন্য ও অকিঞ্চিৎকর উপন্যাস প্রণয়ন করা, অধুনা কতকগুলি গ্রন্থকারের এক প্রকার রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে সমস্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হইলে প্রগাঢ় অধ্যয়ন, চিন্তা ও মস্তিষ্কচালনা নিতান্ত প্রয়োজন, দুর্ভাগ্যের বিষয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তি সেদিকে মনোযোগ দেন না। এই পুস্তকে সর্ব্বশুদ্ধ ৩০টী প্রবন্ধ আছে। সকলগুলিই উন্নত নীতিভাবপূর্ণ ও গ্রন্থকারের গভীর চিন্তাশীলতাব্যঞ্জক। গ্রন্থের ভাষা অতি সরল অথচ প্রসাদগুণবিশিষ্ট। এই পুস্তক বিদ্যালয়স্থ বালকদিগের পাঠের যে সম্পূর্ণ উপযোগী, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই। শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট আমাদের বিনীত অনুরোধ যে, অবিলম্বে তাঁহারা এই পুস্তকখানি উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় সমূহে পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া গ্রন্থকারের সমুচিত উৎসাহ বর্দ্ধন ও বালকদিগের যথেষ্ট উপকার সাধন করেন। ইহা প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী ও প্রথম পরীক্ষার্থী (First Arts) দিগের পাঠ্যপুস্তকরূপে অবধারিত হইলে আমরা যারপর নাই আহ্লাদিত হইব।

নব্যভারত, চৈত্র ১২৮১

সৌভাগ্য-সোপান।—শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র দাসগুপ্ত, বি, এ, প্রণীত। সাম্য প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ১৲ টাকা। প্রসন্ন বাবু যে এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিতে প্রাণপণে যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার যথেষ্ট পরিচয়

পাইলাম। আর কোন বাঙ্গালা পুস্তকে আমরা আজ পর্য্যন্ত এত অনুসন্ধিৎসাবৃত্তির পরিচয় পাই নাই। এই পুস্তকে গ্রন্থকার এতগুলি লোকের নীতিবাক্য ও সদুপদেশ সংগ্রহ করিয়াছেন যে ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। সৌভাগ্য সোপান বাঙ্গালা ভাষার একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। পুস্তকের ছাপা অতি পরিষ্কার হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রকার নীতিপূর্ণ গ্রন্থের নিতান্ত অভাব আছে। এরূপ পুস্তক প্রচার করিয়া গ্রন্থকার সর্ব্বসাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। এরূপ অসংলগ্ন নীতিপূর্ণ গ্রন্থ সাহিত্য বলিয়া বিদ্যালয়ে অধীত হইবে কি না. সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে; তবে এ কথা নিশ্চয় বলিতে পারি, যাঁহাদিগের মনুষ্যত্ব বা মহত্ত্ব লাভের বাসনা আছে, তাঁহারা এ পুস্তক পড়িয়া অত্যন্ত উপকৃত হইবেন। প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে, কি কি প্রণালীতে চলিতে হয়, তাহা অতি সুন্দররূপে এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বামাবোধিনী পত্রিকা, মাঘ ১২৯১

সৌভাগ্য-সোপান।—শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র দাশ গুপ্ত, বি-এ, প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা। যাহা দ্বারা মনুষ্যের চরিত্র গঠিত হইয়া প্রকৃত সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে, এরূপ অনেকগুলি নীতিগর্ভ প্রস্তাব ইহাতে প্রকটিত হইয়াছে এবং অনেকগুলি সাধুর উক্তি এবং সাধুজীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রস্তাবগুলি হৃদগত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই পুস্তকখানি বিদ্যালয়ের পাঠ্য মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

ঢাকাপ্রকাশ, ২৯ চৈত্র ১২৯১

সৌভাগ্য-সোপান।—বাবু প্রসন্নচন্দ্র দাশ গুপ্ত, বি, এ, প্রণীত।

আয়তনে ১২ পেজী ফর্ম্মার ২৩ ফর্ম্মা ; মূল্য ১৲ টাকা। কিসে জীবন উন্নত করিয়া সৌভাগ্যবান হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে পাশ্চাত্য মহাত্মাদের উক্তি লইয়া কয়েকটি নীতিগর্ভ প্রস্তাব রচনাপূর্ব্বক এই পুস্তক প্রকটন করা হইয়াছে। প্রত্যেক প্রস্তাবের শিরোভাগেই এক একটি মহাবাক্য উদ্ধৃত করিয়া দিতে ত্রুটি হয় নাই। প্রায় সমস্ত প্রবন্ধই ঐরূপ বাক্যের অনুবাদে পূর্ণ। ইহার ভাষা সর্ব্বত্র সুপাঠ্য না হইলেও সরল হওয়াতে বিদ্যালয়ের বালকগণের বেশ পাঠোপযোগী হইয়াছে। দেশীয় বঙ্গবিদ্যালয়ে এইরূপ নীতিপূর্ণ পুস্তক পাঠ্য হইলে অনেকের মঙ্গলের প্রত্যাশা আছে।

দৈনিক, ৯ই বৈশাখ ১২৯১

সৌভাগ্য-সোপান।—শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নচন্দ্র দাশ গুপ্ত, বি, এ. প্রণীত মূল্য ১৲ টাকা। এই পুস্তক পঠে আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি, গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ দিতেছি, এবং জনসাধারণকে এ পুস্তক অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছি। এখানি বাজে রকমের বই নহে, অন্তঃসারশূন্য বহুদর্শিতাবিহীন লোকের লেখা নহে। গ্রন্থকার শিক্ষিত এবং বহুদর্শী।

পরিদর্শক, ২৪শে জুন ১৮৮৯

সৌভাগ্য-সোপান নামক পুস্তকখানির উদ্দেশ্য ও গঠনপ্রণালী উচ্চ। স্মাইলস্ প্রভৃতি সুবিখ্যাত শিক্ষকদের উপদেশগুলি একত্র করিয়া গ্রন্থকার এরূপভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন যে, সেইগুলি পাঠ করিয়া চরিত্র ও আদর্শ জীবনের মূল্যে কি তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়।

সূচীপত্র

(প্রথম ভাগ)

বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	উদ্বোধন	১
২।	আরম্ভ	৬
৩।	প্রাতরুত্থান	১৩
৪।	সময়ের ব্যবহার	২১
৫।	ক্ষুদ্র বস্তু সমূহ	৩২
৬।	অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা	৪২
৭।	সুযোগ	৫৭
৮।	জীবন-যুদ্ধ	৬৮
৯।	আত্মাবলম্বন	১০৫
১০।	পরিশ্রম	১২২
১১।	সাহস	১৩২
১২।	শৃঙ্খলা	১৪৫
১৩।	সংসর্গ	১৫৬
১৪।	অলসতা	১৬৬

সৌভাগ্য-সোপান

উদ্বোধন

"O gentlemen, the time of life is short ;
To spend that shortness basely, were too long ;
If life did ride upon a dial's point,
Still ending at the arrival of an hour."

Shakespeare.

ভ্রাতঃ, আর কত কাল মোহনিদ্রায় অভিভূত থাকিবে? আর কত কাল মানব-নামের যথার্থ গৌরব বিস্মৃত হইয়া অন্ধের ন্যায় সংসার-পথে বিচরণ করিবে? আর কত কাল অনাবধানতা, ঔদাসীন্য, নীচতা ও স্বার্থপরতা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিবে? আর কত কাল বৃথা আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকিয়া মনুষ্য-নাম কলঙ্কিত করিবে? একবার গাত্রোত্থান কর, জ্ঞান-নেত্রোন্মীলনপূর্ব্বক নিজের দিকে, স্বদেশের দিকে ও সমাজের

দিকে দৃষ্টি কর। একবার স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখ, করুণাময় পরমেশ্বর তোমাকে কিরূপ উন্নতিশীল করিয়া ধরাতলে প্রেরণ করিয়াছেন এবং তোমার অন্তরে কিরূপ মহৎ বীজ সমূহ রোপণ করিয়াছেন। কেমন উৎকৃষ্ট তোমার মস্তিষ্ক! কেমন তেজোময়ী তোমার প্রকৃতি! সতত তাহাদিগকে সৎপথে নিয়োগ করিলে, মানব হইয়াও দেবতুল্য সুখভোগে সমর্থ হইবে। একবার চিন্তা করিয়া দেখ, ঈশ্বর তোমাকে কেবল নিজের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন, অথবা তোমার নিজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, তোমার দেশের, দেশীয় ভ্রাতা ভগিনীদিগের ও সমাজের উন্নতি সাধন করিবার উপযুক্ত করিয়া তোমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন।

ভ্রাতঃ, তোমার চতুর্দ্দিকে কত কার্য্য রহিয়াছে! তোমার বাঞ্ছানুরূপ উন্নতি হয় নাই; তুমি দেশীয় ভ্রাতা ভগিনীদিগের উপকার বা উন্নতির জন্য কিছুই করিতে পার নাই; স্বকীয় দেশের বা সমাজের উন্নতি-চিন্তা একবারও মনে স্থান দাও নাই; সংক্ষেপতঃ, যাহাতে মানব-নামের যথার্থ গৌরব রক্ষিত হইতে পারে, এরূপ কোন কার্য্যে সাহসপূর্ব্বক এক পদও অগ্রসর হও নাই। তোমার কি এ সময়ে উদাসীনভাবে থাকা, অথবা আমোদ প্রমোদে মত্ত হওয়া উচিত? মোহান্ধতা হেতু স্বকীয় অধঃপতন কি তোমার উপলব্ধি হয় না? দুর্দ্দশাগ্রস্ত স্বদেশ ও সমাজের উন্নতি-সাধন কি অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীতি হয় না? এই দুর্ভাগ্য ভারতভূমির চতুর্দ্দিকে কি ভয়ানক ব্যাপার! এক

দিকে ম্যালেরিয়া সমগ্র দেশ উচ্ছেদ করিতেছে, অন্য দিকে দুর্ভিক্ষপীড়িত লক্ষ লক্ষ লোক অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে; একদিকে ভ্রাতা ভগিনীগণ ভয়ানক কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া নানাবিধ অপকর্ম্মে লিপ্ত হইতেছে, অপর দিকে অলস ও ভিক্ষাজীবি সুস্থকায় ব্যক্তিগণ অন্যায়রূপে জীবন-ক্ষয় করিয়া কুৎসিত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছে; এক দিকে অপরিণামদর্শী দুরাচারগণ ভীষণ পাপানুষ্ঠান করিয়া নরক-দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতেছে, অপর দিকে দুর্ব্বৃত্ত মদ্যপায়িগণ অধঃপাতের চরম সীমায় গমন করিতেছে এবং অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া বৃদ্ধ জনক-জননী ও অসহায় পরিবারকে শোকসাগরে ভাসাইতেছে! তোমার কি এখন নিশ্চিন্ত থাকিবার সময়?

ঐ দেখ, তোমার নেত্র-সন্নিধানে ফ্রান্স, ইংলণ্ড, প্রুসিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি কত দেশ অত্যুচ্চ উন্নতি লাভ করিতেছে; ইচ্ছা করিলে তুমি কি জন্মভূমি ভারতবর্ষের সেইরূপ উন্নতি বিধান করিতে পার না? নিরাশাকে একবার মন হইতে দূর কর; একবার দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে নিজের ও জন্মভূমির উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হও। আর কতকাল পরমুখাপেক্ষী হইয়া জীবন যাপন করিবে? আর কত কাল উন্নত ও সভ্য জাতির কৃপাপাত্র হইয়া কালক্ষেপণ করিবে? সিংহের ন্যায় বলবিক্রম-সম্পন্ন হইয়াও আপনাকে নিস্তেজ ও অসার মনে করা কি কাপুরুষের চিহ্ন নহে? তোমার কার্য্যকলাপ দেখিলে বোধ হয় তুমি মানব-জীবনের উদ্দেশ্যই ভুলিয়া গিয়াছ। তুমি কেবল

নিজের জন্য জন্মগ্রহণ কর নাই; তোমার জীবনের বিস্তর কর্ত্তব্যতা রহিয়াছে। যদি তোমার ভ্রাতা-ভগিনীদিগের, স্বদেশের ও সমাজের উপকার ও উন্নতি সাধন করিয়া মানব জীবন সফল করিতে চাও, মানব-নামের গৌরব রক্ষা করিতে চাও, তবে সর্ব্ব প্রথমে স্বকীয় উন্নতি সাধন কর। যে নিজে উন্নত নহে, সে কিরূপে দেশের বা সমাজের উন্নতি সাধন করিবে? স্থির ভাবে চিন্তা করিয়া দেখ, আত্মোন্নতি-লাভ সকলেরই বিলক্ষণ আয়ত্ত রহিয়াছে; তজ্জন্য অন্যের উপাসনা করিতে হয় না। পরম কারুণিক পরমেশ্বর মানব-প্রকৃতি চিরোন্নতিশীল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব, কি কি উপায়ে প্রকৃতরূপে আত্মোন্নতি সাধিত হইতে পারে, সর্ব্বাগ্রে তদনুসন্ধান করা বিধেয়।

ভ্রাতঃ, আত্মোন্নতি-কল্পে, সংসার-ক্ষেত্রে জীবন-যুদ্ধ বড়ই ভয়ানক। এ যুদ্ধে অনেক অহঙ্কারী যুবা ব্যক্তি কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, অনেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি হার মানিয়াছেন, অনেক চতুর ব্যক্তি ঠকিয়াছেন; অথচ সাধারণ-বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ জয়লাভ করিয়া উন্নতির পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, এরূপ দেখা গিয়াছে। এই জীবন-যুদ্ধ বড়ই কঠিন ব্যাপার। এখানে যৌবনের গর্ব্ব, বিদ্যার আস্ফালন, বুদ্ধির দাম্ভিকতা পরাস্ত হইয়া যায়। এ যুদ্ধে শত্রু বহুতর। তাহাদের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে, অজেয় পরাক্রম, অটল সহাস এবং অপ্রতিম ধৈর্য্য আবশ্যক হয়। কি কি অস্ত্র-শস্ত্রে

সুসজ্জিত হইয়া জ্ঞানী ও মহৎ ব্যক্তিগণ এ যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছেন,—কি কি কৌশল অবলম্বন করিয়া জয়লাভে কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং উন্নতির উচ্চতম শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছেন; চল তদনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। তাঁহাদের উদাহরণ অবলম্বন ব্যতীত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার দ্বিতীয় উপায় নাই। তাঁহারা আপন জ্ঞান ও বিদ্যাবলে এ জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। এই পৃথিবীতে তাঁহারা ঐরূপ উন্নতি ও শুভানুষ্ঠান না করিলে, ইহা মানবোপযোগী সুখস্থান বলিয়াই বোধ হইত না। তাঁহাদের উপদেশপূর্ণ বাক্যাবলী, তাঁহাদের জ্বলন্ত তেজস্বিতা ও উৎসাহপূর্ণ কার্য্যসমূহ চিন্তা করিতে গেলে, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। অতএব, ভ্রাতঃ, উত্থান কর, জাগ্রত হও; যে পথে গমন করিয়া সেই মহানুভবগণ মহোচ্চ পদ ও উন্নতিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই পথে, তাঁহাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া চল; মানব-জীবনের উচ্চ ও মহৎ লক্ষ্য হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া সাধু ও সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হও,—নিজে উন্নত হও,—স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নশীল হও,—মানব জীবনের সফলতা লাভে দৃঢ়সঙ্কল্প হও।
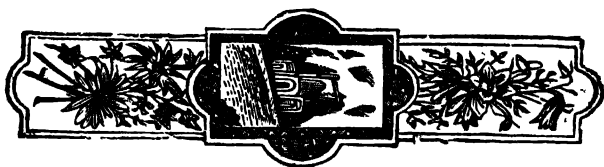
আরম্ভ

"Pitch thy behaviour low, thy projects high,
So shalt thou humble and magnanimous be ;
Sink not in spirit, who aimeth at the sky,
Shoots higher much than he that means a tree."

George Herbert.

নবীন যুবক, সংসার প্রবেশের পূর্ব্বে, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমার জীবনের লক্ষ্য কি ? তুমি কি হইতে চাও এবং তজ্জন্য তোমার কি সম্বল আছে ? সংসার-ক্ষেত্রে জীবন-যুদ্ধের জন্য তুমি কতদূর শিক্ষিত ও সুসজ্জিত হইয়াছ ?

সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে রীতিমত শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, এবং ক্রমে যতই অধিক যুদ্ধ করে, ততই তাহাদের সাহস, তেজ ও নিপুণতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ; অবশেষে অভিজ্ঞতা নিবন্ধন কোন যুদ্ধেই সেই সংগ্রাম-বিশারদ সৈন্যদলের পরাস্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে না। সংসারে জীবন-যুদ্ধের জন্য

যে সকল সৈন্য, পাঠশালায়, মধ্যম ও উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত হয়, তাহাদের অবস্থাও ঠিক এইরূপ। সুতরাং সংসার-প্রবেশের পূর্ব্বে, দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া নিজের বল, সাহস ও আয়োজন পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

এরূপ আত্ম-পরীক্ষার পরে জীবনের একটী লক্ষ্য ঠিক করিতে হইবে। লক্ষ্যটী উচ্চ ও মহৎ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক; কারণ, যাহার জীবনের লক্ষ্য সৎ ও উচ্চ নহে, সে কদাচ সচ্চরিত্র ও উন্নত হইতে পারে না। লক্ষ্য নির্ণীত হইলে, সেদিকে অগ্রসর হইবার জন্য অবিশ্রান্ত যত্ন করিতে হইবে, এবং যত দিন না সেই লক্ষ্যের প্রাপ্তি হয়, ততদিন কখনও কোন কারণবশতঃ ক্ষান্ত হওয়া উচিত নহে।

সংসার-দ্বারে দণ্ডায়মান নবীন যুবকের পক্ষে জীবনের লক্ষ্য নির্ণয় বড় সহজ ব্যাপার নহে; অথচ, ইহা এত প্রয়োজনীয় যে, তদ্ব্যতিরেকে সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে, পদে পদে পদস্খলন হয়। কত শত নবযুবক, জীবনের লক্ষ্য ঠিক না করিয়া, নিকটে যাহা প্রাপ্ত হন, তাহা লইয়াই প্রথমে সংসারে প্রবেশ করেন। কয়েকদিন পরে সেই পথটী ভাল লাগে না, অমনি আর একটী পথ অবলম্বন করেন; কিছু দিন পরে দেখেন, সেই পথটীও কণ্টকাকীর্ণ, তৎক্ষণাৎ আর একদিকে গমন করেন; দেখেন, সেই পথটীও অপরিষ্কৃত, পুনরায় অন্য পথে গমন করেন; দেখেন, সেই পথটীও নিতান্ত উচ্চনীচ; এইরূপ পুনঃপুনঃ পরিবর্ত্তনে তাঁহাদের জীবনের উৎকৃষ্ট সময়—যৌবন-

কাল—অতিবাহিত হইয়া যায়। অবশেষে যখন অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়,—যখন দেখিতে পান, গোলমাল করিতে করিতেই যৌবনের তেজস্বিতা, বল, সাহস প্রভৃতি নষ্ট হইয়া গেল,—তখন অনুতপ্ত হৃদয়ে ও অতিব্যস্তভাবে, একদিক লক্ষ্য করিয়া ক্রমাগত অগ্রসর হইতে থাকেন, এবং সাধ্যানুসারে প্রধাবিত হইয়া, কিয়দ্দূর গমনের পরেই দেখিতে পান, বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

এবম্বিধ অস্থির-চিত্ত লোকের কার্য্যকে জ্ঞানিগণ বালকের ক্রীড়ার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। বালক যেমন নিত্য নূতন সামগ্রী লইয়া ক্রীড়া করিতে ভালবাসে,—নূতন খেলার সামগ্রী দেখিলে আর পুরাতন বস্তু লইয়া সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে না,—বস্তুর গুণাগুণ বিচার না করিয়া বাহ্য চাক্‌চক্যে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়; পুনঃপুনঃ জীবন-লক্ষ্য-পরিবর্ত্তন-কারী ব্যক্তিগণও সেইরূপ। প্রথমে একটী লক্ষ্য ঠিক না করিয়া জীবন-পথে অগ্রসর হইলে নিশ্চয়ই অত্যন্ত অনিষ্ট হইবে, জীবনের উৎকৃষ্ট সময় বৃথা চেষ্টায় অবসান হইবে, এবং যাবজ্জীবন অনুতাপযাতনা সহ্য করিতে হইবে। এ বিষয়ে জ্ঞানী ও মহৎ ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কার্য্য উত্তমরূপে আরম্ভ করিতে পারে, সে নিশ্চয়ই তাহা উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয়। উত্তমরূপে কার্য্যারম্ভই কার্য্যের অর্দ্ধসম্পাদন বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।"

জীবন-পথে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই এই সকল

বাক্যের সত্যতা প্রতিপন্ন হয়। কত যুবক বিদ্যা, বুদ্ধি, সাহস ও বল থাকা সত্ত্বেও সৌভাগ্য-দেবীর দৃষ্টিপথে পতিত হন নাই; কেননা, সাংসারিক জীবন কিরূপে আরম্ভ করিতে হয়, তাঁহারা তাহা জানিতেন না। বস্তুতঃ, প্রায় সমস্ত উত্তম কার্য্যের আরম্ভই কষ্টকর; কোন কার্য্য একবার আরম্ভ করিয়া, কতক দিন অবিশ্রান্তরূপে তাহাতে নিযুক্ত থাকিলে মন আপনা হইতেই সেদিকে যাইতে চাহে, এবং যতই উত্তমরূপে সেই কার্য্য সম্পন্ন হয়, মন ততই আনন্দে পরিপূর্ণ হইতে থাকে।

আরম্ভই বুদ্ধির প্রাখর্য্য-জ্ঞাপক ও সহিষ্ণুতার পরিমাণসূচক। কোন অট্টালিকা ভাঙ্গিতে হইলে, যে ব্যক্তি প্রথম ইষ্টকখানা খুলিতে সমর্থ হয়, তাহাকেই ঐ কার্য্যের প্রধান ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করা উচিত; কারণ, প্রথম ইষ্টকখানা খুলিবার পরে অন্যান্য ইষ্টকগুলি খোলা অতি সহজ হইয়া পড়ে। এইরূপে ক্ষুদ্র হইতে আরম্ভ হইয়া, ক্রমে বৃহৎ কার্য্য সকল সুসম্পন্ন হয়। প্রথমেই যদি কোন ব্যক্তি সৌভাগ্যের উচ্চতম শৃঙ্গে আরোহণ করিতে চাহেন, তিনি নিশ্চয়ই বিড়ম্বিত হইবেন; তাঁহার আশা কখনও সফল হইবে না। নিম্নতম সীঁড়িতে পদক্ষেপ না করিয়া উচ্চতম সীঁড়িতে কি কেহ কখনও উঠিতে পারিয়াছেন? প্রথমে সামান্য কার্য্যের সঙ্গে পরিচিত না হইয়া, অকস্মাৎ কেহ কি কখনও মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিয়াছেন?

কার্য্য-বিচারে অধিক সংশয় ও সময় ক্ষেপন অজ্ঞতার লক্ষণ। কার্য্য মাত্রই উত্তম। কর্ত্তা যদি সাধু ও চরিত্রবান্ হন,

তবে কোন কার্য্যই নীচ বা অপমানজনক হয় না; আর তিনি যদি অসাধু ও অসচ্চরিত্র হন, তবে অত্যুচ্চ কার্য্যকেও তিনি শীঘ্রই কলঙ্কিত করেন এবং নিজে অপমানিত ও অপদস্থ হন। সামান্য কার্য্যেও মহত্ত্বের পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে, এবং মহৎ কার্য্যেও নীচতার লক্ষণ প্রকাশিত হইতে পারে। স্বকীয় চরিত্র দ্বারা মানবগণ আপন কার্য্যরাশিকে সতত অনুরঞ্জিত করিতেছেন।

পৃথিবীতে সকল লোকই উন্নত ও মহৎ হইতে ইচ্ছা করে; কিন্তু তদনুরূপ কার্য্য করিতে চাহে না কাজেই উন্নতির পথেও অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে না। ভ্রাতঃ, যদি যথার্থই উন্নতি লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া থাক, তবে সংসার-দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া, তোমার জীবনের আকর্ষণ কোন্ দিকে অধিক, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখ; এবং তদনুসারে একটী মহৎ লক্ষ্য ঠিক করিয়া নিরন্তর কার্য্য করিতে থাক। বিশ্বাসপূর্ব্বক ধৈর্য্যসহকারে তোমার সমস্ত শক্তি সেই কার্য্যে প্রয়োগ কর; স্বকার্য্যের উন্নতি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে, এবং সতত সেই কার্য্য না করিয়া কোনরূপে স্থির থাকিতে পারিবে না। লোকে বলিবে, ঐ কার্য্যের জন্য তুমি অনুপযুক্ত কিন্তু তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া, তোমার চিহ্নিত পথে চলিতে থাকিবে, এবং সর্ব্বদা এই কথা স্মরণ রাখিবে, যে প্রকার কার্য্যই হউক না কেন, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমযোগে তাহা অবশ্যই সম্পন্ন হয়। যদি ঐ কার্য্য কঠিন ও ক্লেশকর বোধ

হয়, তথাপি তাহা কর্ত্তব্যতা ও আবশ্যকতার অনুরোধে, এরূপ আস্থা ও যত্ন সহকারে সম্পাদন করিবে যে, তাহাতে যথার্থ সুখোদয় হইতে পারে। কর্ত্তব্য কর্ম্ম ক্লেশকর হইলেও যত্ন এবং উৎসাহযোগে তাহা সুখজনক করিয়া লইতে হইবে।

অপরদিকে একটী বিষয়ে নিতান্ত সাবধানতার প্রয়োজন। উন্নতি পথে অগ্রসর হইবার সময়, অহঙ্কার যেন তোমার হৃদয়ে স্থান না পায়। যখন দেখিবে, তোমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তিও কার্য্যক্ষেত্রে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে, এত উন্নতি লাভ করিয়াছে, তখন যেন মাথা ঘুরিয়া না যায়। সর্ব্বদা নম্রতার সহিত স্থির-চিত্তে কার্য্য করিতে হইবে। জর্জ্জ হারবার্ট * বলিয়াছেন, "স্বভাব বিনীত কর এবং উদ্দেশ্য ঊর্দ্ধদিকে প্রধাবিত কর; এরূপ করিলে নম্র ও উচ্চাশয় হইবে; কখনও নিরাশ হইও না, যে ব্যক্তি আকাশ লক্ষ্য করিয়া তীর উৎক্ষেপণ করে, তাহার তীর নিশ্চয়ই বৃক্ষাগ্র-লক্ষ্যকারীর তীরাপেক্ষা অধিক উচ্চে উঠে।" বস্তুতঃ যিনি উন্নতির উচ্চশিখরে অধিরোহণার্থ কায়-মনোবাক্যে যত্ন করেন, তাঁহার আশা সম্যক্ সফল না হইলেও, তিনি যে সাধারণ ব্যক্তিদিগকে অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যিনি আপন চরিত্র, বিনীত ও নম্র করিয়াছেন, তাঁহার উন্নতির পথে যাইবার বাকি কি?

---

* জর্জ্জ হারবার্ট—ইংরাজ কবি ও ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ। ইঁহার গ্রন্থগুলি নীতি ও ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ। প্রধান গ্রন্থ—"মন্দির" ও "মিতাচার"। জন্ম ১৫৯৩ খৃঃ, মৃত্যু ১৬৩২ খৃঃ।

যিনি তাঁহার আশাকে অত্যূর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছেন, তিনি কি কখনও নীচতার বশবর্ত্তী হইতে পারেন ? তাঁহার চরিত্র, তাঁহার আশা, তাঁহার কার্য্য সকলই উর্দ্ধদিকে প্রেরিত ; এরূপ ব্যক্তি কখনই উন্নত না হইয়া থাকিতে পারেন না।

প্রাতরুত্থান

"I was an early riser. Happy the man who is! Every morning, day comes to him with virgin love, full of bloom, and purity, and freshness. I doubt if any man can be called 'old' so long as he is an early riser and an early walker."

Lord Lytton.

অবনীমণ্ডলে যত লোক দীর্ঘজীবী ও চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই অতি প্রত্যূষে শয্যা-ত্যাগের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। ভোর সময়ে শয্যা ত্যাগ না করিলে প্রাতঃকালের কার্য্য সকল অসম্পন্ন থাকে। শয্যা-ত্যাগান্তে সেই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেই সময় অতিবাহিত হইয়া যায়, সুতরাং অপর দিকের অন্যান্য কার্য্য সকল যথাসময়ে সম্পন্ন হইতে পারে না। এজন্যই ফ্রাঙ্কলিন্ * বলিয়াছেন, "যে

* বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন্—আমেরিকা দেশীয় বিখ্যাত দার্শনিক ও রাজনীতিজ্ঞ। ইনি অত্যন্ত জ্ঞানী, সহিষ্ণু, বুদ্ধিমান্ ও সর্ব্বহিতৈষী ছিলেন।

ব্যক্তি বিলম্বে শয্যা ত্যাগ করে, সে সারাদিন অতি ব্যস্ততার সহিত কার্য্য করিয়া, রাত্রেও তাহা শেষ করিতে সমর্থ হয় না।” পুরাকালের বিজ্ঞানবিৎ, মহাত্মা আরিষ্টটোল্ * বলিয়াছেন—“ভোর হইবার পূর্ব্বেই শয্যা-ত্যাগের অভ্যাস করা উচিত; কারণ, তদ্দারা লোক সুস্থ, ধনী ও জ্ঞানী হয়।” আফ্রিকা দেশে নিগ্রোদিগের মধ্যে এ সম্বন্ধে একটী নীতি কথা প্রচলিত আছে, “যিনি ভোর সময়ে গাত্রোত্থান করেন, তাঁহার ভ্রমণের পথ সংক্ষিপ্ত হয়।”

প্রুসিয়ার প্রসিদ্ধ সম্রাট্ দ্বিতীয় ফ্রেডারিক্ † বৃদ্ধ বয়সে, ও

ইহার গ্রন্থগুলি উপদেশ ও সদ্ভাবপূর্ণ। প্রধান গ্রন্থ—“ধনী হইবার উপায়,” “দীন “রিচার্ডের পঞ্জিকা” এবং “স্বাধীনতা, আবশ্যকতা, সুখ ও দুঃখ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব।” জন্ম ১৭০৬, মৃত্যু ১৭৯০ খৃঃ।

* আরিষ্টটোল্—গ্রীস দেশীয় বিখ্যাত দার্শনিক ও বিজ্ঞানবিদ্। ইনি সম্রাট্ আলেক্জাণ্ডারের শিক্ষক ছিলেন। ইঁহার গ্রন্থ সকল গভীর জ্ঞান ও নীতিপূর্ণ বলিয়া এক সময়ে এত আদৃত হইয়াছিল যে, তদুল্লিখিত বাক্য সকল শাস্ত্রের ন্যায় সম্মানিত হইত। জন্ম ৩৮৪ খৃঃ পূঃ, মৃত্যু ৩২২ খৃঃ পূঃ।

† ফ্রেডারিক্ দি গ্রেট্—প্রুসিয়ার বিখ্যাত সম্রাট। তিনি অতিশয় বিদ্যোৎসাহী, জ্ঞানী ও আড়ম্বরশূন্য ছিলেন, এবং এজন্যই ‘দি গ্রেট’ (মহাত্মা) পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই মহাত্মা প্রত্যহ প্রাতে ৫টার সময় গাত্রোত্থান করিয়া রাজকার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইতেন এবং রাত্রি ১০টার সময় নিয়মিতরূপে শয়ন করিতেন। জন্ম ১৫৩৪ খৃঃ, মৃত্যু ১৫৮৮ খৃঃ

শারীরিক নানা দুর্ব্বলতার মধ্যে, তাঁহার ভৃত্যদিগকে আদেশ করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে রাত্রি চারিটার পর যেন আর শয্যায় থাকিতে দেওয়া না হয়। রুষিয়ার সম্রাট্ পিটার * দি গ্রেট্ হলাণ্ডে জাহাজ-নির্ম্মাণ-কার্য্য শিক্ষা করিবার সময়ে, যেরূপ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিতেন, সিংহাসনাধিপতি হইয়া প্রজাশাসন সময়েও তদ্রূপ প্রত্যূষেই শয্যা ত্যাগ করিতেন। প্রসিদ্ধ রুবেন্স্ † রাত্রি চারিটার সময় গাত্রোত্থান করিয়া স্থষ্টিকর্ত্তাকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ করিতেন, এবং প্রতি দিন প্রাতঃকালীন আহারের পূর্ব্বে 'পৌর্ব্বাহ্নিক চিত্র' (Breakfast Sketches) নামে যে সকল ছবি প্রসিদ্ধ আছে,

---

* পিটার দি গ্রেট—রুশিয়ার বিখ্যাত সম্রাট। তিনি অত্যন্ত প্রজাবৎসল, দেশহিতৈষী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন বলিয়া, 'দি গ্রেট' (মহাত্মা) উপনাম লাভ করিয়াছিলেন। স্বীয় প্রজাদিগকে জাহাজ নির্ম্মাণ কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য, তিনি ছদ্মবেশে, হলাণ্ডের রাজধানী এম্ষ্টারডেম্ নগরে জাহাজ গঠন করিবার প্রণালী শিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রজাদিগের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য, তিনি ছদ্মবেশে ভ্রমণে বহির্গত হইতেন এবং দীন দুঃখীদিগের দুর্দ্দশা মোচন করিতেন। জন্ম ১৬৭২ খৃঃ, মৃত্যু ১৭২৫ খৃঃ।

† পিটার পল্ রুবেন্স্—প্রুসিয়া দেশীয় বিখ্যাত চিত্রকর ও রাজনীতিজ্ঞ। ইনি স্পেন্রাজের দৌত্যকার্য্যে ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন; এবং তথায় সম্মানজনক উপাধি লাভপূর্ব্বক রাজার প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। জন্ম ১৫৭৭ খৃঃ, মৃত্যু ১৬৪০ খৃঃ।

তাহার এক একখানা চিত্র করিতেন। তিনি চিত্রকার্য্যে, সাহিত্যে ও রাজনীতিতে কিরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই মহাত্মা বলিয়াছেন, "যিনি প্রাতঃসময় বিফলে হরণ করেন, তিনি দিবসের মধ্যে একটী রন্ধ্র করিয়া দেন, যাহার মধ্য দিয়া দ্রুতগামী ঘণ্টা সমূহ পলাইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে।" *

উপাখ্যান-লেখক, সুপ্রসিদ্ধ সার্ ওয়ালটার্ স্কট্ † রাত্রি পাঁচটার সময় গাত্রোত্থান করিয়া নিজে দীপ জ্বালিতেন এবং কার্য্য করিতে বসিতেন। ভোজনের নির্দ্দিষ্ট সময় ৯ ঘটিকার

---

* প্রাতঃ সময় বৃথা ক্ষেপণ করিলে, প্রায়শঃ সমস্ত দিন অতি ব্যস্ত-ভাবে কার্য্য করিয়াও দিনের কার্য্য শেষ করা যায় না; অথচ, সময় অতি দ্রুতবেগে চলিয়া গিয়াছে বলিয়া অনুমান হয়,—অর্থাৎ প্রাতঃকালীন সময়-হরণরূপ রন্ধ্র দ্বারা অনপেক্ষ ঘণ্টা সকল পলাইয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইতে থাকে।

দিবস—জালরূপ দিবস।

ঘণ্টা—জালবদ্ধ পক্ষীরূপ ঘণ্টা (আড়াই দণ্ড)।

রন্ধ্র—বৃথা সময়ক্ষেপরূপ ছিদ্র।

† সার ওয়াল্‌টার্ স্কট্—স্কটলাণ্ড দেশীয় বিখ্যাত গ্রন্থকার। পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও নিয়মনিষ্ঠাগুণে তিনি শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে "ওয়েভার্লি" উপন্যাস সমূহই অধিক বিখ্যাত, "হ্রদ মহিলা," "কৃষ্ণবর্ণ বামন," "রবরয়" প্রভৃতিও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ মধ্যে পরিগণিত। জন্ম ১৭৭১ খৃঃ, মৃত্যু ১৮৩২ খৃঃ।

পূর্ব্বে তিনি কখনই কার্য্যত্যাগ করিয়া উঠিতেন না। এইরূপ নিয়মতন্ত্রী হইয়া কার্য্য না করিলে কদাচ তিনি এত গ্রন্থ লিখিয়া, তৎসঙ্গে অন্যান্য সমস্ত দৈনিক কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হইতেন না।

ট্রোলোপ্ * নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার পোষ্টাফিসে কার্য্য করিতেন। তিনি প্রত্যহ ভোরে শয্যা-ত্যাগ করিয়া গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন এবং কোন গুরুতর কার্য্যদ্বারা বিশেষরূপে আকৃষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত দ্রুতবেগে লেখনী চালাইতেন। এরূপ সুদৃঢ় নিয়মে কার্য্য করা হেতু, ইংরেজী-সাহিত্য-ভাণ্ডারে তিনি এত উপন্যাস, জীবন-চরিত ও ভ্রমণ-বৃত্তান্ত যোগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি যে কত গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা ইউরোপীয় ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। বস্তুতঃ, মহাত্মাদিগের জীবন-চরিত পাঠ করিলে সম্যক্ অবগত হওয়া যায় যে, সৌভাগ্য-পথের পথিকগণ প্রায়শঃ প্রত্যূষেই গাত্রোত্থান করিতেন।

প্রত্যূষে, গাত্রোত্থান করিতে হইলে, রাত্রি অধিক না হইতে শয়ন করা আবশ্যক। যে অধিক রাত্রিতে শয়ন করে, সে কখনও প্রত্যূষে শয্যা-ত্যাগ করিতে পারে না; করিলেও, তাহাতে নানাবিধ অপকার হইয়া থাকে। শরীর দুর্ব্বল ও

* আণ্টনি ট্রোলোপ্—আধুনিক প্রসিদ্ধ ইংরেজ গ্রন্থকার। ইনি অতিশয় পরিশ্রমী, সময়নিষ্ঠ ও সদাশয় ব্যক্তি। প্রধান গ্রন্থ—"কে রাণীত্রয়," "আলিংটন্ কুটীর" এবং "বাট্রামগণ" ইত্যাদি।

অসুস্থ হয়, মস্তিষ্ক ভার বোধ হয়, চক্ষুর জ্বালা হয়, এবং সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে বিরক্তি বোধ হয়। অতএব প্রত্যুষে ৪।৫টার সময় শয্যা-ত্যাগের নিয়ম করিতে হইলে, রাত্রিতে ৯।১০টার সময় শয়নের অভ্যাস করা আবশ্যক, এবং এরূপ অভ্যাসের জন্য সকলেরই যত্ন করা কর্ত্তব্য। অগৌণে শয়নাভ্যাস করিলে, কেবল প্রত্যূষ্যের কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়, এরূপ নহে; কিন্তু অনেক প্রলোভন, আশঙ্কা এবং বিপদ হইতেও দূরে থাকা যায়। মধ্যরাত্রির অন্ধকাররূপ আবরণে অদৃশ্য হইয়া অনেক যুবক, সেই সুযোগে নিজ মস্তকে কুঠারাঘাত করে, এবং নরকের দ্বার উন্মোচন করে; অবশেষে যাবজ্জীবন অনুতাপ করিয়াও স্বীয় দুষ্কৃতি-যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। এরূপ লোকও দেখা যায়, যাহাদের দুষ্কৃতি-ফল বংশানুক্রমে বিস্তৃত হইতে থাকে, এবং নিরপরাধ সন্তান সন্ততি সেই কুকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে বাধ্য হয়। ঈদৃশ নীচাশয় নারকিগণ কেবল যে নিজের কলঙ্কিত জীবন দুঃখে অবসান করে, এরূপ নহে; কিন্তু অন্য কতকগুলি লোককেও দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিয়া যায়। ইহাদের জীবনে শতবার ধিক্!

ভ্রাতঃ, এরূপ কুপথাবলম্বন সর্ব্বথা অবিধেয়। প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক রাত্রি ৯।১০টার সময় শয়নাভ্যাস করিয়া, প্রত্যূষে ৪।৫টার সময় গাত্রোত্থান করিবে, এবং যাবজ্জীবন এই নিয়ম প্রতিপালন করিবে। এই নিয়মে, জীবনবাহী দিবসের সংখ্যা কত বৃদ্ধি হয়, হিসাব করিয়া দেখ। এক ব্যক্তি প্রত্যহ ভোরে

৪টার সময় গাত্রোত্থান করিয়া স্বকার্য্য আরম্ভ করে, অন্য এক ব্যক্তি ৬টার সময় নিদ্রোত্থিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। যদি ইহারা উভয়ে এক সময়ে শয়ন করে, তবে ৪০ বৎসর পরে দেখা যায় যে, পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি শেষোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা ১০ বৎসর অধিক বাঁচিয়াছে।

এইরূপ গণনা করিবার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রেষ্ঠ কার্য্যে সময় যাপনই 'প্রকৃত-জীবন' নামে অভিহিত হওয়া উচিত। বস্তুতঃ, শিশুকালের ক্রীড়া, স্নান, আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম, মলমূত্র-ত্যাগ প্রভৃতি কার্য্যে যে সময় অতিবাহিত হয়, তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক হিসাব করিলে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, মানব-জীবনের অত্যল্প সময়ই সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে ; অর্থাৎ 'প্রকৃত-জীবন' স্বল্প কালব্যাপী। এইরূপ গণনায়, যে যত অধিক কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, সে তত দীর্ঘজীবী বলিয়া গণ্য। এ জন্যই পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে এক ব্যক্তি অন্যাপেক্ষা দশ বৎসর অধিক বাঁচিয়াছে বলিয়া গণনা করা গিয়াছে।

প্রাতঃকাল দিবসের অত্যুৎকৃষ্ট সময়। এ সময়ে মৃদুগামী সুশীতল সমীরণে হৃদয় প্রফুল্ল হয়, বিহঙ্গের সুমধুর সঙ্গীত-লহরী কর্ণে অমৃত বর্ষণ করে, নব প্রস্ফুটিত কুসুমনিচয় হাস্যমুখে সৌরভ বিস্তার করে, এবং পূর্ব্বদিকের আরক্তিম প্রভা প্রকৃতিকে কিরূপ মনোহর বেশে সুসজ্জিত করে, তাহা বর্ণনাতীত। ঈদৃশ রমণীয় সময়ে যে ব্যক্তি শয়িত থাকে, তাহার ন্যায় দুর্ভাগ্য জীব আর নাই। জ্ঞানিগণ বলেন,

প্রাতঃকালীন, সুশীতল সমীরণের মধ্যে এরূপ কোন পদার্থ আছে, যাহাতে রক্তের চাক্‌চিক্য বৃদ্ধি হয়, হৃদয় প্রসন্নতাপূর্ণ হয়, শরীরের তেজস্বিতা বৃদ্ধি হয়, অধরোষ্ঠ রক্তানুরঞ্জিত হয়, এবং শরীর সর্ব্বাংশে সুঠাম হয়।” অতএব, ভ্রাতঃ, যদি দীর্ঘজীবী হইতে চাও,—যদি বাসন্তিক মারুত-হিল্লোলের ন্যায় হৃদয়কে আনন্দে নৃত্য করাইতে চাও,—যদি ঝর্ঝর শব্দে প্রবাহিত ক্ষুদ্র নদীর ন্যায় ধমনীতে উজ্জ্বল রক্ত প্রবাহিত করিতে চাও,—যদি আয়ুষ্কর ও পুষ্প-ফল-সৌরভপূর্ণ প্রাতঃসমীরণ সেবনে তেজস্বিতা বৃদ্ধি করিতে চাও, তবে অতি প্রত্যূষে, বিশ্রাম-শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রফুল্ল-হৃদয়ে ঈশ্বরের নাম গান করিতে করিতে ভ্রমণে বহির্গত হও। মানব জীবনে কত সুখ হইতে পারে, তাহার আভাস পাইবে। যদি মানবোপযোগী মহৎকার্য্য করিতে চাও,—যদি অকাল-মৃত্যু হইতে মুক্ত থাকিয়া বার্দ্ধক্যে শান্তি-সুখে প্রাণস্বরূপ বিশ্ব-পিতার চরণে প্রাণ সমর্পণ করিতে চাও, তবে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিবে,—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আলস্যজনক শয্যা ও গৃহ-রুদ্ধ-বায়ু পরিত্যাগ করিবে,—কিয়ৎকাল সুশীতল ও পরিষ্কৃত বায়ু সেবন করিবে,—ঈশ্বরের নাম লইয়া দৈনিক কার্য্যে উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে প্রবৃত্ত হইবে; দেখিবে, কত উন্নতি লাভ করিতেছ,—কত কঠিন কার্য্য অনায়াসে সম্পাদন করিতেছ; স্বীয় কার্য্যের উন্নতি ও হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইবে।

সময়ের ব্যবহার

Thrift of time will repay you in after-life with a usury of profit beyond your most sanguine dreams ; while the waste of it will make you dwindle, alike in intellectual and moral stature, beyond your darkest reckonings.

Right Hon. W. E. Gladstone.

ফ্রাঙ্কলিন * বলিয়াছেন,—"তোমার জীবনকে ভালবাস ? তবে বিফলে সময়ক্ষেপ করিও না ; কারণ জীবন সময় দ্বারাই গঠিত।" বস্তুতঃ, সময় বৃথা ক্ষেপণ করা ও আয়ুঃ বৃথা ক্ষয় করা; একই কথা। জীবনোপাদান অমূল্য সময় যে পরিমাণে বৃথা নষ্ট হয়, আয়ুঃ সেই পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। মানবগণ জানেন, তাঁহাদের জীবন স্বল্পকাল স্থায়ী ; কিন্তু মোহ বশতঃ তাহার এত অপব্যয় করেন যে, তাঁহাদের কার্য্যকলাপ দেখিলে, বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। তাঁহারা কথায় বলেন, 'জীবন

---

* ১৩ পৃষ্ঠা দেখ।

ক্ষণস্থায়ী'; কিন্তু তাঁহাদের কার্য্য দেখিলে বোধ হয়, যেন মৃত্যুকে তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছেন, অথবা অমর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

আমাদের মধ্যে অত্যল্প লোকই সময়-ব্যবহার সম্বন্ধে আত্ম-পরীক্ষা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম ও আলস্যে কত সময় চলিয়া যায়, এবং কতটুকু সময় উত্তম কার্য্যে, সচ্চিন্তায় ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যয়িত হয়, এ বিষয় চিন্তা করিয়া দেখা নিতান্ত আবশ্যক। আমরা, আমাদের সন্তানদিগকে রসায়নবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া তাহাদের সমক্ষে বিশাল জ্ঞান-ভাণ্ডার খুলিয়া দেই বটে, কিন্তু যে, শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে যথার্থ উন্নতি লাভের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়, জীবনের সদ্ব্যবহার শিক্ষা করা যায়, সৌভাগ্য-শৃঙ্গে আরোহণ করা সহজ হয়, যথার্থ সুখোৎপত্তি হয়, এবং মানব নামের গৌরব রক্ষিত হয়, সেই সর্ব্ব প্রধান বিষয়ে, তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে আমরা অবহেলা করিয়া থাকি! সময়রূপ অমূল্য ধনের সদ্ব্যবহার দ্বারা মানবগণ যে নিশ্চয়রূপে সুখলাভে সমর্থ হয়, এবং তদ্ব্যতিরেকে বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ প্রভৃতি সমস্তই যে অনর্থকর হইয়া দাঁড়ায়, এ বিষয়ে সন্তানদিগকে আমরা কি রীতিমত শিক্ষা দিয়া থাকি? যে সমুদয় মহাত্মগণ অদ্ভুত ও বৃহৎ কার্য্য সম্পাদন-পূর্ব্বক চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের গন্তব্য পথ কি ছিল? একমাত্র সময়ের সদ্ব্যবহার দ্বারাই কি তাঁহারা ঐরূপ খ্যাতি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন না?

এই হতভাগ্য দেশের যুবক নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, নানা বিষয়ে উপদেশ দিতে পারেন; কিন্তু সময়-রত্নের আদর করিতে জানেন না! প্রাতে ও অপরাহ্নে, সন্ধ্যায় ও নিশীথে, আহারের পূর্ব্বে ও পরে, অন্তঃপুরে ও বহির্বাটীতে, তাঁহারা বিফলে সময়-ক্ষেপ করিয়া থাকেন। দিবাবসানে দেখিতে পান, এই কর্ম্ম করা উচিত ছিল, ঐ কর্ম্মটী সম্পন্ন হয় নাই, এই বিষয় ভুল হইয়াছে, ঐ বিষয় অবহেলা করা অন্যায় হইয়াছে, এবং মনে মনে ঠিক করেন, 'আচ্ছা, কল্য দেখা যাবে;' যেন কল্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য্য নাই! এইরূপে কত কল্য আসে আর যায়, কিন্তু কল্যের উপরে বরাৎ * ফুরায় না।

'কল্য'! এই শব্দটী বড়ই ভয়ানক! এই শব্দের মধ্যে কত পাপ, দুষ্কর্ম্ম, প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ, নিরাশা, কর্ত্তব্যে অবহেলা এবং জীবনের অধঃপতন লুক্কায়িত রহিয়াছে, চিন্তা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। একজন জ্ঞানী লোক † বলিয়াছেন, "জ্ঞানতঃ কোন কার্য্য কল্যের জন্য রাখিও না; কারণ, কল্যের সূর্য্যোদয় যে তুমি দেখিতে পাইবে, তাহার বিশ্বাস কি?" অন্য এক

---

* বরাৎ (আরবী)—কার্য্যানুরোধ।

† ইংরেজ কবি-শিরোমণি উইলিয়ম্ সেক্সপিয়ার। ইনি বহুত নাটক লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে "হাম্লেট্," "জুলিয়স্-ছিজার," "ম্যাকবেথ," "ওথেলো" এবং "রোমিও জুলিয়েট্" উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত। জন্ম ১৫৬৪ খৃঃ, মৃত্যু ১৬১৬ খৃঃ।

ব্যক্তি * বলিয়াছেন, "কল্য নামক শব্দটা কেবল নির্ব্বোধদিগের অভিধানে পাওয়া যায়।" ফলতঃ, প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তিগণ, 'কল্য' কাহাকে বলে, জানেন না; কারণ, তাহা এখনও আসে নাই। তাঁহারা কেবল 'গত কল্য' ও 'অদ্য' এই শব্দদ্বয়ের সঙ্গে পরিচিত। গত কল্যের উপরে তাঁহাদের হাত নাই; এজন্য তাহার যে যে অংশ উত্তমরূপে ব্যয়িত হয় নাই, তদুপরি এক বিন্দু অশ্রুপাত করিয়া, তাঁহারা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক অদ্যকার,—অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের—সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া, দ্বিগুণ শক্তি ও উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন; যাহা গত হইয়াছে, তজ্জন্য অধিক অনুশোচনা না করিয়া, যাহাতে ভবিষ্যতে ঐরূপ না ঘটে, তদ্বিষয়ে সতর্ক হন।

অনেক লোক গত বিষয়ের জন্য আক্ষেপ করিয়া বৃথা সময়াতিপাত করেন। তাঁহারা যে কার্য্য করিতে পারেন নাই, অথবা যাহার উপরে তাঁহাদের কোন হাত নাই, অথবা যাহা গত হইয়া গিয়াছে, সেই সমস্ত বিষয়ের জন্য অনুতাপ করিয়া এত অধিক সময় অতিবাহিত করেন যে, তদ্বিষয়ে ক্ষতিপূরণ অসম্ভব হইয়া উঠে। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখেন না যে, ঐরূপ কার্য্যে তাঁহারা দ্বিবিধ প্রবঞ্চিত হইতেছেন। প্রথমতঃ, গত কল্যের কার্য্যে অবহেলা নিবন্ধন ঠকিয়াছেন এবং সেই ক্ষতি

---

* ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ সার্ রবার্ট কটন্—ইনি ব্রিটীশ মিউজিয়মে (চিত্র-শালিকায়) স্বনামখ্যাত লাইব্রেরী (পুস্তকালয়) স্থাপন করিয়াছিলেন। জন্ম ১৫৭০ খৃঃ, মৃত্যু ১৬৩১ খৃঃ।

কিছুতেই পূরণ হইবার নহে ; কেন না, গত সময়ের উপরে কাহারও কর্তৃত্ব চলে না। দ্বিতীয়তঃ, অদ্যকার উপরে তাঁহাদের অধিকার থাকা সত্ত্বেও, তদ্দ্বারা গত কল্যের ক্ষতিপূরণ না করিয়া বৃথা চিন্তায় সময় ক্ষেপণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ঠকিতেছেন, এবং পুনর্ব্বার অনুতাপ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। এরূপ লোকের পক্ষে উন্নতির দ্বার অবরুদ্ধ।

সময় মানব-জাতির সাধারণ সম্পত্তি। করুণাময় পরমেশ্বর তাঁহার কোন সন্তানকে এই অতুল সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করেন নাই। জ্ঞানী সন্তানগণ এই পৈত্রিক সম্পত্তির সদ্ব্যবহার করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হন এবং মানব-জীবনের যথার্থ সুখ উপভোগ করেন। নির্ব্বোধ সন্তানগণ ইহার অপব্যবহার করিয়া অধোগামী হয় এবং নানাবিধ দুঃখ-যন্ত্রণায় জীবনকে মরু সদৃশ শুষ্ক বোধ করে। সময়নিষ্ঠ ব্যক্তিগণ মানব-জাতির কত উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা যায় না। এই শ্রেণীর লোক হইতেই ভাগ্যবান্, কীর্ত্তিমান্, যশস্বী মহানুভবগণ বহির্গত হইয়াছেন। প্রধান প্রধান গ্রন্থকার, আবিষ্কর্ত্তা, বিজ্ঞানবিদ্ অধ্যাপক, দেশহিতৈষী, পরোপকারী, ধার্ম্মিক, সরল, শান্ত, দান্ত, সচ্চরিত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইঁহারা পৃথিবীর ভূষণস্বরূপ। ইঁহাদের আবির্ভাবেই পৃথিবী এত সুখের স্থান হইয়াছে। ইঁহাদিগকে সভ্য ও সুশিক্ষিত মানবমণ্ডলী একবাক্যে ধন্যবাদ করেন, পূজা করেন, সম্মান করেন, বিশ্বাস করেন, এবং ইঁহাদের পদচিহ্নিত পথসমূহই প্রকৃত উন্নতির পথ

জানিয়া, সেই সকল পথে গমন করেন। পৃথিবীর মহৎ কার্য্যাবলী, উন্নতি ও সুখ-সমৃদ্ধি, সমস্তই ইঁহাদের হস্ত ও মস্তিষ্ক-প্রসূত। ইঁহারাই মানবজাতির যথার্থ গৌরবস্থল। ইঁহাদের জীবনই ধন্য। অপর দিকে, সংসারে যত প্রকার ভীষণ পাপাচার পরিলক্ষিত হইতেছে, নিশীথানুষ্ঠিত যত দুষ্ক্রিয়া ও লোমহর্ষণ ব্যাপার পৃথিবীকে কলুষিত করিতেছে, সে সমুদয়ই নির্ব্বোধ সময়াপহারী ব্যক্তিদিগের হস্ত ও মস্তিষ্ক-বিনিঃসৃত।

তাই বলি, ভ্রাতঃ, আর আলস্যে সময় কাটাইও না। প্রত্যেক মিনিটের সদ্ব্যবহার কর; দেখিতে পাইবে, তোমার হস্ত পদ কেমন কর্ম্মক্ষম, তোমার মন কেমন চিন্তাশীল, তোমার জীবন কেমন সুখময়। মিনিট্‌টী ক্ষুদ্র বস্তু বলিয়া তুচ্ছ করিও না। ক্ষুদ্র বস্তুর সমবায়েই বৃহদ্বস্তু গঠিত, এবং মিনিট্ সমন্বয়েই সময় ও জীবন গঠিত। ক্ষুদ্র বস্তুর সদ্ব্যবহার করিলে বৃহদ্বস্তুর সদ্ব্যবহার আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়। প্রত্যেক মিনিটের সদ্ব্যবহার করিলে সময় এবং জীবনের সদ্ব্যবহার করা হয়।

কৃপণ ব্যক্তি অধিক অর্থোপার্জ্জন হেতু ধনী হয় না। সে, একদিকে, অতি যত্নসহকারে অর্থোপার্জ্জন করে, অপর দিকে, কখনই একটী ক্ষুদ্র পয়সারও অপব্যয় করে না। এই জন্যই সে অতি শীঘ্র ধনী হয়। কৃপণ ব্যক্তির ন্যায় প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক, যে ব্যক্তি মিনিট্‌গুলির সদ্ব্যবহার করিয়া জ্ঞান সঞ্চয় করে, এবং কখনই একটী ক্ষুদ্র মিনিটের অপব্যয় করে না,—অর্থাৎ, শারীরিক, মানসিক কি আধ্যাত্মিক উন্নতি না করিয়া, একটী

মিনিট্‌কেও অতর্কিত ভাবে সরিয়া যাইতে দেয় না। সে নিজের উন্নতি দেখিয়া নিজেই আশ্চর্য্যান্বিত হয়। সে এত সুখ ও উন্নতি লাভ করে যে, তাহা সে কল্পনায় স্থান দিতেও সাহস করে নাই।

সময়ের সদ্ব্যবহার দ্বারা সামান্য চাষা,* নিউটন্† তুল্য উন্নত হয়,—চর্ম্মকার ‡ সৈন্যাধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত হয় ; ক্ষৌরব্যবসায়ী §

---

* যথা রসায়ন-শাস্ত্রবিদ্ ভক্‌লিন—ইনি একজন জর্ম্মণ কৃষক। অধ্যবসায়গুণে রসায়ন বিদ্যাভ্যাস করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। জন্ম ১৮৪২ খৃঃ।

† সার আইজাক্ নিউটন—ইংরেজদিগের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় গণিত-শাস্ত্রজ্ঞ, জ্যোতির্ব্বিদ্ ও প্রাকৃত-বিজ্ঞানিক। তিনি মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারের জন্যই বিশেষরূপে খ্যাত। এতদ্ব্যতিরেকে তিনি আলো ও বর্ণ বস্তু সমূহের পরস্পর আকর্ষণ এবং তাহাদের আকার ও দূরত্ব প্রভেদে আকর্ষণের ন্যূনাধিক্য প্রভৃতি মহোপকারক তত্ত্ব সকল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি এত নম্র ও বিনয়ী ছিলেন যে, তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে প্রশংসা করিলে বলিতেন, “আমি ক্রীড়নশীল বালকের ন্যায় বেলাভূমিতে উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি ; কিন্তু অসীম জ্ঞান-মহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুন্ন রহিয়াছে।” জন্ম ১৬৪২ খৃঃ, মৃত্যু ১৭২৭ খৃঃ।

‡ প্রসিদ্ধ ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ সার ক্লাউডেস্‌লি সভেল্। ইনি অতিশয় পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী ছিলেন। জন্ম ১৬৫০ খৃঃ, মৃত্যু ১৭০৭ খৃঃ।

§ ইংলণ্ডের বিখ্যাত চিফ্ জষ্টিস্ (প্রধান বিচারকর্ত্তা) লর্ড টেণ্টার্ডেন। ইনি অতি ন্যায় পরায়ণ বিচারক ছিলেন। জন্ম ১৭৬২ খৃঃ, মৃত্যু ১৮৩২ খৃঃ।

অত্যুচ্চ বিচারাসনে অধিষ্ঠিত হয়, এবং মাংস-বিক্রেতা * গ্রন্থকার-রূপে পরিণত হয়। সময়ের অসাধ্য কার্য্য নাই। ইহার ন্যায় অমূল্য ধন পৃথিবীতে আর নাই। ইহা একবার হারাইলে ধন, মান, বল, বিক্রম কিছু দ্বারাই পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হওয়া যায় না; অথচ, মোহান্ধ মানবগণ ইহার যেমন অপব্যয় করে, আর কিছুরই সেরূপ করে না। ইহার প্রতি অবহেলা করিয়া কখনও কোন ব্যক্তি উন্নতিলাভে সমর্থ হন নাই ও হইবেন না। চতুর্দ্দিকে যত অপকর্ম্ম. অসদাচার, দুঃখ ও দারিদ্র্য দৃষ্ট হয়, সকলই সময়ের সদ্ব্যবহার না করিবার অবশ্যম্ভাবী ফল।

সময় ব্যবহারানুরূপ ফলোৎপাদন করে। নির্ব্বোধ ও মূর্খ ব্যক্তি এই অমূল্য সময়কে গলগ্রহের ন্যায় বিবেচনা করে;—'ইহা শীঘ্র অতিবাহিত হউক' এরূপ ইচ্ছা করে, এবং ইহার অপব্যবহার করিয়া দুঃখ, পরিতাপ ও নরকের দ্বার উন্মোচন করে। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি সময়বন্ধুকে সাদরে আলিঙ্গন করেন,—'ইহা যেন শীঘ্র অতিবাহিত না হয়' এরূপ ইচ্ছা করেন, ইহার সদ্ব্যবহার করিয়া সাংসারিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক

---

* যথা (১) ডিফো—"রবিন্‌সন্‌ক্রুশো" প্রণেতা। ইনি অত্যন্ত অধ্যবসায়ী ও সময়নিষ্ঠ ছিলেন। জন্ম ১৬৬১ খৃঃ, মৃত্যু ১৭৩১ খৃঃ।

(২) আকেন্‌সাইড্—ইংরেজ কবি ও চিকিৎসক। তৎপ্রণীত "কল্পনার সুখ" (Pleasures of the Imagination) অতিশয় উপাদেয়। জন্ম ১৭২১ খৃঃ, মৃত্যু ১৭৭০ খৃঃ।

উন্নতি লাভ করেন এবং মানব-জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করেন।*

কিন্তু যিনিই সময়ের যত সদ্ব্যবহার করুন না কেন, নিয়ম-পূর্ব্বক সময় বিভাগ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইলে, কোন কার্য্যই উত্তমরূপে সম্পন্ন হয় না। প্রত্যেক কার্য্যের জন্য স্বতন্ত্র সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিবে এবং যে কালের যে কার্য্য, তৎকালে তাহা নিশ্চয়ই সম্পাদন করিতে হইবে, এরূপ দৃঢ়তা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। নতুবা অদ্যকার করণীয় বিষয় সকল কল্যের উপরে চাপাইয়া, তদুপরি অতিরিক্ত ভার দেওয়া হয়; সুতরাং কল্যের কার্য্য পুনঃ পরশ্বের জন্য থাকে এবং কল্যের উপরে বরাৎ আর শেষ হয় না। এই হেতু, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রত্যেক দিবসের কার্য্য সেই দিবসেই সমাপন করেন এবং অদ্যকার কার্য্য কল্যের জন্য রাখেন না। "এই এই সময়ে এই এই কার্য্য করিব"—এরূপ কৃতসঙ্কল্প হইলে, নিশ্চয়ই শান্তভাবে সমস্ত কার্য্য করা যায়।

যে ব্যক্তি, এইরূপে নিয়মবদ্ধ হইয়া, যথাসময়ে সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করেন, তাঁহাকে কোন কার্য্যের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না; অথবা কোন অসম্পন্ন কার্য্য শীঘ্র শেষ করিবার জন্য

---

* নির্ব্বোধের পক্ষে সময় গলগ্রহ স্বরূপ—অর্থাৎ অনিবার্য্য আপদ, ভার বোঝা, অকারণে ও অনিচ্ছাপূর্ব্বক যাহার ভার লইতে হয়। জ্ঞানীর পক্ষে সময় সদ্বন্ধু-স্বরূপ—অর্থাৎ সর্ব্বোন্নতির মূলীভূত কারণ, আদরে অভ্যর্থনার উপযুক্ত, যাহার সংসর্গ ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না।

অতি পরিশ্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িতে হয় না। এইরূপ ব্যক্তি বর্ষগণনায় অল্পায়ুঃ হইলেও কার্য্য-গণনায় দীর্ঘায়ুঃ বলিয়া প্রতিপন্ন হন। সামান্য ব্যক্তি যাহা এক সপ্তাহে করিতে সমর্থ না হয়, তিনি তাহা এক দিবসে সম্পাদন করেন। অতীত কালের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি আনন্দিত হন এবং দ্বিগুণ বেগের সহিত বর্ত্তমান কালের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। সময় বিফলে নষ্ট হইবার অনুতাপ তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না।

জীবন-যুদ্ধার্থী সুসজ্জিত যুবক, কি কি নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক, সময়ের সদ্ব্যবহার করিবেন, ও কি কি নিয়মে কার্য্য করিলে সিদ্ধকাম হইতে পারিবেন, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

১। এক সময়ে একটী মাত্র কার্য্য সম্পাদন করাই, বহুকার্য্য করিবার সংক্ষিপ্ত উপায়।

২। যাহা অবিলম্বে সম্পন্ন করা উচিত, তাহা সর্ব্বাগ্রে আরম্ভ করিবে।

৩। অদ্যকার কার্য্য কখনই কল্যের জন্য রাখিবে না।

৪। যাহা নিজে নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ, তাহা অন্যের দ্বারা করাইবে না।

৫। যতই অধিক ব্যস্ততার সহিত তাড়াতাড়ি করিবে, ততই অধিক গৌণ হইবে।

৬। যদি শীঘ্র শেষ করিতে চাও, তবে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক একটু অপেক্ষা করিবে।

যিনি সতত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে কালযাপন করেন, সেই

মহাত্মা কত সুখী! যে সময়ে তিনি দুঃখ-ভারাক্রান্ত দীনহীন ব্যক্তিদিগের দুঃখ দূর করেন,—যে সময়ে তিনি শোকাকুলিতা বিধবার অশ্রুমোচন করেন,—যে সময়ে তিনি উপদেশ প্রদান-পূর্ব্বক মূঢ়জনের তমসাচ্ছন্ন হৃদয় জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল করেন,—যে সময়ে তিনি পাপীকে সদুপদেশ দ্বারা সৎপথে আনয়ন করেন,—যে সময়ে তিনি দেশের হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান করেন,—যে সময়ে তিনি রোগীদিগের সেবা শুশ্রূষা করেন,—যে সময়ে তিনি নীতিগর্ভ পুস্তক পাঠ করিয়া অমৃতময় উপদেশ প্রাপ্ত হন,—যে সময়ে তিনি জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক বন্ধুর সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করেন,—যে সময়ে তিনি ইহ-পরলোকের প্রিয়তম বন্ধু, করুণাময় পরমেশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন,—যে সময়ে সংসারের অনিত্যতা স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া অনন্ত সুখলাভের জন্য, তাঁহার আশা ঊর্দ্ধে স্থাপন করেন; তখন তাঁহার হৃদয় অপূর্ব্ব আনন্দরসে প্লাবিত হইতে থাকে, তাঁহার সুখের ও গৌরবের আর পরিসীমা থাকে না,—তিনি তখন যথার্থরূপে বুঝিতে পারেন যে, বিশ্বনিয়ন্তা এই সময়রূপ অমূল্য রত্ন, আমাদের সুখ-সাধনের জন্য দিয়াছেন। যে ইহার সদ্ব্যবহার করে, তাহারই মনুষ্য-জন্ম সার্থক হয়।

হায়! সেই ব্যক্তি কি মূর্খ! কি নির্ব্বোধ! যে এমন অমূল্য রত্নের অপব্যয় করিয়া নানাবিধ দুঃখ-যন্ত্রণা আনয়ন করে! তাহার জীবনধারণ দুর্ব্বহ ভার বহন মাত্র। এমন ব্যক্তির জীবনে শতবার ধিক্!
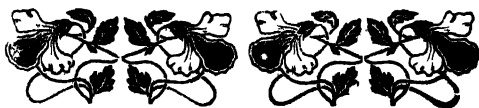
ক্ষুদ্র-বস্তু সমূহ

"Those that with haste would make a mighty fire,
Begin it with weak straws."

Shakespeare.

বিখ্যাত নিউটন * একটি সামান্য আতা ভূতলে পতিত হইতে দেখিয়া মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিলেন। গ্যালিলিও † পাইসা নগরের ভজনালয়ে দোদুল্যমান দীপ দেখিয়া, ঘড়ীর দোলক আবিষ্কার করিলেন। বাগানে ভ্রমণ করিতে করিতে

---

* ২৭ পৃষ্ঠা দেখ।

† গ্যালিলিও—ইটালীদেশীয় প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ ও গণিতশাস্ত্রজ্ঞ। তিনি পৃথিবীর গতি আবিষ্কার করেন এবং তজ্জন্য নানা লাঞ্ছনা ভোগ করেন; স্বনাম-খ্যাত দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রের পূর্ণতা লাভে সহায়তা করেন এবং ঘড়ীর দোলক আবিষ্কার করেন। জন্ম ১০৬৪ খৃঃ, মৃত্যু ১৬৪২ খৃঃ।

মাকড়সার জাল দেখিয়া কাপ্তান ব্রাউন * টুইড্ নদীর উপরে দোলায়মান সেতু নির্ম্মাণের সঙ্কেতোদ্ধার করিলেন। জেম্‌স্‌-ওয়াট্ † চিঙ্গড়ী মৎস্যের খোসা দেখিয়া, সেই আদর্শে ক্লাইড্ নদীর নিম্নভাগে লৌহ-নল স্থাপনপূর্ব্বক, অভীষ্টদিকে জল চালনা করিলেন। ব্রুণেল ‡ জাহাজ-ছিদ্রকারী পোকার কার্য্য অনুকরণপূর্ব্বক, টেমস্ নদীর নিম্নদেশে সুড়ঙ্গ করিয়া খিলানপথ প্রস্তুত করিলেন।

এইরূপে দেখা যায়, ক্ষুদ্র বস্তু অবলম্বনে বৃহৎ কার্য্য সকল

---

* সার্ স্যামুয়েল ব্রাউন—এডিনবরার নিকটে নিউহেভেন নামক স্থানে সর্ব্বপ্রথমে ইঁহার যত্নে দোলায়মান সেতু নির্ম্মিত হয়, তৎপরে ব্রাইটন্ নগরে ও অন্যান্য স্থানে ঐরূপ সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল। লণ্ডন নগরে জন্ম ১৭৭৬ খৃঃ, মৃত্যু ১৮৫২ খৃঃ।

† জেম্‌স্ ওয়াট্—স্কট্‌লাণ্ড দেশীয় যন্ত্রবিদ্যা-বিশারদ, চিরস্মরণীয় ও মহানুভব ব্যক্তি। ইনি নিউকোমেন্ কৃত অসম্পূর্ণ বাষ্পযন্ত্রের উৎকর্ষ ও পূর্ণতা সাধন করিয়া মানবকুলের উন্নতি ও সৌভাগ্যবর্দ্ধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ইনি অসাধারণ প্রতিভাবিশিষ্ট ও সর্ব্বহিতৈষী বলিয়া জগদ্বিখ্যাত। জন্ম ১৭৩৬ খৃঃ, মৃত্যু ১৮১৯ খৃঃ।

‡ সার্ মার্ক ইসাম্বার্ড ব্রুনেল্ - ফ্রান্স দেশীয় শিল্পবিদ্, বিদ্যানুরাগী ও অধ্যবসায়ী। তিনি ১৭৯৩ খৃঃ ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে, ইংলণ্ডে যাইয়া কার্য্যারম্ভ করেন এবং ১৮২৫ খৃঃ টেম্‌স নদীর নিম্নদেশে সুড়ঙ্গ-পথ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়া, বহু বিঘ্নবাধা অতিক্রমপূর্ব্বক, ১৮৪৩ খৃঃ এই অদ্ভুত কার্য্য সমাপন করেন। জন্ম ১৭৬৯ খৃঃ, মৃত্যু ১৮৪০ খৃঃ।

সম্পন্ন হইয়াছে। ক্ষুদ্র বস্তুর উপরে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া জ্ঞানিগণ পৃথিবীতে মহৎকার্য্য সকল সম্পাদন করিয়াছেন। জ্ঞান, ধর্ম্ম, শিল্পবিদ্যা, সাংসারিক কার্য্য প্রভৃতি ক্ষুদ্রাবস্থা হইতেই ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করে। জ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় সকল শিক্ষা করিয়া ক্রমে প্রভূত জ্ঞান সঞ্চয় করিতেছেন; ধনার্থী ব্যক্তি, অল্প অল্প সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করিয়া, বিপুল অর্থরাশির অধীশ্বর হইতেছেন। বিদ্যার্থী ব্যক্তি, নানা গ্রন্থ হইতে, অল্পে অল্পে নানা বিষয় শিক্ষা করিয়া প্রচুর বিদ্যা লাভ করিতেছেন।

উন্নতি লাভের পথ অত্যন্ত দীর্ঘ ও দুর্ল্লভ। বহু কষ্টে, সুদীর্ঘকাল যত্ন করিলে, এই পথে অগ্রসর হওয়া যায়। হঠাৎ কোন ব্যক্তি কৃতকার্য্যতা লাভে সমর্থ হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কতদিন পর্য্যন্ত নিক্ষানবিশি করিতে হয়,—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় মনোযোগপূর্ব্বক অভ্যাস করিতে হয়; অবশেষে কৃতকার্য্যতার পথ তাহার নয়নগোচর হয়।

নানাদেশীয় জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ক্ষুদ্র বস্তু সম্বন্ধে নানা উপদেশ রাখিয়া গিয়াছেন। সভ্য ও অসভ্য জাতির এ বিষয়ে মতভেদ নাই। সকলেই, একবাক্যে, ঠিক একই প্রকার উপদেশ, নানাবিধ কথা ও ভাবের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন;—যথা— "পক্ষিগণ এক একটী সামান্য তৃণ মুখে করিয়া বারংবার যাতায়াত করিতে করিতে কুলায় প্রস্তুত করে।" "যিনি ছিন্নবস্ত্রে তালি দিতে মনোযোগ করেন না, তিনি শীঘ্রই বস্ত্রাভাবে কষ্ট

পান।” “সুসময়ে এক সেলাই, নয় সেলাই হইতে রক্ষা করে।” “ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠ দ্বারা বৃহৎ অগ্নি উৎপন্ন হয়।” “একটি পেনি বাঁচাইতে পারিলে তাহাই লাভ।” “পেনি সকলের বিষয়ে সতর্ক হও, পাউণ্ড সকল নিজেই সতর্ক হইবে।” “মুহূর্ত্ত সকলের বিষয়ে সাবধান হও, বৎসর সমূহ নিজেই সাবধান হইবে।” “একটী সামান্য ছিদ্র জাহাজকে জলমগ্ন করে।” “একটী ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গে বৃহৎ অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে পারে।” “কুঠারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঘাতে অতি বৃহৎ ওক বৃক্ষও ধরাশায়ী হয়।” „ঘষিতে ঘষিতে প্রস্তরও ক্ষয় পায়।” “এক এক খানা ইষ্টক গাঁথিয়া মনুষ্য অতি বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে।” “তৃণরাশি দ্বারা যে রজ্জু প্রস্তুত হয়, তাহা মত্ত হস্তীকেও বাঁধিয়া রাখে।”

পণ্ডিতপ্রবর বেকন্ * বলিয়াছেন, “সৌভাগ্য-পথ আকাশস্থ ছায়া-পথের ন্যায়। ছায়া-পথ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা গঠিত; নক্ষত্রগুলি ক্ষুদ্র বলিয়া পৃথকভাবে অদৃশ্যমান হয়, অথচ, সমবেতাবস্থায় জ্যোতিঃ প্রদান করে; তদ্রূপ, সৌভাগ্য-পথ

---

* লর্ড ফ্রান্সিস্ বেকন্—বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক ও রাজনীতিজ্ঞ। তৎকালীন দর্শনশাস্ত্রের সংস্কারোদ্দেশে, ইনি গভীর গবেষণা-পূর্ণ “নবীন-যন্ত্র” (Novum Organum) প্রণয়ন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তৎপ্রণীত “জ্ঞানোন্নতি বিধান” (Advancement of Learning) ও “রচনাবলী” (Essays) প্রগাঢ় জ্ঞান ও নীতিপূর্ণ। জন্ম ১৫৬১ খৃঃ মৃত্যু ১৬২৬ খৃঃ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুণরাশিদ্বারা নির্ম্মিত; গুণগুলি ক্ষুদ্র বলিয়া পৃথক্-ভাবে উপেক্ষিত হয়, অথচ, একত্রসংযোগে মানবকে সৌভাগ্য প্রদান করে।"

ইয়ঙ্গ্ * বলিয়াছেন, "ছোট দেখা যায় বলিয়া ক্ষুদ্র বস্তুকে অবহেলা করিও না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা সমবায়ে পর্ব্বত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত-সমবায়ে বৎসর এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা-সমবায়ে মানব জীবন গঠিত।" পৌসিনকে † এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এত যশস্বী হইলেন কিরূপে?" তিনি উত্তর করিলেন, "কোন বিষয় তুচ্ছ না করিয়া।"

মাঞ্চেষ্টার নগরের কোন শিল্পকার স্বকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণান্তর কোন উচ্চ বংশীয় লর্ড § হইতে এক সম্পত্তি ক্রয়

---

* এড্ওয়ার্ড ইয়ঙ্গ্—ইংরেজ কবি ও ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ। ইঁহার গ্রন্থগুলি সদ্ভাব ও নীতিপূর্ণ। এতৎ প্রণীত "রজনী-চিন্তা" (Night Thoughts), "প্রতিহিংসা" (The Revenge), "মানব জীবন-গণনা" (Estimate of Human Life), "সর্ব্বজনমনোহারিণী যশোলিপ্সা" (Love of Fame, the Universal Passion) আদরণীয় বস্তু। জন্ম ১৫৮৪ খৃঃ, মৃত্যু ১৭৬৫ খৃঃ।

† নিকলাস্ পৌসিন—ফ্রান্স দেশীয় প্রসিদ্ধ চিত্রকর। ইটালি দেশে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন এবং বহুবিধ অদ্ভুত ও মনোহর আলেখ্য প্রস্তুত করিয়া জগদ্বিখ্যাত হন। জন্ম ১৬০৪ খৃঃ, মৃত্যু ১৬৬৫ খৃঃ।

§ লর্ড—প্রভু, অধিপতি—ইউরোপীয় সর্ব্বোচ্চ আভিজাতিক উপাধি।

করিলেন। বন্দোবস্ত হইল, গৃহের যে স্থানে যে সামগ্রী আছে, সমস্ত ক্রেতার হইবে। গৃহাধিকার সময়ে, ক্রেতা একটী আলমারা যথাস্থানে না দেখিয়া, তদ্বিষয় বিক্রেতার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, আমি উহা স্থানান্তর করিয়াছি। এই বৃহৎ সম্পত্তির মধ্যে একটী ক্ষুদ্র আলমারার জন্য আপনি ব্যস্ত হইবেন, আমি কখনও এরূপ ভাবি নাই।” ক্রেতা উত্তর করিলেন, “মহাশয়, আমি যদি আজীবন ক্ষুদ্র বস্তুর দিকে সযত্নে দৃষ্টি না করিতাম, তাহা হইলে এই সম্পত্তি কখনও ক্রয় করিতে পারিতাম না ; আর আপনি যদি ক্ষুদ্র বস্তুর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন, তবে হয়ত আপনার এ সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আবশ্যকতা হইত না।”

এক সিপাহী, অশ্বারোহণ সময়ে, তুচ্ছ করিয়া অশ্বের নালে একটী কাঁটা * লাগাইলেন না। কিয়ৎকাল দ্রুতবেগে গমনের পরে, নাল হারাইয়া গেল ; কিয়ৎক্ষণ পরে প্রস্তরে উচোট্ লাগিয়া ঘোড়া পড়িয়া গেল ; এবং সেই বিষম আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। সিপাহী পদব্রজে চলিতে লাগিলেন, পথে অসহায় পাইয়া, বিপক্ষ সৈন্য তাঁহাকে বধ করিল। সিপাহী যদি অবহেলা না করিয়া ঘোড়ার নালে একটী ক্ষুদ্র কাঁটা লাগাইতেন, তবে হয়ত কোন বিপদই ঘটিত না।

এইরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু অবহেলা করিয়া, অনেকানেক

---

* কাঁটা—ক্ষুদ্র পেরেক।

লোক নিজ সৌভাগ্য বিনাশপূর্ব্বক ভয়ানক বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন। পৃথিবীর অনেক উৎকৃষ্ট কার্য্য, অনেক উৎকৃষ্ট জীবন, ক্ষুদ্র বস্তুর প্রতি অবহেলা বশতঃ বিনষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, মানব জীবনই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলীর সমবায় মাত্র। প্রত্যেক ঘটনা পৃথকরূপে পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, তাহা সামান্য ও ক্ষুদ্র ; অথচ, এই সকল সামান্য ও ক্ষুদ্র ঘটনাপুঞ্জ একত্র হইয়া মনুষ্যের ভাগ্যাভাগ্য ও সুখ দুঃখ নির্ণয় করে। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে ক্ষুদ্র বস্তু সকলের প্রতি যত্ন বা অবহেলা করে, সেই ব্যক্তি সেই পরিমাণে সুখী অথবা দুঃখী হয়। অতএব অন্ধের ন্যায় জীবনপথে না চলিয়া, সুখ-দুঃখ-নির্ণায়ক ক্ষুদ্র বস্তু ও ক্ষুদ্র ঘটনা সমূহের প্রতি সতত সাবধানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত।

গুয়েসিয়ার্ডিনি * বলিয়াছেন, "প্রধান বিষয়ে কৃতকার্য্যতা লাভ, অনেক সময়ে, একটী ক্ষুদ্র কার্য্য সম্পন্ন বা অসম্পন্ন হইবার উপরে নির্ভর করে। সেই হেতু অতি সাবধানে ক্ষুদ্র

---

* গুয়েসিয়ার্ডিনি—ইটালিদেশীয় ভদ্রবংশোদ্ভূত বিখ্যাত ইতিহাসবিদ্। তিনি ২০ খণ্ড পুস্তকে ইটালির ইতিহাস সমাপন করেন। জর্ম্মণ সম্রাট্ ৫ম চার্ল্‌সের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে অমাত্যবর্গ ঈর্ষার চক্ষে দেখিতেন। সম্রাট্ তদ্বিষয় অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন, "আমি এক মিনিটে স্পেন দেশীয় শত ব্যক্তিকে উচ্চতম উপাধিসম্পন্ন করিতে পারি, কিন্তু শত বৎসরেও একজন গুয়েসিয়ার্ডিনি উৎপাদন করিতে পারি না।" জন্ম ১৪৮২ খৃঃ মৃত্যু ১৫৪০ খৃঃ।

বস্তু-সমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত।" মহাত্মা ওয়াসিংটনের জীবন-বৃত্তান্ত-লেখক বিখ্যাত আরভিং † লিখিয়াছেন যে, ঐ মহাপুরুষ ক্ষুদ্র বস্তু-নিচয়ের প্রতি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন,—দেশের হিতকর কার্য্যে, চিঠি পত্র প্রেরণে, হিসাবাদি পরিদর্শনে, স্বকীয় গৃহকর্ম্ম-ব্যয়ে, তিনি সততই ক্ষুদ্র বস্তু সম্বন্ধে অত্যন্ত সাবধান ছিলেন। সার্ হেনরি টেলার্ ‡ বলেন, "আমরা কখন কখন ধনী ব্যক্তিদিগকে কৃপণ নামে কলঙ্কিত হইতে দেখি ; কারণ, তাঁহারা ব্যয়ের ক্ষুদ্রাংশ পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন

---

* জর্জ্জ ওয়াসিংটন্—আমেরিকার স্বাধীনতা স্থাপনকর্ত্তা, জগদ্বিখ্যাত দেশহিতৈষী, ন্যায়পরায়ণ, উদারচিত্ত, নির্ভীক ও সদাশয় মহাত্মা। তিনি অজেয় পরাক্রম ও অপ্রতিম সাহস অবলম্বন পূর্ব্বক সৈন্যদল গঠন করিয়া, ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন এবং বহুকষ্টে, বহু যত্নে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতা স্থাপন করেন। তিনি দুইবার যুক্ত রাজ্যের অধিনায়ক পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, দেশের উন্নতিকল্পে সর্ব্বকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করেন। জন্ম ১৭৩২ খৃঃ, মৃত্যু ১৭৯৯ খৃঃ।

† ওয়াসিংটন্ আরভিং—আমেরিকার বিখ্যাত গ্রন্থকার। তল্লিখিত গ্রন্থ সকলের মধ্যে "স্কেচ্চ বুক" "ওয়াসিংটনের জীবন-চরিত," "গ্রানাডা-পরাজয়" ও "পর্য্যটকের গল্প" বিশেষ খ্যাত। জন্ম ১৭৮৩ খৃঃ মৃত্যু ১৮৫৯ খৃঃ।

‡ সার হেন্‌রি টেলার—আধুনিক ইংরেজ কবি। প্রধান গ্রন্থ "রাজনীতিজ্ঞ" (Statesman); "সুন্দর এড্‌উইন্" (Edwin the Fair), "বিজয়-সন্ধ্যা" (Eve of Conquest), "বিশুদ্ধ বিধবা" (Virgin Widow).

করিয়া দেখেন। কিন্তু যথার্থরূপে বিবেচনা করিতে গেলে, দেখা যায়, তাদৃশ সূক্ষ্মানুসন্ধান করা নিতান্ত কর্ত্তব্য ; ঐরূপ না করিলে, সৎ কি অসদ্ব্যয় হইল, তাহা কিরূপে জানা যাইবে ?”

মহাত্মা এমার্সন * বলেন, “একদা কোন যুবক এক বৃহৎ কুঠিয়ালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি ঐ ধনী ব্যক্তির মিষ্টভাষিতা ও অভ্যর্থনার উচ্চতায় অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন বটে ; কিন্তু তাঁহার দপ্তরখানার নিকৃষ্টতা দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া, তাঁহাকে অতিশয় কৃপণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ধনী ব্যক্তি যুবকের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, “হে যুবক, রাশি সমূহ কিরূপে গঠিত হয়, তদ্বিষয়ে তুমি এখনও অনভিজ্ঞ রহিয়াছ,—রাশিই পৃথিবীতে যথার্থ ও একমাত্র শক্তি,—অর্থরাশি, জলরাশি, মনুষ্যরাশি, সকলই শক্তি-বিশিষ্ট। রাশিই শক্তিমান্ পদার্থের অতি বৃহৎ আধারস্বরূপ ; কিন্তু ইহা আরম্ভ করিতে হয় এবং ক্রমাগত সাহায্য করিতে হয়। এই রাশি কেমনে আরম্ভ করিতে হয় ?—‘ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু দ্বারা’। এই রাশিকে কেমনে অবিরত সাহায্য করিতে হয় ?—‘ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু দ্বারা’।”

---

* রাল্‌ফ্ ওয়াল্‌ডো এমার্সন—আমেরিকা দেশীয় আধুনিক বিখ্যাত গ্রন্থকার। সাহিত্য, ইতিবৃত্ত ও দর্শনশাস্ত্রে পারদর্শী। ইঁহার “প্রবন্ধাবলী” Essays, “ইংরাজ চরিত্রগুণ” (English Traits), “নব ইংলণ্ডের সংস্কারকদল সম্বন্ধে বক্তৃতা” Lectures on New England Reformers) প্রভৃতি সর্ব্বত্র আদৃত। জন্ম ১৮০৩ খৃঃ।

রাশীকৃত হইলে মানবের ক্ষমতা কীদৃশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, দুর্ভাগ্য ভারত-সন্তান সেই দিকে দৃষ্টিপাত করেন না! একতার বল কতদূর, তদ্দ্বারা কত মহৎ কার্য্য সাধিত হইতে পারে, এবং তদ্ব্যতিরেকে কিরূপ জাতীয় অধঃপতন হয়, তাহা চিন্তা করিয়া দেখেন না! প্রত্যেকেই বলেন, 'আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, আমাদ্বারা কোন্ মহৎ কার্য্য সাধিত হইতে পারে?' কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখেন না যে, সকল দেশই তাঁহার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিতে পরিপূর্ণ; তথাপি সেই সকল দেশ কেমন করিয়া উন্নতি ও সভ্যতার উচ্চ সোপানারোহণে সমর্থ হইল? সেই সকল দেশের লোক কিরূপে নানাবিধ মহৎকার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হইল? কেবল কি একতার গুণেই নহে? অধুনা ইংরেজ, ফরাসী, জর্ম্মণ ও মার্কিন জাতি যে প্রবল পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা কি কেবল একতার গুণেই নহে? যে পর্য্যন্ত ভারতবাসিগণ একতার মাধুর্য্যময়ী শক্তি না বুঝিবেন, সে পর্য্যন্ত ভারতের প্রকৃত উন্নতি ও সুখ-সমৃদ্ধির আশা কেবল 'শূন্যে রাজবাটী নির্ম্মাণ' * বই আর কিছুই নহে।

---

* শূন্যে রাজবাটী নির্ম্মাণ—রাজভোগ্য সুখ-সেব্য-পদার্থ-সমন্বিত অট্টালিকা, মুহূর্ত্তমধ্যে নির্ম্মিত ও মুহূর্ত্ত মধ্যে অপহৃত হইবার বিবরণ, আরব্যোপন্যাসের "আলাদিন ও আশ্চর্য্য প্রদীপ" শীর্ষক গল্পে ও নানা দেশীয় নানাবিধ পরীর গল্পে পাওয়া যায়। এই হেতু, যাহা "কল্পনার বস্তু"—অর্থাৎ যাহার আরম্ভ কল্পনায়, অবসান কল্পনায়, অথচ বাস্তবিক সত্তা নাই,—তাহাই "শূন্যে রাজবাটী নির্ম্মাণ" বা "শূন্যে রাজবাটী" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। (Aerial castle-building or castle in the air)

অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা

That which we are, we are,
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will,
To strive, to seek, to find and not to yield.

Tennyson.

Let us go forth and resolutely dare,
With sweat of brow, to toil our little day.

Lord Houghton.

কৃতকার্য্যতা লাভের পথ অতিশয় দুর্গম। সহজে অথচ হঠাৎ তাহা লাভ করা যায় না। হঠাৎ কে কবে উৎকৃষ্ট চিত্রকর হইয়াছেন? হঠাৎ কে কবে উৎকৃষ্ট গায়ক বা বাদক হইয়াছেন? অধ্যবসায় ব্যতিরেকে কেহই কোন শ্রেষ্ঠ কার্য্যে সফলকাম হইতে পারেন না। যে ব্যক্তি যথার্থ অধ্যবসায়ী, তিনি সহজে পরাজয় স্বীকার করেন না। প্রথমবার তিনি

নিরাশ হন, পুনর্ব্বার চেষ্টা করেন; দ্বিতীয়বার নিরাশ হন, পুনর্ব্বার দ্বিগুণ শক্তি সহকারে চেষ্টা করেন; এইরূপে পুনঃ পুনঃ যত্ন করিতে করিতে স্বেচ্ছানুরূপ ফল লাভে কৃতকার্য্য হন। বারংবার নিরাশ হইয়াও যিনি আশা ত্যাগ করেন না এবং কার্য্যসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত আন্তরিক যত্ন করিতে পশ্চাৎপদ হন না, তাঁহাকেই প্রকৃত অধ্যবসায়ী বীরপুরুষ বলা যাইতে পারে।

সামান্ত একটী বৃক্ষকে ভূতলশায়ী করিতে হইলে তাহাকেও যখন কুঠার দ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে হয়, তখন বৃহত্তর কার্য্যের জন্য পুনঃ পুনঃ যত্ন না করিলে, তাহা সম্পাদন করা কেমনে সম্ভব হইবে ? মধুমক্ষিকা যে মধুচক্র নির্ম্মাণ করে, তাহাতে কি তাহার নানাপুষ্পে ভ্রমণ ও পুনঃ পুনঃ যত্ন আবশ্যক হয় না ? যত লোক পৃথিবীতে উন্নত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া স্বীয় অভীষ্টলাভে সমর্থ হইয়াছেন। কোনও ব্যক্তি একদিনে হঠাৎ উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হন নাই।

ভ্রমণ করিবার সময় পথিক যেমন এক এক পদ করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হন, তদ্রূপ জীবন-পথের পথিক ক্রমে ক্রমে বন্ধুর ও সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করেন। ইচ্ছা থাকিলেও যেমন কোন পান্থ রাস্তার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে এক লম্ফে যাইতে পারেন না, কিন্তু সহিষ্ণুতা অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাকে অল্পে অল্পে গন্তব্যপথ অতিক্রম করিতে হয়; তদ্রূপ কোন

মানবই হঠাৎ অভীষ্ট-সিদ্ধির প্রত্যাশা করিতে পারেন না, কিন্তু যত্ন, পরিশ্রম ও সহিষ্ণুতা সহকারে, ক্রমে ক্রমে ঈপ্সিত-পথে অগ্রসর হইয়া, অবশেষে তিনি সিদ্ধকাম হন। কৃষক বপন করিবামাত্রই শস্য-কর্ত্তন করিতে পারে না, কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত তাহাকে সতর্কতা ও সহিষ্ণুতা সহকারে আশান্বিত হইয়া থাকিতে হয়। প্রথমে শস্য অঙ্কুরিত, পরে পত্রনির্গম, ক্রমে ফলোৎপত্তি ও পক্কতা প্রাপ্তি, অবশেষে কর্ত্তনের সময় উপস্থিত হয়। এইরূপ প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে অনেকগুলি অংশ আছে, যাহা ক্রমে ক্রমে সম্পন্ন হইলে অবশেষে কৃতকার্য্যতা লাভ হয়।

ইচ্ছামাত্রই কোন বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না; পরন্তু সহিষ্ণুতা অবলম্বনপূর্ব্বক, বহুদিন ব্যাপিয়া যত্ন করিলে, তবে সেই কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। জ্ঞানিগণ বলেন, "কি ভাবে প্রতীক্ষা করিতে হইবে, তাহা জানিলেই কৃতকার্য্যতার রহস্যোদ্ধার করা যায়।" একটী নীতি কথা প্রচলিত আছে, "সময় ও সহিষ্ণুতা তুঁতপত্রকে সাটিনে পরিণত করে।" ফলতঃ অপেক্ষা করিতে না জানিলে, কোন বৃহৎ কার্য্যে সিদ্ধিলাভের আশা কেবল দুরাশা মাত্র হইয়া দাঁড়ায়।

অসহিষ্ণু ব্যক্তি একদিনেই লক্ষপতি অথবা নানাশাস্ত্র-বিশারদ হইতে ইচ্ছা করেন; শস্য বপন করিয়াই অঙ্কুর হইয়াছে কিনা, বালকের ন্যায় পরীক্ষা করিয়া দেখেন। বিঘ্ন বাধা তাঁহার নিকট অলঙ্ঘ্য পর্ব্বতের ন্যায় বোধ হয়। তিনি ভয়ে ও নিরাশায় অভিভূত হইয়া পড়েন; অতি সত্বরতা হেতু

সাধ্যাতীত পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হন ; বৃথা চেষ্টায় অমূল্য সময় নষ্ট করেন ; অস্থিরচিত্তে নূতন নূতন কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করেন, এবং সহসা ফল লাভের সম্ভাবনা না দেখিয়া পুনঃ পুনঃ তাহা পরিত্যাগ করেন ; এইরূপে তাঁহার শ্রম, যত্ন প্রভৃতি সমস্ত বিফল হয়।

কিন্তু সহিষ্ণু ব্যক্তি স্থিরচিত্তে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। কারণ তিনি জানেন যে, "রোম নগর একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই ;" অকস্মাৎ কোন ব্যক্তি কোন কার্য্যে পারদর্শিতা লাভে সমর্থ হন নাই ; সুতরাং তিনি অল্পে অল্পে সাধ্যমত শ্রম ও যত্ন করিয়া ক্রমশঃ কৃতকার্য্যতা লাভ করেন। বিঘ্ন-বাধার দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত, তাঁহার স্থিরবুদ্ধি, অবিশ্রান্ত পরিশ্রম এবং ঐকান্তিক যত্নের নিকট মস্তক অবনত করে।

কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেন, "অনেক লোকের এইরূপ সংস্কার আছে যে, কেহ কেহ অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং বিনা পরিশ্রমে বৃহৎ কার্য্য সকল অবলীলাক্রমে সম্পাদন করিতে সমর্থ হন। এই অসাধারণ ধীশক্তি তাঁহাদের নিকট 'প্রতিভা' (genius) নামে পরিচিত। ইহা ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ-সম্ভূত ; সকলের ভাগ্যে ইহা ঘটে না। কিন্তু ইতিহাস ও ঘটনাবলী আলোচনা করিয়া যতদূর জানা যায়, তাহাতে ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহজাত অসাধারণ ধীশক্তির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। যদি যথার্থই এমন কোন পদার্থ থাকিত, তবে আমরা দেখিতে পাইতাম যে, অন্ত

অমুক ব্যক্তি সেক্‌স্পীয়ারের * ন্যায় কবি হইয়াছেন; অন্য অমুক ব্যক্তি বিখ্যাত মাইকেল্ আঞ্জেলোর † ন্যায় চিত্রকর হইয়াছেন, এবং তাহা হইলে জ্ঞানিগণ কখনই এমন কথা বলিতেন না যে, "মনুষ্য যাহা করিয়াছে, মনুষ্য তাহা করিতে পারে।" কেহ বলেন, প্রতিভা আর কিছুই নহে, "অবিশ্রান্তরূপে কষ্ট করিবার ক্ষমতা।" কেহ বলেন, "সাধারণ জ্ঞানের আতিশয্যকেই প্রতিভা বলা যায়।" কেহ বলেন, "উদ্যোগ করিবার ক্ষমতাই প্রতিভা।" জন্ ফোষ্টার্ ‡ বলেন, "নিজের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার ক্ষমতাকেই প্রতিভা বলা যায়।" বিখ্যাত পণ্ডিত কার্‌লাইল্ §

---

* ২৩ পৃষ্ঠা দেখ।

† মাইকেল আঞ্জোলা—ইটালী দেশীয় চিত্রকর ও ভাস্কর-শিরোমণি। এতৎকৃত মূর্ত্তি ও ছবি সকল এত মনোহর ও সৌষ্ঠবপূর্ণ যে, তাহা বর্ণনাতীত। জন্ম ১৭১১ খৃঃ, মৃত্যু ১৭৯১ খৃঃ।

‡ জন্ ফোষ্টার—ইংরেজ ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত। ইঁহার গ্রন্থগুলি অত্যুৎকৃষ্ট ও সর্ব্বজন সমাদৃত। প্রধান গ্রন্থ "চরিত্র-স্থিরতা-নির্ণায়ক প্রবন্ধাবলী" (Essays on Decision of Character), সর্ব্বপ্রিয় অবিজ্ঞতার দোষ" (Evils of Popular Ignorance). জন্ম ১৭৭০খৃঃ, মৃত্যু ১৮৪৩ খৃঃ।

§ টমাস্ কার্‌লাইল্—স্কটল্যাণ্ড দেশীয় সুবিদ্বান গ্রন্থকার। এতৎ-প্রণীত গ্রন্থ সকল ভাষা ও ভাবের মৌলিকতার জন্য প্রসিদ্ধ। প্রধান গ্রন্থ "বীরগণ, বীরপূজা এবং ঐতিহাসিক বীরত্বকাহিনী" (Heroes, Hero-worship and Heroic in History) জন্ম ১৭৯৫ খৃঃ, মৃত্যু ১৮৬২ খৃঃ

ও প্রসিদ্ধ বফোন্ * বলেন, "সহিষ্ণুতাকেই প্রতিভা বলা যায়।" নিউটন † যে প্রবল-প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না, কিন্তু যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, 'মহাশয় আপনি কিরূপে এত অসাধারণ কার্য্য সম্পাদন করিলেন?' তখন তিনি নম্রভাবে উত্তর করিয়াছিলেন, 'সতত ঐ সমস্ত বিষয়ে চিন্তা করিয়া আমি কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছি।' ডাক্তার বেণ্ট্‌লিকে ‡ তিনি বলিয়াছিলেন, 'যদি আমি সাধারণের হিতজনক কোনও কার্য্য করিয়া থাকি, তবে পরিশ্রম ও সহিষ্ণুতাসমন্বিত চিন্তার বলেই তাহা নিষ্পাদন করিয়াছি।' সুতরাং প্রতিভা ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ-সম্ভূত কোন গুণ নহে।

কিন্তু যিনি যাহাই বলুন না কেন, ইহা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান যে, পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে পরাকাষ্ঠা লাভ

---

* জর্জ্জ বফোন্ (ফরাসী উচ্চারণ বুফাঙ্)—ফ্রান্স দেশীয় বিখ্যাত প্রাকৃত-বিজ্ঞানিক ও গ্রন্থকার। প্রধান গ্রন্থ "সাধারণ ও বিশেষ প্রাকৃত ইতিবৃত্ত" (Natural History, General and Particular), জন্ম ১৭০৭ খৃঃ, মৃত্যু ১৭৮৮ খৃঃ।

† ২৭ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ ডাক্তার রিচার্ড বেণ্ট্‌লি—ইংলণ্ডের বিখ্যাত গ্রন্থ-সমালোচক। ইঁহার সমালোচনা নিরপেক্ষ, উৎকৃষ্ট ও গভীর জ্ঞানপূর্ণ বলিয়া সমাদৃত। জন্ম ১৬৬১ খৃঃ, মৃত্যু ১৭৪২ খৃঃ।

করিয়াও এ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি মহাকবি কালিদাস * বা সেক্‌স্পীয়ার † সদৃশ অদ্ভুত কবিত্ব-শক্তি-সম্পন্ন হইতে পারেন নাই ও পারিবেন না। বস্তুতঃ সময়ে সময়ে এক এক দেশে, ক্ষণজন্মা মহাপুরুষগণ অলোকসামান্য ধীশক্তি লইয়া অবতীর্ণ হন এবং মহিয়সীশক্তিসমন্বিতা প্রতিভার অত্যুজ্জ্বল আলোকে মানবদিগকে চমৎকৃত করেন। সামান্য পদার্থের মধ্যে ইঁহারা অতুল সৌন্দর্য্যরাশি নিরীক্ষণ করেন এবং তৎসংক্রান্ত মনোহারিণী বর্ণনায় হৃদয় আকৃষ্ট করেন; সাধারণ লোক সকল যেখানে অন্ধকার দেখিতে পায়, এই মনস্বিগণ তথায় প্রদীপ্ত আলোক আবিষ্কার করেন; চিন্তায়, বাক্যে ও কার্য্যে ইঁহাদের আভ্যন্তরীণ জ্যোতিঃ প্রক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে এবং ঐ বস্তুত্রয়কে স্বাতন্ত্র্য ও

---

* কালিদাস—ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় কবি। ইনি বিক্রমাদিত্য রাজার সভাস্থ নবরত্ন পণ্ডিতের মধ্যে সপ্তম রত্ন ছিলেন। এই মহাকবি যে কি অদ্ভুত কবিত্বশক্তি লইয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং ইঁহার অমৃতময়ী লেখনী হইতে যে কিরূপ রচনাচাতুর্য্য ও মনোহারিণী বর্ণনাসমূহ সমুদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ করা অসাধ্য। এ নিমিত্তই ভারতবাসিগণ ইঁহাকে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ইঁহারপ্রধান গ্রন্থ "রঘুবংশ" "কুমার সম্ভব," "অভিজ্ঞান শকুন্তলা," "বিক্রমোর্ব্বশী," "নলোদয়" এবং "মেঘদূত।" বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক প্রচলিত সংবতের ১৯৭২ বৎসর চলিতেছে, সুতরাং কালিদাস উনবিংশতি শত বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

† সেক্‌স্পীয়ার—২৩ পৃষ্ঠা দেখ।

বিশেষত্ব দান করে ; ইঁহারা যে মত প্রচার করেন, জনসাধারণ অতি ব্যগ্রভাবে তাহা গ্রহণ করে এবং অনুসরণ করে ; অধ্যবসায়ে ইঁহারা অপ্রতিহত, সহিষ্ণুতায় অটল, অনুকরণের সীমাতীত, অপ্রতিম, অপরিমেয় ; ইঁহারাই মানব-কুল-তিলক প্রতিভাশালী মহাত্মা নামে অভিহিত ; ইঁহারাই এক এক মহাব্রত অবলম্বন করিয়া, মানবীয় চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যের স্রোতঃ অনাস্বাদিত ও অমৃতময় প্রশস্ত রাজ্যে প্রধাবিত করিয়াছেন।

প্রতিভার অগ্নি, সকলের অন্তরেই ন্যূনাধিক পরিমাণে নিহিত আছে। প্রত্যেক ব্যক্তি স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে দেখিতে পাইবেন, তাঁহার কোনও একটী বৃত্তি অন্তরস্থ সমুদয় বৃত্তি পরাস্ত করিয়া, প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায়, প্রাধান্যলাভ করিতে চাহে। যিনি পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা দ্বারা তাহা প্রবর্দ্ধিত করিয়া লইতে পারেন, তিনিই উন্নতিলাভে সমর্থ হন ; আর যিনি তাহা পারেন না, তিনি কাজেই সাধারণ লোকদিগের সঙ্গে সাধারণ কার্য্য কলাপে জীবন অতিবাহিত করেন।

ফলতঃ অবিশ্রান্ত অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা ব্যতিরেকে, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি কোনও বিদ্যাতে নৈপুণ্য জন্মে না। প্রসিদ্ধ সার্ জসুয়া রেণল্ড্স্ * বলিয়াছেন, "যদি কাহারও

* সার জসুয়া রেণল্ডস্—বিখ্যাত ইংরেজ চিত্রকর। ইনি আলেখ্য বিন্যাসে অদ্বিতীয় ছিলেন। খ্যাতনামা সাহিত্য-সেবক জন্‌সন, বার্ক, গোল্ডস্মিথ এবং গ্যারিক্ প্রভৃতিকে লইয়া ইনি একটি সাহিত্য-সভা

চিত্রবিদ্যা অথবা অন্য কোন শিল্প-বৃত্তায় পারদর্শিতা লাভ করিতে অভিলাষ হয় তবে তাঁহাকে প্রাতে শয্যাত্যাগের সময় হইতে রাত্রিতে শয্যারূঢ় হইবার সময় পর্য্যন্ত, সমুদয় মনোবৃত্তি ঐ একমাত্র বিষয়ে সন্নিবিষ্ট রাখিতে হইবে।" বীণাবাদন-শিক্ষার্থী কোন এক যুবক সুবিখ্যাত গিয়ার্ডিনাইকে * জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, কতদিনে আমি বীণাবাদনে নৈপুণ্য লাভ করিতে সক্ষম হইব ?" তিনি উত্তর করিলেন, "প্রতিদিন বার ঘণ্টা করিয়া বিশ বৎসর যত্ন করিলে নৈপুণ্য জন্মিতে পারে।" এইরূপে দেখা যায় যে, অধ্যবসায় ব্যতিরেকে কোনও বিষয়ে প্রকৃত পারদর্শিতা লাভ হয় না।

অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি প্রথমে পুনঃ পুনঃ পরাস্ত হইয়া অবশেষে কৃতকার্য্যতা লাভে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহারা যতবার বিফলমনোরথ হইয়াছেন, ততবারই অধিক সাহস ও অধ্যবসায় সহকারে পুনরায় ঈপ্সিত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ইংলণ্ড-সচিব ডিজ্‌রেলি † প্রথম দিন পার্লিমেণ্ট মহাসভাতে বক্তৃতা

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইঁহার চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব সকল গভীর জ্ঞানে ও সূক্ষ্মদর্শিতায় পরিপূর্ণ। জন্ম ১৭২৩ খৃঃ, মৃত্যু ১৭০২ খৃঃ।

* ফিলিক্স্‌ গিয়ার্ডিনাই—ইটালি দেশীয় বিখ্যাত তূর্য্যাচার্য্য। ইনি ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যাইয়া ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত তথায় অতি সুখ্যাতি সহকারে কার্য্য করেন। তৎপরে রুসিয়া দেশে যাইয়া ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কালগ্রাসে পতিত হন।

† বেঞ্জামিন্‌ ডিজ্‌রেলি—ইংলণ্ডের খ্যাতাপন্ন উপন্যাস লেখক ও

দিবার জন্য চেষ্টা করিয়া সভ্যগণের নিন্দা ও উপহাসভাজন হইলেন। কিন্তু তিনি সহজে ছাড়িবার লোক ছিলেন না; তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "অনেক কার্য্য পুনঃ পুনঃ আরম্ভ করিয়া অবশেষে আমি কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছি। অদ্য আমি উপবেশন করিলাম, কিন্তু এমন দিন আসিবে, যখন আপনারা আমার বক্তৃতা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিবেন।" যথার্থই তিনি নিজ বাক্য সফল করিয়াছিলেন। যে ডিজ্‌রেলি একদা মহাসভাতে সভ্যগণ কর্ত্তৃক এরূপ নিন্দিত হইলেন, সেই মহাপুরুষই, এক সময়ে ইংলণ্ডের নেতা হইয়া সেই সভ্যগণকে বক্তৃতা দ্বারা নিস্তব্ধ ও মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। এমন অধ্যবসায়ী বীরপুরুষ যদি পৃথিবীতে উন্নতি করিতে না পারেন, তবে আর কে পারিবে?

আমাদের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল লর্ড লিটনের পিতা বুলওয়ার লিটন * প্রথমে যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন,

---

রাজনীতিজ্ঞ এবং সুবক্তা। ইনি অতিশয় পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী ছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রীর পদ লাভ করিয়াছিলেন। গ্রন্থ—"আল্‌রয়ের বিস্ময়জনক গল্প," "সেকন্দরের অভ্যুদয়," "যুবা ডিউক," "ভিভিয়ান গ্রে" প্রভৃতি। জন্ম ১৮০৫ খৃঃ।

* এডওয়ার্ড জর্জ্জ্ বুলওয়ার লিটন্—ইংলণ্ডের বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ ও গ্রন্থকার। ইঁহার ন্যায় পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী লোক অল্পই দেখা যায়। ইনি বহু সংখ্যক নাটক, উপন্যাস ও কাব্য রচনা করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার স্ত্রী ও পুত্র—যিনি আমাদের দেশে গবর্ণর

তাহাতেই বিফলমনোরথ হইয়াছেন। তিনি প্রথমে পদ্য লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তাহার ফল হইল নিন্দালাভ; পরে উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে হতাশ হইলেন; পরে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহারও ফল তদ্রূপই হইল। অন্য কোন লোক হইলে হয় ত গ্রন্থ-রচনা বা বক্তৃতা চিরকালের জন্য ছাড়িয়া দিতেন; কিন্তু লিটনের মন তাদৃশ উপকরণে নির্ম্মিত ছিল না, তিনি কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়া সহজে তাহা পরিত্যাগ করিতেন না। তিনি ক্রমাগত নানা বিষয়ে গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিলেন; ক্রমাগত রাজনীতি বিষয়িণী বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন; অবশেষে যশোলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিলেন। অধুনা তিনি ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার, বক্তা ও রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া পরিচিত। ইনি অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের বলেই এরূপ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অধ্যবসায়ী বীরপুরুষ বিখ্যাত বার্ণাড্ প্যালিসি * ফ্রান্স

জেনারেল ছিলেন—উভয়েই সাহিত্যানুরাগী এবং উভয়েই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহার প্রধান গ্রন্থ—"বনলতা ও বনকুসুম," "লিয়ঙ্গ দেশীয় মহিলা," "ফক্‌ল্যাণ্ড," এবং "পেলহাম।" জন্ম ১৮০৬ খৃঃ, মৃত্যু ১৯৭৩ খৃঃ।

* বার্ণাড্ প্যালিসি—ফ্রান্স দেশীয় অদ্বিতীয় কুম্ভকার ও রসায়ন-শাস্ত্রজ্ঞ। ইহার ন্যায় ধার্ম্মিক, পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী লোক জগতে অতি বিরল। ধর্ম্মবিশ্বাস পরিবর্ত্তনে অস্বীকার করা হেতু ইহাকে কারাদণ্ড

দেশের অন্তঃপাতী এজেঁন্ নগরে ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইটালি দেশীয় একটি পেয়ালার উপরে অত্যুজ্জ্বল মনোরম বর্ণ দেখিয়া অত্যন্ত মোহিত হইলেন। তাঁহার অন্তর্নিহিত অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল; মন চিন্তায় ও উৎকণ্ঠায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কিরূপে পাত্রোপরি ঐ প্রকার চিত্র-বিচিত্র করা যায়, তাহা পুনরাবিষ্কার করিবার জন্য তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন, এবং পুনঃ পুনঃ কত কাষ্ঠ, কত পাত্র ও কত প্রকার তৃণ লতাজাত প্রলেপ * পোড়াইলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। এক একবার তিনি পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়া দুই হইতে ছয় দিন পর্য্যন্ত কেবল অগ্নিকুণ্ডে কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিতেন এবং তাঁহার স্ত্রী যে সামান্য খাদ্য দ্রব্য তথায় আনিয়া দিতেন, তাহাই আহার করিতেন। এইরূপে কৃতকার্য্যতা লাভে সমর্থ না হইয়া, সর্ব্বশেষে, অনেক বিবেচনাপূর্ব্বক,

---

ভোগ করিতে হইয়াছিল। ইনি মৃণ্ময় ও কাচপাত্র সমূহ চাকচক্য বিশিষ্ট নানা বর্ণে চিত্র করিবার লুপ্ত বিদ্যা বহু কষ্টে ও বহু পরিশ্রমে পুনরুদ্ধার করেন। ইঁহার পদার্থবিদ্যা ও কুলাল-বিদ্যা বিষয়ক যে সকল গ্রন্থ আছে, তাহা বহুমূল্য ও বিস্ময়জনক বৃত্তান্তে পরিপূর্ণ। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ এখনও "প্যালিসীয় বাসন" (Palissy-ware) অত্যন্ত সমাদর পূর্ব্বক ক্রয় করিয়া থাকেন। জন্ম ১৫১০ খৃঃ, মৃত্যু ১৫৮৯ খৃঃ।

* প্রলেপ—বিলেপনীয় নির্য্যাস। লেপ-সাধন বস্তু। উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিবার জন্য, তৃণ লতা দ্বারা প্রস্তুত করিয়া, যে নির্য্যাস মৃণ্ময় পাত্রোপরি লেপিয়া দিতেন।

একটী বৃহৎ ধরণের পরীক্ষা করিবেন, এই মনস্থ করিলেন। পাঠক, ঐ দেখ, ধক্ ধক্ করিয়া পাত্রাচ্ছাদিত অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে, আর তাহার নিকট বসিয়া জীর্ণ, শীর্ণ, মলিন, বিষণ্ণ ও দারিদ্র্য-দুঃখ-প্রপীড়িত বার্ণাড্ প্যালিসি দিবানিশি কাষ্ঠ যোগাইতেছেন এবং পরীক্ষার ফল লাভে আশ্বস্ত হইয়া স্থির-নেত্রে দৃষ্টি করিতেছেন। হঠাৎ ইন্ধন নাই! উপায় কি? বাগানের চতুর্দ্দিকে বেড়া ছিল, তাহা সমস্ত পোড়াইলেন; তথাচ হইল না, অল্পের জন্য সমস্ত নষ্ট হয়! তখন তিনি নিজ গৃহে দৌড়িলেন, এবং স্ত্রী-পুত্রের বিনয় ও ক্রন্দনধ্বনির প্রতি কর্ণপাত না করিয়া, নিজের চেয়ার, টেবল্ প্রভৃতি আনিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি এই কার্য্য দেখিয়া বাটী হইতে বহিষ্কৃত হইল এবং সহরের স্থানে স্থানে দৌড়িয়া বলিতে লাগিল যে, প্যালিসি উন্মাদগ্রস্থ হইয়া, তাঁহার গৃহসামগ্রী দ্বারা, অগ্নিকুণ্ডের তাপ রক্ষা করিতেছেন! কিন্তু দুঃখ কি এমন লোককে চিরকাল কষ্ট দিতে পারে? এবার প্যালিসি সিদ্ধকাম হইলেন। পাত্র সকল চিত্র-বিচিত্র হইল। ধন্য বার্ণাড্ প্যালিসি! ধন্য তোমার অধ্যবসায়! ধন্য তোমার সহিষ্ণুতা!

বস্তুতঃ এতাদৃশ সিদ্ধমহাপুরুষদিগকে পূজা করিতে ইচ্ছা হয়। ইঁহাদের জীবন, অজেয় অধ্যবসায়, অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা এবং কঠোর পরিশ্রমের দৃষ্টান্ত-ভূমি স্বরূপ। ইঁহারা অভীষ্টসিদ্ধির জন্য যে পথে গমন করিয়াছিলেন, সেই পথে গমন করিতে

পারিলে, ঈপ্সিত বস্তু নিশ্চয় লাভ করা যায়। ইঁহাদের যত্ন, ইঁহাদের একাগ্রতা ও ইঁহাদের পরিশ্রম চিরকাল মানব-হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকে এবং সুপন্থা প্রদর্শন করে।

সহিষ্ণু এবং অধ্যবসায়ী ব্যক্তিকে বিঘ্ন-বাধায় ভয় প্রদর্শন করিতে পারে না। তিনি যতই নিজ দুর্ব্বলতার পরিচয় পান, ততই অধিক উৎসাহের সহিত বলিষ্ঠ হইতে চেষ্টা করেন। বিঘ্ন বাধা তাঁহার লুক্কাইত শক্তি সকলকে প্রকাশিত এবং তেজোহীন গুণ সকলকে তেজোময় করে। যদি বিঘ্ন বাধা না থাকিত, তবে মানবগণের যত্নে ও উৎসাহে কি প্রয়োজন হইত ? যদি প্রলোভন না থাকিত. তবে আত্ম-সংযম প্রশংসাজনক গুণ বলিয়া কে গণনা করিত ? যদি দারিদ্র্য-দুঃখ না থাকিত, তবে সহিষ্ণুতা গুণ লোকের কি এত আদরণীয় হইত ? অতএব বিঘ্ন বাধা, প্রলোভন, দুঃখ, দারিদ্র্য প্রভৃতি অনিষ্টজনক নহে; ইহারা লোকদিগকে দৃঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, শিক্ষিত ও ধার্ম্মিক হইতে উত্তেজন করে এবং উন্নতি-পথে যাইবার জন্য প্রবৃত্তি দান করে। রাজনীতিবিশারদ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি কেমনে ঐরূপ পারদর্শিতা লাভ করিলেন ; তৎক্ষণাৎ তিনি এই উত্তর দিবেন যে, পুনঃ পুনঃ হতাশ হইয়া, পুনঃ পুনঃ পরাস্ত হইয়া, বহু কষ্টে, বহু যত্নে তিনি ঐ প্রকার অভিজ্ঞতা লাভে সমর্থ হইয়াছেন। অবিশ্রান্ত যত্ন ব্যতীত কেহ কস্মিন্‌কালে কোনও শাস্ত্রে কোনও কার্য্যে, কোনও বিষয়ে নৈপুণ্য লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই ও হইবে না।

সৌভাগ্যেচ্ছু ব্যক্তি সতত সহিষ্ণুতায় ও অধ্যবসায়ে অলঙ্কৃত থাকিবেন; তিনি কোন কার্য্যে একইবার বিফলমনোরথ হইয়া তাহা ছাড়িয়া দিবেন না; পুনঃ পুনঃ যত্ন করিবেন; এক, দুই, তিনবার যত্ন করিবেন, তাহাতেও অকৃতকার্য্য হইলে, বহুবার যত্ন করিবেন; পরিশেষে তাঁহার আশা সফল হইবেই হইবে। তিনি গোলাপ পুষ্প ছিঁড়িতে যাইয়া কণ্টকের ভয় করিবেন না; তিনি উন্নতি করিতে ইচ্ছুক হইয়া বিঘ্ন-বাধা দ্বারা ভীত হইবেন না; তিনি অর্দ্ধপথ গমন করিয়া ফিরিয়া আসিবেন না; তিনি কোন কার্য্য অর্দ্ধ-সম্পাদন করিয়া পরিশ্রমের ভয়ে তাহা পরিত্যাগ করিবেন না; তিনি চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তিদিগের ন্যায় কার্য্য হইতে কার্য্যান্তরে গমন পূর্ব্বক বৃথা সময়ক্ষেপ করিবেন না; কিন্তু স্থির, ধীর, গম্ভীর, বীরপুরুষের ন্যায় একমনে অবিচ্ছিন্ন অধ্যবসায়ের সহিত গন্তব্য পথের শেষ পর্য্যন্ত যাইবেন এবং আরব্ধ কার্য্য শেষ করিবেন। তিনি বিঘ্ন বাধা দেখিয়া, কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিবেন না; কিন্তু সাহসপূর্ব্বক, কঠোর পরিশ্রম, অবিচলিত প্রতিজ্ঞা, অজেয় সহিষ্ণুতা ও দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে, তাহাদের সঙ্গে ঘোর সংগ্রাম করিবেন, এবং যে পর্য্যন্ত জয়লাভে সমর্থ না হন, ততক্ষণ কিছুতেই নিরস্ত হইবেন না। তাঁহার হৃদয়ে জ্ঞানীদের এই বাক্য সতত অঙ্কিত থাকিবে,—"কৃতকার্য্যতা লাভ চারিটী অক্ষরের মধ্যে লুক্কায়িত —'চেষ্টা কর'।"
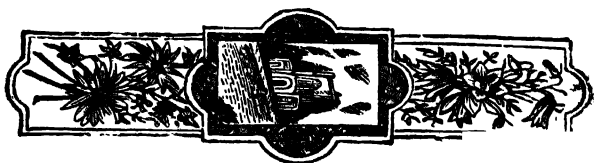
সুযোগ

Opportunity has hair in front, behind she is bald ; if you seize her by the forelock you may hold her, but, if once suffered to escape, not Jupiter himself can catch her again."

From the Latin.

"Opportunities are like the rainbows, or the visits of angels, short and far between."

Brewer.

আমাদের দেশে একটা গাথা প্রচলিত আছে, "ন চ দৈবাৎ পরং বলম্।" কিন্তু, দৈব কি হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক মানবের অভিলাষ পরিপূর্ণ করে? চিন্তা মাত্রই কি কোন কার্য্য সাধিত হয়? সুযোগ কি আপনা হইতেই লোককে সৌভাগ্যশালী করে? না, তাহা কখনই সম্ভব হয় না। মানব নিজের পরিশ্রম, উদ্যোগ ও উৎসাহ দ্বারা সুযোগকে হিতজনক কার্য্যে নিয়োজিত

করিয়া আপন উন্নতি সাধন করে। এইজন্যই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, উদ্যোগী পুরুষকে লক্ষ্মী আশ্রয় করেন, অলস ও উৎসাহবিহীন ব্যক্তিকে তিনি কদাচ আপন ক্রোড়ে স্থান দান করেন না। প্রসিদ্ধ কবি সেক্স্পীয়ার * বলিয়াছেন, "মানবদিগের কার্য্যকলাপের মধ্যে একটী স্রোত আছে, প্লাবন-সময়ে তাহাতে নৌকা ছাড়িয়া দিলে, স্রোত-বেগে সৌভাগ্য-রাজ্যে উপস্থিত হওয়া যায় ; কিন্তু একবার তাহা উপেক্ষা করিলে, জীবনের অবশিষ্ট সময় মনস্তাপে ও দুঃখে অতিবাহিত করিতে হয়।" অতএব যিনি জলপ্লাবন সময়ে স্রোত মধ্যে নৌকা ছাড়িয়া দিতে বিরত থাকেন, তিনি কেবল স্রোত দর্শন করিয়া কিরূপে সৌভাগ্য-রাজ্যে উপস্থিত হইবেন ? যিনি সুযোগ দেখিয়াও তাহা হিতকর কার্য্যে নিয়োজিত করিতে চেষ্টা করেন না, তিনি কেবল দর্শন করিয়া তাহা দ্বারা কি প্রকারে উন্নতি লাভ করিবেন ?

পৃথিবীর যাবতীয় অদ্ভুত আবিষ্ক্রিয়া, বিচিত্র-শিল্প-কৌশল অলৌকিক বীরত্ব, প্রভূত শাস্ত্রজ্ঞান, কেবলমাত্র দৈবানুগ্রহ বা সুযোগের ফল নহে ; পরন্তু, অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের পরিণাম। জ্ঞানী ব্যক্তি সুযোগ-প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকেন না। সুযোগ সততই মনুষ্যের সম্মুখে বর্ত্তমান। যিনি পরিশ্রম ও যত্ন পূর্ব্বক তাহা কার্য্যবিশেষে নিয়োজিত করেন, তিনিই ফললাভে সমর্থ হন।

---

* ২৩ পৃষ্ঠা দেখ।

পণ্ডিতপ্রবর * এমার্সন বলিয়াছেন,—"প্রকৃতি, একটী সুযোগপূর্ণ বিস্তীর্ণ অক্ষয়-ভাণ্ডার। এই প্রকৃতি-ক্ষেত্র বাহ্য দৃষ্টিতে অনুর্ব্বর বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু ইহাতে পরিশ্রম পূর্ব্বক শস্য বপন করিলে, নিশ্চয়ই ফল লাভ করা যায়।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "প্রকৃতি টুক্‌রা-ব্যবসায়ী সওদাগর। তিনি সর্ব্বদাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুক্‌রা একত্র করিয়া নূতন পদার্থ সৃষ্টি করেন। তিনি সুযোগ্য রসায়নবিদ্ পণ্ডিতের ন্যায় জীর্ণ ও পুরাতন বস্তু সকলকে নূতন, সুন্দর ও সুখদ পদার্থে পরিণত করেন।" বিখ্যাত স্মাইল্‌স্ † বলেন, "যে সকল ব্যক্তি উন্নতির পথান্বেষণে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া বহির্গত হন, তাঁহারা সততই যথেষ্ট সুযোগ প্রাপ্ত হন। যদি সুযোগ নিতান্তই সন্নিহিত না থাকে, তবে আপনারাই তাহা উদ্ভাবিত করিয়া লন।"

সংসারে এরূপ অনেক লোক আছে, যাহারা অর্দ্ধমনে কেবল সুযোগ অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, অথবা সকল বিষয়েই নিজের অদৃষ্টের উপর দোষ দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে ; কিন্তু সুযোগ যে সততই সন্নিহিত রহিয়াছে, অথবা ইচ্ছা থাকিলে নিজেই উদ্ভাবন

---

* ৪০ পৃষ্ঠা দেখ।

† স্যামুয়েল স্মাইলস্—আধুনিক বিখ্যাত ইংরেজ গ্রন্থকার। এতৎ-প্রণীত "স্বাবলম্বন," "চরিত্র," "কর্ত্তব্য কর্ম্ম" "পরিমিত ব্যয়" "জীবন ও পরিশ্রম," "ইঞ্জিনীয়ারদিগের জীবন-চরিত" প্রভৃতি অতিশয় জ্ঞান ও নীতিপূর্ণ গ্রন্থ বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত।

করিতে পারে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখে না। অদৃষ্টের দোষ কীর্ত্তন করিয়া সময় কাটায়, কিন্তু অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন করিবার উপায় অবলম্বন করে না; কেন না, তাহা পরিশ্রম, যত্ন ও অধ্যবসায়-সাপেক্ষ। এই শ্রেণীর অলসেরা সমাজের কলঙ্কস্বরূপ। ইহারা সমাজের হিতের জন্য নিজে কোন কার্য্য করে না, পরন্তু অন্যলোক যে সমস্ত হিতকর কার্য্য অতি কষ্টে সম্পন্ন করিয়াছে, তদুৎপন্ন সুখ, বিনা ক্লেশে ভোগ করিতে চাহে। তাহারা কোন সংক্ষিপ্ত ও সুগম পথের সাহায্যে, সুদীর্ঘ পথ-ভ্রমণের কষ্ট হইতে মুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা করে। পরিশ্রম পূর্ব্বক সাধারণ ঘটনার সদ্ব্যবহার না করিয়া, অসাধারণ ঘটনার সাহায্যে সুখ লাভের বাঞ্ছা করে। কিন্তু তাহা কি কখনও সম্ভব হয়? ইষ্টক সকল একত্র না করিয়া কি কেহ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে পারে? বিনা পরিশ্রমে, বিনা যত্নে, বিনা অধ্যবসায়ে, কি কেহ কখনও সৌভাগ্য-দেবীর ক্রোড়ে স্থান লাভ করিতে সমর্থ হয়?

বস্তুতঃ যে ব্যক্তি যথার্থ [illegible] জন্য ব্যগ্র হয়, সে অতি সাধারণ ঘটনা সকলের মধ্যেও তাহার অভীষ্ট-সিদ্ধির সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জনৈক সম্ভ্রান্ত লোক একটী বিদ্বান্ কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সামান্য কৃষক হইয়া কেমনে এত বিদ্যা লাভ করিলে?" কৃষক উত্তর করিল, "মহাশয়, ইংরাজী ভাষার ২৬টি অক্ষর উত্তমরূপে চিনিলেই অসীম জ্ঞান-ভাণ্ডার সম্মুখে বিরাজমান হয়, এবং তাহাদের সাহায্যে লোকে ইচ্ছানুসারে শিক্ষা করিতে পারে।" পরিশ্রম করিবার জন্য

হস্তপদাদি আছে, চিন্তা করিবার জন্য মন আছে; সম্মুখে প্রকৃতি-ভাণ্ডার সুযোগপূর্ণ রহিয়াছে; অলসতা পরিহার পূর্ব্বক সুযোগ সমূহ হিত-সাধনে নিয়োজিত করিলেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে। শুয়েসিয়ারডিনি * বলিয়াছেন, "যে কার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করে, সে কার্য্যের সুযোগকে দৃঢ়-মুষ্টিতে ধরিবে। ইহাতে কদাচ বিলম্ব করিবে না, কেন না, সংসারে সকল বস্তুই এত পরিবর্ত্তনশীল যে, কোন বস্তু যথার্থরূপে হস্তগত হইবার পূর্ব্বে, তাহা নিজের হইল বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না।"

কিন্তু সকল কার্য্যেরই উচিত সময় আছে। অসময়ে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, কেবল নিরাশা ও মনস্তাপই সার হয়। জলোচ্ছ্বাসের স্রোত বহিয়া শেষ হইলে, তন্মধ্যে নৌকা ছাড়িয়া দিলে বিশেষ কোন উপকার হয় না। বপনের সময় অতিক্রম করিয়া, বীজ বপনপূর্ব্বক প্রচুর শস্যলাভের প্রত্যাশা, কেবল দুরাশা মাত্র। শীতল লৌহ-খণ্ডকে পুনঃ পুনঃ আঘাত করা, কেবল পণ্ডশ্রম ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। রোগের প্রারম্ভে নিশ্চেষ্ট থাকিয়া বিকারাবস্থায় চিকিৎসারম্ভ, কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। সঙ্গীত আনন্দ-জনক পদার্থ বটে; কিন্তু গভীর শোকের সময়, সঙ্গীত তৃপ্তিকর না হইয়া, বরং বিরক্তিরই কারণ হয়। নৃত্য করা আমোদজনক হইলেও, ভ্রমণ করিবার সময় নৃত্য

---

* ৩৮ পৃঃ দেখ।

করিলে, তাহাতে বাতুলতাই প্রকাশ পায়। কবিতা অতি শ্রুতি-মধুর বটে, কিন্তু সাধারণ কথাবার্ত্তায় পদ্য-রচনা দ্বারা মনোগত ভাব প্রকাশ করিলে, তাহা সুশ্রাব্য না হইয়া, বরং শ্রুতিকটুই হয়। অতএব, উচিত সময়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, সর্ব্বদাই কার্য্য করিতে হইবে।

সূক্ষ্মদর্শী ও সৌভাগ্যেচ্ছু ব্যক্তি যথাসময়ে তাঁহার সমস্ত কার্য্য করেন। তিনি জল প্রবাহে যথাকালে নৌচালন পূর্ব্বক, অভীষ্ট রাজ্যে গমন করেন; সুসময়ে বীজ বপন করিয়া প্রচুর পরিমাণে শস্য প্রাপ্ত হন; উত্তপ্ত লৌহকে আঘাত করিয়া ইচ্ছানুরূপ আকৃতি দান করেন; রোগের প্রারম্ভেই চিকিৎসা করাইয়া, তাহা হইতে মুক্তি লাভ করেন। তিনি 'অদৃষ্ট' 'অদৃষ্ট' বলিয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করেন না; অথবা দৈববল প্রাপ্তির আশায় নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকেন না; কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অবলম্বনপূর্ব্বক, ষ্টথার্ডের * ন্যায় প্রজাপতির পাখা দেখিয়া বর্ণ-মিশ্রণ-কার্য্য শিক্ষা করেন; ফ্রাঙ্কলিনের † ন্যায়

---

* টমাস ষ্টথার্ড,—প্রসিদ্ধ ইংরেজ চিত্রকর। তিনি চিত্র ও বর্ণ-মিশ্রণ-কার্য্যে এত নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন যে, তৎকালীন আলেখ্য-লিপ্সু সকল ব্যক্তিই তাঁহার সহায়তা লাভের জন্য ব্যাকুল হইতেন। তিনি ৫০০ মৌলিক আলেখ্য প্রস্তুত করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। জন্ম ১৭৫৫ খৃঃ, মৃত্যু ১৮৩৪ খৃঃ।

† ১৩ পৃঃ দেখ।

ঘুড়ী দ্বারা মেঘ হইতে বিদ্যুতাকর্ষণ করেন; রয়েসের * ন্যায় খড়ী মাটি ব্যবহার করিয়া চিত্র-কার্য্য শিক্ষা করেন; ফ্যারেডের † ন্যায় পুরাতন বতলের সাহায্যে বৈদ্যুৎ-প্রক্রিয়ার ফলাফল দর্শন করেন; ডেভির ‡ ন্যায় কাষ্ঠফলক দ্বারা মুদ্রাযন্ত্র প্রস্তুত করিয়া গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বস্তুতঃ নিরন্তর পরিশ্রম সহকারে কার্য্য না করিয়া, সুযোগের প্রতীক্ষায় নিশ্চেষ্ট থাকিলে, কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হয় না।

অলস ও দুর্ব্বল-প্রকৃতি লোকের পক্ষে প্রকাশমান সুযোগও

---

* রাসেল্ রয়েস্—এই গুণবতী, হলাণ্ড দেশের বিখ্যাত শারীর-তত্ত্ববিদ্ ফ্রেডারিক রয়েসের কন্যা। ইনি ফল ও ফুলের আলেখ্য এত অদ্ভুতরূপে চিত্র-ফলকে বিন্যাস করিতেন যে, তদ্দর্শনে যথার্থই ফল ও ফুলগুলি লম্বমান রহিয়াছে বলিয়া বোধ হইত। বর্ণসংযোজনে ও বিন্যাস-পারিপাট্যে ইঁহার ছবিগুলি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরা ও সর্ব্বজন-মনোহারিণী হইত। জন্ম ১৬৫৪ খৃঃ, মৃত্যু ১৭৫০ খৃঃ।

† মাইকেল্ ফ্যারেডে—প্রসিদ্ধ ইংরেজ রসায়ন-শাস্ত্রজ্ঞ ও পদার্থবিদ্ পণ্ডিত। তাড়িতের আবিষ্কর্ত্তা না হইলেও, তিনি তাড়িতাকর্ষণ এবং তদ্‌গুণাবলী ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। চরিত্রে তিনি নিষ্কলঙ্ক, সদাশয় ও পরহিতার্থী ছিলেন। জন্ম ১৭৯৪ খৃঃ, মৃত্যু ১৮৬৪ খৃঃ।

‡ সার্ হাম্‌ফ্রি ডেভি—ইংরেজ রসায়ন-শাস্ত্রজ্ঞ ও পদার্থবিদ্যা-বিশারদদিগের মধ্যে তিনি শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। তিনি বিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধীয় বহু তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। নিউটনের পরে, পদার্থবিদ্যায় এরূপ বহুদর্শী ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আর দেখা যায় নাই। জন্ম ১৭৭৮ খৃঃ, মৃত্যু ১৮২৯।

ফলপ্রদ হয় না। তাহার সম্মুখে সুযোগের প্রবাহ বহিয়া যায়, কিন্তু সে নেত্রোন্মীলন পূর্ব্বক তাহা দেখে না। উদ্যোগী পুরুষ কিরূপে সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া উন্নতি লাভ করেন, তাহা দেখিয়া সে বিস্ময়াপন্ন হয়। একদা সমপাঠী ও সমবয়স্ক দুই যুবক সমান বেতনে বিভিন্ন স্থানে সামান্য কার্য্য গ্রহণ করিলেন। দশ বৎসর পরে তাঁহাদের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইল। তখন তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে একজনের এরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছিল যে, ঐ ব্যক্তি ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া বন্ধু দর্শনে আসিয়াছিলেন; পরিবারবর্গকে দিনান্তেও এক সন্ধ্যা অন্ন দিতে পারিতেন না, এবং চতুর্দ্দিকের ঋণদায়ে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে কারারুদ্ধ হইবার আশঙ্কা করিতেছিলেন। অপর ব্যক্তি আপন পরিবারবর্গ সমভিব্যাহারে সুখে কালযাপন করিতেছিলেন, এবং কিছু অর্থ সঞ্চয়ও করিয়াছিলেন। তিনি বন্ধুর ঐরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া কিছু অর্থ-সাহায্য করিলেন; বন্ধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধো, আমরা উভয়ে এক সময়ে সমান বেতনে কার্য্যারম্ভ করি, কিন্তু দশ বৎসর পরে আমাদের অবস্থার এত বিভিন্নতা কিরূপে ঘটিল যে, একজন ভিক্ষুক, অন্যজন ভিক্ষাদাতা?" তাহাতে ঐ পরিশ্রমী ব্যক্তি উত্তর করিলেন, "এই পার্থক্যের কারণ একটী বাক্যের বৈপরীত্য মাত্র—তোমার নিকট যখন সুযোগ ও অর্থ আসিয়াছে, তুমি তাহাদিগকে বলিয়াছ, 'যাও'; আর আমার নিকট যখন তাহারা উপস্থিত হইয়াছে, আমি বলিয়াছি, 'এস'।

বিখ্যাত জন্ হাণ্টারকে * এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি উপায়ে এরূপ উন্নতিলাভে সমর্থ হইয়াছেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমার নিয়ম এই, কোনও কার্য্যারম্ভ করিবার পূর্ব্বে, আমি নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখি, ঐ কার্য্য আমার শক্তি-সম্পাদ্য কি না; যদি ঐ কার্য্য অসাধ্য হয়, তবে আমি তজ্জন্য চেষ্টা করি না, আর যদি সাধ্যাতীত না হয়, তবে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া নিশ্চয়ই সে কার্য্য সম্পাদন করিতে পারি, এবং কোন কার্য্যই একবার আরম্ভ করিয়া, আমি কদাচ তাহা হইতে বিরত হই না। এই নিয়ম দ্বারাই আমি কৃতকার্য্যতা লাভে সমর্থ হইয়াছি।"

যখন কোন ব্যক্তি 'অদৃষ্ট' 'অদৃষ্ট' বলিয়া চীৎকার করে, অথবা আপন ভাগ্যের প্রতি দোষারোপ করে, তখন ইহা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয় যে, সে নিজের অনবধানতা, অলসতা, নিরুদ্যোগিতা ও দীর্ঘসূত্রিতার পরিচয় দান করিতেছে। সে বলে, "মহাশয়, আমি সামান্য কারণে নিরাশ হই নাই। মনুষ্য নিজের উন্নতির জন্য যত প্রকার চেষ্টা করিতে পারে, আমি

* জন্ হাণ্টার—বিখ্যাত ইংরেজ অস্ত্র-চিকিৎসক ও শারীরস্থান-বিদ্যাবিশারদ। তিনি দশ বৎসর কাল শারীরস্থান-বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া তদ্বিষয়ে অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি নানাবিধ জীব জন্তুর শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া, শারীরস্থান-বিদ্যার মহোন্নতি সাধন পূর্ব্বক, চিরস্মরণীয় ও বিশ্বখ্যাত হইয়াছেন। জন্ম ১৭২৮ খৃঃ, মৃত্যু ১৭৯৩ খৃঃ

তাহার কোন পথই পরীক্ষা করিতে বাকী রাখি নাই; কিন্তু অদৃষ্ট এমনই মন্দ যে, কোন দিকেই কিছু সুযোগ পাই না।” তাহার কথা শুনিলে বোধ হয়, যেন সে পুস্তকের দোকান খুলিলে, লোক সকল গ্রন্থ-পাঠ পরিত্যাগ করে; অথবা খাদ্য সামগ্রী বিক্রয় করিতে গেলে, লোক সকল আহার ত্যাগ করে; অথবা, টুপীর দোকান খুলিলে, সন্তানগণ মস্তক বিহীন হইয়া জন্মগ্রহণ করে!

এই প্রকৃতির লোক কিরূপে উন্নতিলাভ করিবে? ইহারা আলস্য ত্যাগ করিয়া কর্ম্মক্ষম হইতে ইচ্ছা করে না; ইহাদের শারীরিক কষ্ট কিংবা মানসিক চিন্তা সহ্য হয় না,—উৎসাহ নাই; নিজের অলসতা ও নির্ব্বুদ্ধিতার দোষ অদৃষ্টের ঘাড়ে চাপাইয়া নিজে মুক্তিলাভ করে এবং নিজের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য যে নিজের হস্তে, তাহা বিশ্বাস করে না। এ সকল লোক যে কেবল নিজের সর্ব্বনাশ করে এমন নহে, ইহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, অনেক বলিষ্ঠ এবং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকেও অতি কষ্টে জীবন অতিবাহিত করিতে দেখা গিয়াছে।

যদিও অনেকে বিশ্বাস করেন যে, মনুষ্য পূর্ব্ব-জন্মের সুকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুসারে এই সংসারে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করে, তথাপি ঘটনাবলী দ্বারা ইতিহাস কি প্রমাণ করিতেছে তাহা কি দেখা উচিত নয়? নিউটন্ * কি কেবল একটী আতা ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে দেখিয়াই মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন?

* ২৭ পৃঃ দেখ।

না, তাহা নহে; তিনি অনেক দিন হইতে একমনে মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন, তাহাতে আতার মৃত্তিকা-পতনরূপ আকস্মিক ঘটনা দ্বারা তাঁহার অন্তর্নিহিত অগ্নি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, তখন তিনি স্পষ্টরূপে ঐ বিষয় বুঝিতে পারিলেন, এবং অচিরেই মাধ্যাকর্ষণ-রূপ মহাব্যাপার অবিষ্কৃত হইল।

এইরূপে ইতিহাস পাঠ করিলে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয় যে, বিশ্বকর্ত্তা মানব-হৃদয়ে যে উন্নতির বীজ সমূহ বপন করিয়াছেন, তদুপরি যত্নপূর্ব্বক শ্রমবারি সিঞ্চন করিলে, তাহারা অত্যুৎকৃষ্ট ফলদান করে। 'অদৃষ্ট' 'অদৃষ্ট' অথবা, 'সুযোগ' 'সুযোগ,' বলিয়া দ্বারে দ্বারে চীৎকার করিয়া, কেহই কস্মিন্‌-কালে হঠাৎ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই ও পারিবে না। অবিচ্ছিন্ন পরিশ্রম ও জ্বলন্ত উৎসাহ দ্বারা অদৃষ্টকে সুপ্রসন্ন করিতে হয়, এবং সুযোগকে কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া তাহা হইতে উপকার লাভ করিতে হয়। ইতিহাস ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

জীবন-যুদ্ধ

"A sacred burden is the life we bear;
Look on it, lift it, bear it, solemnly;
Stand up and walk beneath it steadfastly,
Fail not for sorrow, falter not for sin,
But onward, upward till the goal we win."

Frances Anne Kemble.

সৈনিক পুরুষগণ, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, যখন রীতিমত রণশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া প্রস্তুত হয়, তখন জীবন-যুদ্ধের জন্য, শিক্ষালাভ না করিয়া ও উপযুক্ত না হইয়া, সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার আমরা কে ?

জীবন-যুদ্ধকল্পে শিক্ষা তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ;—যথা, শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক। এই ত্রিবিধ শিক্ষা একত্র সমঞ্জসীভূত হইলে, তাহারা অমৃতময়

ফলোৎপাদন করে এবং যোদ্ধাকে প্রকৃতরূপে জীবন-যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত করে। ইহাদের মধ্যে একটী উপেক্ষা করিয়া অন্যটীর প্রতি অধিক যত্ন করিলে, কদাচ প্রকৃত জয় লাভের আশা করা যায় না। কারণ, যিনি কেবল শরীরের জন্য যত্ন করেন, তিনি উত্তমরূপে বলিষ্ঠ হন, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি নিস্তেজ হইয়া যায় এবং চরিত্র নানা দোষে কলঙ্কিত হয়। যিনি কেবল মানসিক শিক্ষার প্রতি মনোযোগ করেন, তিনি রোগ-দুঃখ জড়িত হইয়া সতত বিষণ্ণ থাকেন ও জীবন-ভার-বহনে সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়েন। যিনি কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতির সেবক হন, তিনি ধর্ম্মোন্মত্ততা ও গোঁড়ামি দোষে জড়ীভূত হইয়া পড়েন। অতএব শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক, এই ত্রিবিধ শিক্ষায় বিশেষরূপে শিক্ষিত হইলে, মনুষ্য প্রকৃতরূপে পূর্ণাঙ্গ এবং জীবন-যুদ্ধে নিপুণ হইতে পারেন। এই ত্রিবিধ শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে, নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল।

শারীরিক

শরীর কিরূপে পোষণ করিতে হয়, স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্য-ভঙ্গ দ্বারা কি ইষ্টানিষ্ট ঘটে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তদ্বিষয়ে আলোচনা করা অসম্ভব। এখানে সংক্ষেপতঃ ইহাই প্রদর্শিত হইল যে, শারীরিক উন্নতি না হইলে, সুচারুরূপে মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই এবং যে সকল মহাত্মা এ জগতে

চিরস্মরণীয় নাম ও কীর্ত্তিকলাপ রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই শারীরিক শিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন।

শরীর, সকল উন্নতির মূল। বল, অরুগ্নতা, অঙ্গসৌষ্ঠব ইত্যাদি সংসারে অভীষ্টলাভের পক্ষে প্রধান সহকারী। শরীরের সঙ্গে মনের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, শরীর সুস্থ থাকিলে মনোবৃত্তিসকল সতেজ থাকে, এবং অসুস্থ হইলে তাহারাও নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও নানাপ্রকারে কষ্টদায়ক হয়। ধর্ম্মের দিকে চাহিয়াও, এই শরীরের উন্নতি সাধনে যত্ন করা উচিত; কারণ, ধর্ম্মোন্নতি শরীর ও মনের উত্তমাবস্থার উপর নির্ভর করে। অনেকে মনে করেন, যাহার শরীর হৃষ্টপুষ্ট, তাহার বুদ্ধি প্রখর নহে; কিন্তু ইহা যে ভ্রমপূর্ণ, ঘটনাবলী অহরহঃ তাহা সপ্রমাণ করিতেছে।

ইংলণ্ডে ও আমেরিকাতে যত প্রধান প্রধান ব্যক্তি খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই ভ্রমণ, নৌ-চালন, ঘোড়দৌড়, লম্ফদান ও সন্তরণ প্রভৃতি কার্য্যে সুনিপুণ ছিলেন। তাঁহাদের হৃষ্টপুষ্ট শরীর, দৃঢ় মাংসপেশী, অজেয় সহিষ্ণুতা ও অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। যদিও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, সময় সময় প্যাস্‌কেল, *

---

* প্যাস্‌কেল—ফ্রান্সদেশীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক, গণিতশাস্ত্রজ্ঞ ও গ্রন্থকার। ইনি গণিতশাস্ত্রে এত পারদর্শী হইয়াছিলেন যে, তৎকালীন সমস্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মার্সেন্স্‌ প্রদত্ত যে প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারেন নাই, সেই দুরূহ প্রশ্নের সম্যক্ মীমাংসা করিয়া জগদ্বিখ্যাত

সেলি, * পোপ্, † তৃতীয় উইলিয়ম ‡ প্রভৃতির ন্যায় দুর্ব্বল ও অসুস্থ লোকদিগের দ্বারাও মহৎ কার্য্য সাধিত হইয়াছে, তথাপি ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইঁহারা যদি সুস্থ ও

হইয়াছিলেন। ইনি ইউরোপে একজন শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত ছিলেন। জন্ম ১৬৩২ খৃঃ, মৃত্যু ১৬৬২ খৃঃ।

* পার্সি সেলি—বিখ্যাত ইংরেজ কবি। ইনি যদিও নির্জ্জনপ্রিয়, সন্দিগ্ধচিত্ত ও ক্ষীণাবস্থ ছিলেন, তথাপি একবার যে কার্য্যে লিপ্ত হইতেন, তাহা হইতে কখনও নিরস্ত হইতেন না। এতৎপ্রণীত "আলেষ্টর," "ইস্‌লাম বিদ্রোহ," "আডোনিস," "প্রমিথিউস্" প্রভৃতি অতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল। জন্ম ১৭৯২ খৃঃ মৃত্যু ১৮২২ খৃঃ।

† আলেক্‌জাণ্ডার পোপ্—প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি। ইনি আজীবন শিরঃপীড়া রোগে কষ্ট পাইয়াছেন। ইঁহার রচনা কোমলতা ও মাধুর্য্য-পূর্ণ। এতৎপ্রণীত "সমালোচন সম্বন্ধে রচনা", "মানব সম্বন্ধে রচনা," "কেশগুচ্ছের বলাৎকার," "নির্জ্জনতা সম্বন্ধে গীতি" প্রভৃতি সর্ব্বত্র সমাদৃত। জন্ম ১৬৮৮ খৃঃ, মৃত্যু ১৭৪৪ খৃঃ।

‡ তৃতীয় উইলিয়ম—ইনি ১৬৮৯ হইতে ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে রাজত্ব করিয়াছিলেন। গ্লেঙ্কোর ভীষণ হত্যাকাণ্ড ইঁহার রাজত্বের কলঙ্ক। প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ মারল্‌বরো এবং প্রিন্স্ ইউজিনের সাহায্যে ফ্রান্সরাজ চতুর্দ্দশ লুইর বিক্রম খর্ব্বকরণার্থ রণে পুনঃ পুনঃ পরাস্ত হইয়াও, অতি সত্বরতাপূর্ব্বক স্বীয় দৌর্ব্বল্য অপহার করিয়াছিলেন। ইঁহার রাজত্ব নানাবিধ বৃহৎ কার্য্য ও ষড়যন্ত্রে পরিপূর্ণ। ইনি রুগ্ন, রুক্ষস্বভাব, স্থির-প্রতিজ্ঞ ও দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন। জন্ম ১৬৫০ খৃঃ, মৃত্যু ১৭০২ খৃঃ।

সবল হইতেন তবে আরও মহত্তর কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিতেন।

এতদ্দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণ, শরীরকে চতুর্ব্বর্গ * সাধনের মূলীভূত কারণ জানিয়া, সর্ব্বোপরি স্থান দান করিয়াছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও বলেন, সকল ব্যবসায়েই শারীরিক স্বাস্থ্য, লঘুতা, বল ও পরিশ্রমের আবশ্যক হয়; ঐ সকল অভাবে অন্যবিধ শিক্ষা কেবল নিরাশা ও দুঃখের কারণ হইয়া উঠে; অতএব শরীরকে সর্ব্বপ্রযত্নে বলিষ্ঠ করা উচিত। ফলতঃ যে ব্যবসায়ের দিকেই আমরা দৃষ্টিপাত করি না কেন, তাহাতেই দেখা যায় যে, বলিষ্ঠ ও হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তিগণ অত্যুচ্চ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন; যথা চিত্রকার্য্যে,—রুবেন্স, † টীসিয়ান, ‡ মাইকেল আঞ্জেলো § টার্ণার, ¶ সার্ জস্যুয়া

* চতুর্ব্বর্গ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।

† রুবেন্স—১৫ পৃঃ দেখ।

‡ টীসিয়ান্—ইটালিদেশীয় অদ্বিতীয় চিত্রকর। ইহাঁর চিত্রিত আলেখ্য সমূহ এত সুন্দর ও মনোহর যে, পুনঃ পুনঃ দর্শনেও মনের পরিতৃপ্তি হয় না। জর্ম্মণ-সম্রাট্ পঞ্চম চার্‌ল্‌স্ ইঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন ও সম্মান করিতেন। একদা ইঁহার হস্ত হইতে তুলিকা মৃত্তিকাতে পড়িয়া গেলে, চার্‌ল্‌স্ নিজেই তাহা ইহাঁর হস্তে উঠাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, "টীসিয়ান রাজা কর্ত্তৃক সেবিত হইবার উপযুক্ত।" জন্ম ১৪৭৭ খৃঃ, মৃত্যু ১৫৭৬ খৃঃ।

§ মাইকেল আঞ্জেলা—৪৬ পৃঃ দেখ।

¶ জোসেফ্ টার্ণার—প্রসিদ্ধ ইংরেজ চিত্রকর। ইহাঁর পিতা

রেণল্ডস্ * প্রভৃতি; বক্তৃতাশক্তিতে,—কারান্ † ওয়েব-ষ্টার, ‡ বিখ্যাত গ্লাড্‌ষ্টোন্ §—যিনি বার্দ্ধক্যেও বৃক্ষচ্ছেদন

ক্ষৌর-ব্যবসায়ী ছিলেন। ইনি চিত্রবিদ্যায় খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছিলেন। ইনি "রয়েল একাডেমি" নামক রাজকীয় শিল্পবিদ্যালয়ে যত ছবি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ২৫৯ খানা অদ্ভুত প্রতিভাব্যঞ্জক। দরিদ্রসন্তান স্বীয় পরিশ্রম ও অধ্যবসায়গুণে কতদূর উন্নতি লাভ করিতে পারে, টার্ণার তাহার এক জ্বলন্ত উদাহরণ। জন্ম ১৭৭৫ খৃঃ, মৃত্যু ১৮৫১।

* সার জসুয়া রেণল্ডস্—৪৯ পৃঃ দেখ।

† জন্ ফিল্‌পট্ কারান্—আয়ার্লণ্ড দেশীয় ব্যারিষ্টার ও পার্লিমেণ্টের সভ্য। এই সুবক্তা যে কোন বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন,তাহাতেই বাগ্মীতার মাধুর্য্য, উচ্চতা ও সহমর্ম্মিতাগুণে জয়লাভ করিতেন। জন্ম ১৭৫০ খৃঃ, মৃত্যু ১৮৭১ খৃঃ।

‡ ডানিয়েল্ ওয়েবষ্টার—যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ ও সুবক্তা। ইনি ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুদ্ধে স্বদেশবাসীদিগকে সর্ব্বদা প্রোৎসাহিত করিতেন। যুক্তরাজ্যের অধিনায়কতার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। জন্ম ১৭৮২ খৃঃ, মৃত্যু ১৮৫২ খৃঃ।

§ উইলিয়ম ইউয়ার্ট গ্লাড্‌ষ্টোন্—ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ ও সুবক্তা। ইনি অতিশয় পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান, বিদ্বান্ ও নিয়মনিষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেন, এবং রাজমন্ত্রীপদে পুনঃ পুনঃ অধিষ্ঠিত হইয়া দক্ষতাসহকারে কার্য্য করিয়াছেন। জন্ম ১৮০৯ খৃঃ, মৃত্যু ১৮৯১ খৃঃ।

করিয়া জন্মোৎসব প্রতিষ্ঠা করিতেন; রাজনীতি শাস্ত্রে,—বিস্‌মার্ক, * লর্ড লিণ্ড্‌হার্ষ্ট, † রাজমন্ত্রী পামার্ষ্টন্, ‡ ব্রুহাম্ § ইত্যাদি; ধর্ম্মোপদেশে—কাল্‌ভিন্ ¶ জন্ নকস্ (১)

---

* এড্‌ওয়ার্ড লিওপোল্ড্ বিসমার্ক—প্রুসিয়াদেশীয় বিখ্যাত স্বদেশবৎসল ও রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত। ইনি জর্ম্মণদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, প্রুসিয়াদেশকে জ... ...দিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। জন্ম ১৮১৪ খৃঃ, মৃত্যু ১৮৯৮ খৃঃ।

† লর্ড লিণ্ড্‌হার্ষ্ট—প্রসিদ্ধ ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞ, জজ ও পার্লিমেণ্টের সভ্য। ইনি যত দিন মহাসভার সভ্য ছিলেন, সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বদাই রক্ষণশীল দলের প্রতিপোষকতায় বক্তৃতা করিতেন। জন্ম ১৭৭২ খৃঃ, মৃত্যু ১৮৬৩ খৃঃ।

‡ লর্ড পামার্ষ্টন—ইংলণ্ডের বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ ও সুবক্তা। ইনি অতিশয় প...রিশ্রমী, কার্য্যদক্ষ, বুদ্ধিমান ও তেজস্বী ছিলেন। ১৮৫৫খৃঃ ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সুখ্যাতি সহকারে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। জন্ম ১৭৮৪ খৃঃ, মৃত্যু ১৮৬৫ খৃঃ।

§ লর্ড ব্রুহাম্—স্কটলাণ্ড দেশীয় প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ, দেশহিতৈষী, সুবক্তা ও সংস্কারক। ইনি দাসত্ব-ব্যবসায় উচ্ছেদ ও জনসাধারণ মধ্যে শিক্ষা বিস্তার কার্য্যে বহু পরিশ্রম ও বহু যত্ন করিয়াছিলেন। জন্ম ১৭৭৮ খৃঃ, মৃত্যু ১৮৬৮ খৃঃ।

¶ জন্ কালভিন্—ফ্রান্স্ দেশীয় বিখ্যাত ধর্ম্মসংস্কারক এবং "কালভিনিষ্ট" ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি পরিশ্রম ও অধ্যবসায়গুণে স্বীয় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মত ৯ খণ্ড পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। জন্ম ১৫০৯ খৃঃ, মৃত্যু ১৫৬৪ খৃঃ।

হিউ লাটিমার, * আইজাক্ ব্যারো, † জন্ বুনিয়ান্, ‡

---

(১) জন্ নকস্—স্কট্‌লাণ্ড দেশীয় ধর্ম্মসংস্কারক। ইনি স্বীয় ধর্ম্ম-মতের জন্য বহু কষ্ট ও যাতনা সহ্য করিয়া, নানাস্থান পর্য্যটন পূর্ব্বক, ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। জন্ম ১৫০৫ খৃঃ, মৃত্যু ১৫৭২ খৃঃ।

* হিউ লাটিমার—ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক। রক্তপিপাসু মেরীর রাজত্ব সময়ে, ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনে অস্বীকৃত হওয়াতে, রিড্‌লি নামক অন্য একজন ধর্ম্মযাজকের সঙ্গে, ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে ইহাকে জীবিতাবস্থায় দগ্ধ করা হইয়াছিল। ইনি সমাবস্থ ভ্রাতা রিড্‌লিকে মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "ভ্রাতঃ আশ্বস্ত হও, আমরা ঈশ্বরানুগ্রহে অদ্য ইংলণ্ডে এরূপ একটী দীপ জ্বালিতেছি, যাহা কখনও নির্ব্বাপিত হইবে না।" জন্ম ১৪৭২ খৃঃ।

† আইজ্যাক্ ব্যারো—ইংলণ্ডের শীর্ষস্থানীয় শাস্ত্রজ্ঞ ও গণিতশাস্ত্রবিদ্। ইনি সার্ আইজাক্ নিউটনের অধ্যাপক ছিলেন। ইহার ধর্ম্মবিষয়িনী বক্তৃতা সকল এত সুরুচিপূর্ণ ও মনোহারিণী হইত যে, তচ্ছ্রবণে কেহই মুগ্ধ ও উন্নীত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। জন্ম ১৬৩০ খৃঃ, মৃত্যু ১৬৭৭ খৃঃ।

‡ জন্ বুনিয়ান্—বিখ্যাত ইংরেজ ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ ও গ্রন্থকার। প্রধান গ্রন্থ "তীর্থ যাত্রীর ক্রমোন্নতি" (Pilgrim's Progress) এতৎপ্রণীত ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ সকল সর্ব্বত্র সমাদৃত। জন্ম ১৬২৮ খৃঃ, মৃত্যু ১৬৬৮ খৃঃ।

হোয়াইট্‌ফিল্ড, * ওয়েস্‌লি, † আনড্রু, ‡ ফুলার, ‡ অডাম্‌-ক্লার্ক § ইত্যাদি।

---

* জর্জ হোয়াইট্‌ফিল্ড্‌—প্রসিদ্ধ ইংরেজ ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ ও সংস্কারক। ইনি এবং ওয়েস্‌লি "মেথডিষ্ট" ধর্ম্ম সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন। ইনি ইংলণ্ডে ও আমেরিকাতে কারাগারে, মদিরাগৃহে, মাঠে মাঠে ও পথে পথে এরূপ তেজস্বিনী ও মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করিতেন যে, লোক সকল দলে দলে কুপথ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাশ্রয় গ্রহণ করিত। জন্ম ১৭১৪ খৃঃ, মৃত্যু ১৭৭০ খৃঃ।

† সামুয়েল ওয়েস্‌লি—বিখ্যাত ইংরেজ ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ ও সংস্কারক। ইনি হোয়াইট্‌ফিল্ডের সঙ্গে একত্র হইয়া "মেথডিষ্ট" ধর্ম্মসম্প্রদায় সংস্থাপন করেন এবং এই সম্প্রদায়ের প্রবর্দ্ধনার্থ ইংলণ্ড, ওয়েল্‌স্‌, স্কটলণ্ড ও আয়ার্লণ্ডে অদ্ভুত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছিলেন। এতৎকৃত "যীশুখৃষ্টের জীবনী" ও "বাইবেলের উত্তরখণ্ডের ইতিহাস" অতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল। জন্ম ১৬৫৮ খৃঃ, মৃত্যু ১৭৩৫ খৃঃ।

‡ আনড্রু ফুলার—ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক। ইনি "ব্যাপ্টিষ্ট" ধর্ম্মপ্রচারক সম্প্রদায়ের সম্পাদকতা কার্য্য বহু দিন অতি দক্ষতা সহকারে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। ইনি কৃষক-সন্তান হইয়াও স্বীয় পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও চরিত্রগুণে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন। জন্ম ১৭৫৪ খৃঃ, মৃত্যু ১৮১৫ খৃঃ।

§ আডাম্‌ ক্লার্ক্‌—ইংলণ্ডের বিখ্যাত ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ, প্রাচ্যভাষাবিদ্‌ ও প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ। এই মহাত্মা ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশ্যে যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য করিয়াছিলেন, তদ্বিবরণ পাঠ করিয়া ইঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া পারা যায় না। জন্ম ১৭৬২ খৃঃ, মৃত্যু ১৮৩২ খৃঃ।

প্রসিদ্ধ কবি-শিরোমণি মিল্টন্ * বলিয়াছেন,—"ছাত্রদিগকে অসি-সঞ্চালন শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য; তাহাতে শরীর দীর্ঘ ও লঘু হয়, স্বাস্থ্য ও বল বৃদ্ধি হয় এবং নির্ভীকতা ও তেজস্বিতা জন্মে।" ডানিয়েল্ ম্যালথস্ † তাঁহার পুত্রকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন,—"পদার্থবিদ্যা ও শিল্পশাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া যেরূপ চিত্তকে শুদ্ধ ও সন্তুষ্ট রাখিবে, তদ্রূপ হস্তপদাদি সজোরে সঞ্চালনপূর্ব্বক তেজস্কর ব্যায়াম দ্বারা মনকে আনন্দিত করিবে। তুমি ব্যায়ামে বিলক্ষণ নৈপুণ্য লাভ কর, আমার এরূপ ইচ্ছা; কারণ, সুস্থ ও সবল ব্যক্তিগণই কঠিন অধ্যয়ন-জনিত মানসিক সুখ উপভোগ করিতে সমর্থ হয়।"

* জন্ মিল্টন্—ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় বিদ্বান্ কবি। ইঁহার বিদ্যা ও জ্ঞানের গভীরতা ইয়ত্তা করা অসাধ্য। এতৎপ্রণীত গ্রন্থসমূহ অত্যুজ্জ্বল রত্নে পরিপূর্ণ। "স্বর্গচ্যুতি" "স্বর্গের পুনঃপ্রাপ্তি," "বিষণ্ণ ব্যক্তি," "প্রসন্ন ব্যক্তি," "কোমস্," "লিসিডাস্," "সাম্‌সন এগোনিষ্টিস্," "আরিয়ো-প্যাজিটিকা" প্রভৃতি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত। জন্ম ১৬০৮ খৃঃ, মৃত্যু ১৬৭৪ খৃঃ।

† ডানিয়েল্ ম্যাল্‌থস্—ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ ও গ্রন্থকার। রবার্ট ম্যাল্‌থসের পিতা। ইনি সর্ব্বদা রবর্টকে নীতিমূলক উপদেশ দিতেন, এবং যে পথে গমন করিলে জীবনের সদ্ব্যবহার ও যথার্থ উন্নতি লাভ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে নানা কথোপকথন উদ্ভাবন করিয়া, পুত্রের চিত্ত সেইদিকে আকর্ষণ করিতেন। জন্ম ১৭৩০ খৃঃ, মৃত্যু ১৭৯৬ খৃঃ।

প্রসিদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ জেরিমি টেলার্ * বলিয়াছেন, "আলস্য পরিত্যাগ কর। শরীর কার্য্যশূন্য এবং মন চিন্তাশূন্য থাকিলে, অনিষ্টকারী ভোগ-বিলাস-স্পৃহা দ্বারা অন্তঃকরণ আক্রান্ত হয়। অলস সুস্থকায় ব্যক্তিগণ কখনই বিশুদ্ধ থাকিতে পারে না। শারীরিক পরিশ্রম অত্যন্ত উপকারী, উহা পাপাশক্তি নিবারণের অমোঘ উপায়।"

প্রসিদ্ধ রাস্‌কিন্ † বলিয়াছেন,—"যদি কোন ব্যক্তিকে নিরাশা বা অদৃষ্ট-চিন্তায় আক্রমণ করে, তিনি যেন তৎক্ষণাৎ তাঁহার কোদাল লইয়া নিজ বাগানের দিকে বহির্গত হন, এবং এক ঘণ্টা তথায় কার্য্য করেন। তাহা হইলে তিনি নূতন আশা ও উৎসাহের সহিত পুনর্ব্বার তাঁহার আপন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবেন। যখন কোন কার্য্য না থাকে, তখন প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বীয় বাগানের কার্য্য করা উচিত।" ওয়াটারলু-যুদ্ধ

---

* জেরিমি টেলার্—ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ ও গ্রন্থকার। প্রধান গ্রন্থ—"বিবেক বৃত্তান্ত," "মহতাদর্শ", "পবিত্রভাবে জীবন ধারণ ও মৃত্যু প্রাপ্তি।" এই মহাত্মার বক্তৃতা ও গ্রন্থের ভাষা এত সুললিত, পবিত্র ও মনোরম যে, সেই ভাষাকে ছন্দোবিহীন কবিতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জন্ম ১৬১৩ খৃঃ, মৃত্যু ১৬৬৭ খৃঃ।

† জন রাস্‌কিন—আধুনিক বিখ্যাত ইংরেজ গ্রন্থকার ও সমালোচক। এতৎকৃত "আধুনিক চিত্রকরগণ," "ভিনিসের প্রস্তরসমূহ," "স্বর্ণ-নদী-রাজ," প্রভৃতি অতি তেজস্বিনী ও উন্নত ভাষায় রচিত ও সর্ব্বত্র সমাদৃত। জন্ম ১৮১৯ খৃঃ, মৃত্যু ১৮৯০ খৃঃ।

জেতা বীরবর ডিউক অব্ ওয়েলিংটন * স্বয়ং বলিয়াছেন, "ইটন কলেজের ক্রীড়াস্থানেই † আমি ওয়াটারলু-যুদ্ধ জয়লাভ করিয়াছিলাম।"

ফলতঃ ইংলণ্ডের ক্রীড়া-ভূমিতে যে শারীরিক শিক্ষা লাভ হয়, তাহা দ্বারাই অনেক ব্যক্তি মহাসভা-গৃহে, সাংসারিক কার্য্যে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভের জন্য কতক পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া আসিয়া থাকেন। ইংরেজ জাতি এতই ক্রীড়াসক্ত যে, তাঁহাদের যে ক্রীকেট্ খেলা, নৌকাচালন প্রভৃতি দ্বারা ইংলণ্ডে সহস্র সহস্র লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, সেই খেলাগুলি তাঁহারা যেখানে যান, সেখানেই তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করে।

আমাদের দেশে কয়টী শিক্ষিত লোক আছেন, যাঁহারা গ্ল্যাড্ষ্টোন্ ‡ সাহেবের ন্যায় বৃক্ষচ্ছেদন করিয়া জন্মদিন প্রতিষ্ঠার্থ উৎসব করিতে পারেন? অথবা যাঁহারা ক্রীড়াভূমিতে যাইয়া ব্যায়াম করেন? বা ব্যায়াম শিক্ষার্থীদিগকে উৎসাহ দান

---

* ডিউক অব্ ওয়েলিংটন্—ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ সৈন্যাধ্যক্ষ ও রাজ-নীতিজ্ঞ। ইনি ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে সিন্ধিয়াবাজকে আসাই যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছেন এবং ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে মহাবীর নেপোলিয়ানকে ওয়াটরলুর যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া জগদ্বিখ্যাত ও চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। জন্ম ১৭৬৯ খৃঃ, মৃত্যু ১৮৫২ খৃঃ।

† অর্থাৎ ইটন কলেজের ক্রীড়াস্থানলব্ধ শারীরিক স্বাস্থ্য, বল ও ক্ষিপ্রকারিতাই ভাবী ওয়াটারলু যুদ্ধে জয়লাভের কারণ হইয়াছিল।

‡ ৭১ পৃষ্ঠা দেখ।

করেন? কিংবা কোদাল হস্তে লইয়া নিজ বাগানে এক ঘণ্টা কার্য্য করেন? অথবা কোন শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্য নিয়মিত রূপে প্রতিদিন নির্ব্বাহ করেন?

কার্য্যকলাপ দেখিলে বোধ হয় যে, এই দুর্ভাগ্য দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ শারীরিক ব্যায়াম একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়াই বোধ করেন না। সাধারণ লোক সকল স্বাস্থ্যরক্ষার অতি সামান্য নিয়মাদি পর্য্যন্ত জানে না। পিতামাতাও এ সম্বন্ধে কিছু-মাত্র মনোযোগ দেন না। তাঁহারা মনে করেন, পুত্র যদি বিদ্বান্ হইয়া গবর্ণমেণ্টের অধীনে কোন পদে নিযুক্ত হইল, তবেই যথেপ্সিত জীবনের কার্য্য হইয়া গেল। কিন্তু এদিকে হতভাগ্য পুত্র যে কঠিন মানসিক শ্রমে আপন শরীর অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিল, সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। পুত্রোপার্জ্জিত অর্থে বৃদ্ধ-কালে সুখভোগ করিবেন, এরূপ উচ্চ আশা হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছেন, এমন সময় ভীষণ মৃত্যু প্রিয়তম পুত্রকে হরণ করে; তখন তাঁহারা সংসার অন্ধকারময় দেখেন এবং জীবনের অবশিষ্ট সময়টুকু অশ্রুপাত করিতে করিতে অতিবাহিত করেন।

এক্ষণে, জিজ্ঞাস্য এই যে, পিতামাতাই বরং স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাদি জানিতেন না; পুত্র নিজেই ত স্বাস্থ্যরক্ষার আবশ্যকতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন, তবে কেন নিজ শরীরের প্রতি যত্ন করিলেন না? আধুনিক শিক্ষিতবৃন্দের মধ্যে, এমন ব্যক্তি নাই, যিনি শারীরিক স্বাস্থ্যের উপকারিতা না জানেন। কিন্তু জানিলে কি হইবে? জানা এক কথা, ও

তদনুযায়ী কার্য্য করা আর এক কথা। এ দেশের শিক্ষিত লোকদিগের নিয়ম এই যে, তাঁহারা জানিয়া শুনিয়াও নিজের মস্তকে কুঠারাঘাত করিবেন। কলিকাতা থিয়েটার গৃহে যাও, সার্কাসে যাও, পূর্ব্ববঙ্গ-রঙ্গ ভূমিতে যাও, দেখিবে জনতার জন্য প্রবেশ করা যায় না; কিন্তু যে রঙ্গভূমিতে গেলে বিলাসিতা চরিতার্থের জন্য রাত্রি জাগরণ করিয়া স্বাস্থ্য-ভঙ্গ করিতে হয় না, অথচ শারীরিক উন্নতি সাধন হয়, সেখানে লোক দেখিতে পাইবে না; শনিবার দুইটার সময় হাই স্কুল ও কলেজ ছুটী হয়, অমনি ছোট ছোট দুই চারিটি ছেলে ব্যতিরেকে, আর সকলেই পুস্তক হাতে করিয়া আপনাপন গৃহে প্রস্থান করে। যে কয়টী ছেলে খেলা করিবার জন্য থাকে, তাহাদিগকেই বা দেখে কে? তাহারা দর্শক-বিহীন ক্রীড়া-ভূমিতে নিজের সাধ মিটাইয়া, কিয়ৎকাল পরে গৃহে চলিয়া যায়।

থিয়েটারের জন্য বৃহৎ বৃহৎ গৃহ আছে। বক্তৃতা ও সভাধিবেশনের জন্য প্রকাণ্ড হল্* আজকাল অনেক স্থানেই নির্ম্মিত হইয়াছে ও হইতেছে; কিন্তু শিক্ষিত-সম্প্রদায় শারীরিক ব্যায়াম করিতে পারেন, দশ বিশটী শিক্ষিত লোক একত্র হইয়া স্বাস্থ্যোপযোগী নানাবিধ খেলায় চিত্তবিনোদন করিতে পারেন, এরূপ স্থান এখন পর্য্যন্ত একটী মাত্রও নির্ম্মিত হয় নাই।†

---

* হল্—কোঠা, অট্টালিকা।

† কলিকাতা এবং অপরাপর স্থানে সংপ্রতি ছাত্রদিগের জন্য এক একটী বৃহৎ ক্রীড়া-স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

কোন কোন স্কুল ও কলেজে (তাহার সংখ্যাও নিতান্ত কম) জিম্‌নাসিয়ম্ * ও জিম্‌নাষ্টিক-শিক্ষক † আছে বটে ; কিন্তু তথায় অতি অল্প ছাত্রই ব্যায়াম শিক্ষা করে ; শিক্ষিত লোকগণ তথায় যাওয়া সম্বন্ধে স্বপ্নেও ভাবেন না।

অধুনা ভারতবাসিগণ ইংরেজদিগের অনুকরণে স্ত্রীলোক দ্বারা নাটকাভিনয় আরম্ভ করিয়াছেন, প্রকাণ্ড হলের মধ্যে বড় বড় বক্তৃতা দিতেছেন, রাজনীতির চর্চ্চা করিতেছেন ; কিন্তু সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলীভূত কারণ যে শরীর, তদুন্নতি সাধন জন্য কেহ একটা অঙ্গুলিও নাড়িতেছেন না। শিক্ষিত-সম্প্রদায় যদি একান্তমনে শারীরিক উন্নতির জন্য যত্নশীল হন, তবে তাঁহাদিগের অনুকরণ করিতে দেশের সমস্ত লোক যে প্রস্তুত হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইংরেজদিগের কুৎসিত আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিতে ভালবাসেন, কিন্তু তাঁহাদের উত্তম কার্য্য সমূহের দিকে একবার নেত্রপাতও করেন না। তাঁহারা অনেকেই সুরা-সেবনে বিলক্ষণ পটু, কিন্তু স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বায়ু-সেবন করিতে গেলেই সময় নষ্ট হয় !

যে পর্য্যন্ত প্রত্যেক স্কুলের শিক্ষকগণ ছাত্রদিগের সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া ব্যায়াম শিক্ষা না দিবেন, যত দিন পর্য্যন্ত

* জিম্‌নাসিয়ম্—ব্যায়াম শিক্ষার স্থান। যেখানে ব্যায়াম শিক্ষার নানাবিধ উপকরণ থাকে।

† জিম্‌নাষ্টিক শিক্ষক—যিনি ব্যায়াম শিক্ষা দেন।

শিক্ষিত সম্প্রদায় এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ না করিবেন, তত দিন কিছুতেই এই দেশের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয় কেবল পুস্তকে পাঠ করিলে কি হইবে? তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে শারীরিক ব্যায়ামের প্রয়োজন। অনেক যুবক ইংলণ্ড গমন পূর্ব্বক মানসিক শিক্ষাতে সহস্র সহস্র ইংরেজকে পরাস্ত করিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু এমন লোক কয়টী আছেন, যাঁহারা শারীরিক স্বাস্থ্য, বল ও ক্ষিপ্রকারিতায় ইংলণ্ডের কোন বলিষ্ঠ ব্যক্তির সমকক্ষ হইতে পারেন?

আমেরিকা দেশের বিজ্ঞানশাস্ত্র-বিশারদ জনৈক মহাত্মা বলিয়াছেন,—"পরিণত বয়সে, অনেক রোগ-যন্ত্রণা সহ্য করিয়া, স্বাস্থ্য ও শরীরের মূল্য সম্বন্ধে আমি যাহা শিক্ষা করিয়াছি, তাহা যদি যৌবন কালে শিক্ষা করিতাম, তবে আমার শরীর দ্বিগুণ কর্ম্মক্ষম ও মন দ্বিগুণ তেজস্বী হইত। কিন্তু কলেজে অধ্যয়ন সময়ে, আমার অধ্যাপকগণ চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির গতি সম্বন্ধে এত সাবধানে শিক্ষা দিতেন, যেন আমি তাহা না জানিলে ঐ সকল জ্যোতিষ্ক বর্ত্মচ্যুত হইয়া ভূতলশায়ী হইবে। কিন্তু আমার আপন শরীরের গঠন কি প্রকার, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি কিরূপে সঞ্চালন করিলে শরীর সুস্থ থাকে, তদ্বিষয়ে একটী কথাও কেহ আমাকে বলেন নাই; ইহা অপেক্ষা অসঙ্গত ও অনিষ্টকর শিক্ষা আর কি হইতে পারে?"

আমাদের ভারতবর্ষেও শিক্ষার রীতি এইরূপই বটে; এখনও যদি শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সাবধান না হইবেন, এখনও যদি

স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া শরীরের প্রতি যত্ন না করিবেন ও অন্যকে দৃষ্টান্ত দ্বারা এ বিষয়ে শিক্ষা না দিবেন, তবে এ দেশের আর মঙ্গল নাই, নিশ্চয়ই জানিতে হইবে। সম্প্রতি শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ এই বিষয়ে মনোযোগী হইয়া বঙ্গ-বিদ্যালয়ে 'স্বাস্থ্যরক্ষা' প্রভৃতি পুস্তক পাঠ্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত ইংরেজী বিদ্যালয়ে ঐ প্রকার কোন পুস্তক পাঠ্য না হয়, সে পর্য্যন্ত কোন সুফল ফলিবার সম্ভাবনা দেখা যায় না।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে পুস্তক পাঠ না করিলে, হয়ত স্বাস্থ্যরক্ষা করা যায় না; কিন্তু তাহা নহে। প্রত্যেক শিক্ষক যদি স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি ছাত্রদিগকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়া, তদনুসারে আজীবন কার্য্য করিবার উপদেশ দেন, তাহাতেও অনেক উপকার হইতে পারে, কারণ, বাল্যকালে শিক্ষকের উপদেশে অধিক উপকার হয়, এবং তাহার প্রভাব বহুদিন পর্য্যন্ত অন্তরে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু এই হতভাগ্য দেশের এতই দুরবস্থা হইয়াছে যে, কি শিক্ষক, কি মাতা পিতা, কি শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, কাহারও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে আগ্রহ নাই। নিজে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম প্রতিপালন করিবেন না, সে বিষয়ে উৎসাহ দিবেন না, উপদেশ দিবেন না, তবে বালকগণ কিরূপে স্বাস্থ্যরক্ষা শিক্ষা করিবে?

স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম সকল অতি সহজ এবং অনায়াসে অভ্যাস করা যাইতে পারে। নিম্নে কয়েকটী প্রধান নিয়ম অতি সংক্ষেপে দেওয়া গেল।

প্রথম নিয়ম—(ক) আহার

আহার সম্বন্ধে অত্যন্ত সাবধান হওয়া আবশ্যক। প্রতিদিন যথা সময়ে, সন্তুষ্টচিত্তে, পরিমিত আহার করিয়া পরিতৃপ্ত থাকিতে যত্ন করা উচিত। যিনি সন্তুষ্টচিত্তে পরিমিত আহার করেন, তিনি অনেক রোগ হইতে মুক্ত থাকেন। খাদ্যদ্রব্য বলকারক ও পুষ্টিকর হওয়া আবশ্যক। কাহার শরীর কিরূপ আহারে সুস্থ থাকে, তাহা তিনি নিজে যেমন বুঝিতে পারেন, অন্য কেহই সেরূপ পারে না; অতএব এ বিষয়ে উপদেশ দেওয়া অসম্ভব। অপকৃষ্ট, দুর্গন্ধ ও ক্ষতিকর জিনিষ আহার করিলে, অজীর্ণ হেতু নানা রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, এবং অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়।

(খ) পানীয়

অপকৃষ্ট বস্তু আহারে যেমন নানাবিধ পীড়া হয়, তদ্রূপ পানীয় জল অপরিষ্কৃত বা অপকৃষ্ট হইলেও তাহাতে নানা রোগ জন্মে। আমাদের দেশে যে ওলাউঠা প্রভৃতি মারাত্মক রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, অনেক স্থলে জলের দোষই তাহার মূল কারণ। কত কত পল্লীগ্রাম,—এমন কি, অনেক নগরও—এই প্রকার আছে যে, তথায় কার্ত্তিক মাসের পর হইতে আর ভাল জল পাওয়া যায় না। কাজেই দূষিত ও অপরিষ্কৃত জল পান করিয়া নানাবিধ রোগ জন্মে। আমাদের দেশে অনেক জমিদার আছেন, যাঁহারা যাত্রা-গানে, নাচে, নাটকে, সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতে

কুণ্ঠিত হন না; কিন্তু প্রজাদিগের জন্য পরিষ্কৃত পানীয় জলের ব্যবস্থা করিতে হইলে, হয়ত অনেকেই তাহাদিগকে বলেন, "তোমরা নিজে চাঁদা করিয়া একটী পুষ্করিণী খনিত করিয়া লও।"

সর্ব্বদাই বিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত জল পান করা উচিত আজকাল অনেকেই চারিটী কলসী দ্বারা ফিল্টার তৈয়ার করিয়া থাকেন, এবং ঐরূপ ফিল্টারই জনসাধারণের পক্ষে উত্তম জিনিষ। ফিল্টারে দেওয়ার সময়, জলটা উত্তপ্ত করিয়া লইলে, আর কোন ভয়ই থাকে না; তাহাতে জলের সকল প্রকার অপকারিতা বিনষ্ট হয় এবং জলও উত্তমরূপে পরিষ্কৃত হয়। এই প্রকার জল পান করিলে, কোন পীড়া হইবার সম্ভাবনা থাকে না। যে সকল স্থানে উত্তম ও নির্ম্মল জল পাওয়া যায় না, সেখানে ফিল্টারের জল ব্যতিরেকে অন্য কোন জল পান করা কখনও উচিত নহে। যেখানে ভাল জল পাওয়া যায়, সেখানেও ফিল্টার দ্বারা তাহা বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া উচিত, কারণ, তাহাতে জল পরিষ্কৃত ও নির্দ্দোষ হয়।

করুণাময় ঈশ্বর-প্রদত্ত নির্ম্মল বারি ব্যতীত, কোন উগ্র বস্তু পান করা কদাচ উচিত নহে। কিন্তু অধুনা কোন কোন সভ্যদেশের লোকগণ, জলপানে পরিতৃপ্ত না হইয়া, সুরাপান করেন, ও তৎসঙ্গে নানা প্রকার কুৎসিত ব্যবহার ও পাপাচরণে প্রবৃত্ত হন। এই ভারতেও ইংরেজী সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, ইংরেজ জাতির গুণের বিস্তার হউক কি না হউক, সুরাপানের বিস্তার সুন্দররূপেই হইতেছে। এই সুরা-পিশাচী

এমন ভয়ানক ও জঘন্য যে, যে ব্যক্তি ইহাকে একবার আশ্রয় করে, সে ক্রীতদাস অপেক্ষাও ইহার অধিক বশীভূত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ইহার নানাবিধ বিষময় ফল উৎপন্ন হয়,—অকাল মৃত্যুই তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। কত শিক্ষিত ব্যক্তি ইহার দাস হইয়া নানাপ্রকার ঘৃণিত দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন তাহার সংখ্যা করা অসাধ্য। এমন কি, যাঁহাদের দ্বারা দেশের মুখোজ্জ্বল হইবে, তাঁহারাই সুরাপানে আসক্ত হইয়া পশুবৎ আচরণ করিতেছেন! যে দেশের শিক্ষিত লোকগণই এরূপ অহিতাচরণে ও অসদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে প্রবৃত্ত, সে দেশের মঙ্গল কোথায়?

দ্বিতীয় নিয়ম—(ক) স্নান

স্নানের সময় প্রতিদিন গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা শরীরের ময়লা পরিষ্কার করা উচিত, নতুবা শরীরের লোমকূপ সকল রুদ্ধ হইয়া গেলে, নানা রোগ জন্মিতে পারে। সাধারণতঃ শীতল জলে স্নান করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু শরীর যখন সামান্যরূপ অসুস্থ বা দুর্ব্বল হয়, তখন উষ্ণ জল শীতল করিয়া স্নান করিলে অনেক উপকার হয়। স্নান দ্বারা মস্তিষ্ক শীতল, শরীর পরিষ্কৃত, মন বিশুদ্ধ ও স্ফূর্ত্তিপূর্ণ হইয়া থাকে।

(খ) পোষাক

পোষাক সর্ব্বদাই পরিষ্কৃত হওয়া উচিত। মলিন পোষাক পরিধান করিলে নানা প্রকার চর্ম্মরোগ হয় এবং মন নিস্তেজ

ও অসার বোধ হয়। পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান করিলে, কেবল যে স্বাস্থ্য উত্তম থাকে এমন নহে, চিত্তের প্রসন্নতা এবং তেজস্বিতাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

(গ) শয্যা।

শয্যা নিতান্ত কোমল হওয়া কখনই বিধেয় নহে। কোমল শয্যাতে শয়ন করিলে নানা প্রকার পীড়া জন্মে। শয্যা পরিষ্কৃত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। অপরিষ্কৃত শয্যায় শয়ন করিলে মনের স্ফূর্ত্তি হয় না এবং চর্ম্মরোগ নিশ্চয়ই জন্মে। শয্যায় যাইয়া প্রথমতঃ দক্ষিণপার্শ্বে শয়ন করিবে এবং ঈশ্বরের নাম করিয়া হৃষ্টচিত্তে কোন ধর্ম্মবিষয়ক চিন্তা করিতে করিতে, নিদ্রাতে নিমগ্ন হইবে।

তৃতীয় নিয়ম—বায়ুসেবন

জ্ঞানিগণ বায়ুকে জগৎ-প্রাণ বলিয়াছেন; কারণ, পৃথিবীর কোনও প্রাণী ইহা ব্যতিরেকে ক্ষণকালও বাঁচিতে পারে না। আহার না পাইলে আমরা কিছুদিন জীবিত থাকিতে পারি, জলপান না করিয়াও কয়েকদিন বাঁচিয়া থাকা যায়; কিন্তু বায়ু ভিন্ন এক মুহূর্ত্তও আমরা জীবন ধারণ করিতে পারি না।

বাসগৃহ যত প্রশস্ত ও আলোকময় হয়, ততই ভাল; কারণ বায়ু-রুদ্ধ ও অন্ধকার গৃহ স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। বাসগৃহের চতুর্দ্দিক পরিষ্কৃত রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

প্রতিদিন, প্রত্যুষে ও সন্ধ্যাকালে, ভ্রমণে বহির্গত হইয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা নিতান্ত উচিত। তাহাতে কেবল যে শারীরিক ব্যায়াম হয় এরূপ নহে, কিন্তু মনও তাহাতে সতেজ ও হয় এবং মস্তিষ্ক শীতল থাকে।

চতুর্থ নিয়ম—ব্যায়াম

প্রতিদিন যাহাতে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সঞ্চালন হয়, এরূপ কোন শ্রমজনক কার্য্য করা উচিত ; নতুবা উত্তম ক্ষুধা, সুনিদ্রা, অথবা চিত্তের প্রসন্নতা হয় না, এবং নানা রোগ আসিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে আক্রমণ করে। ব্যায়াম বিনা শরীর বলিষ্ঠ ও কর্ম্মিষ্ঠ হয় না ; কারণ, মাংসপেশী সকল দৃঢ় ও সবল না হইলে, শরীর শ্রমসহিষ্ণু হইতে পারে না। অশ্বারোহণ উৎকৃষ্ট ব্যায়াম, কিন্তু সর্ব্বোপযোগী নহে ; তৎপরে ভ্রমণ,—ইহা ধনী, দরিদ্র, সকলের পক্ষেই সহজ ও সম্পূর্ণ ইচ্ছায়ত্ত, যিনি ইচ্ছা করেন, তিনিই প্রাতে ও বৈকালে ভ্রমণ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে পারেন। সন্তরণ, মুদ্গর সঞ্চালন প্রভৃতি ইহার পরের শ্রেণীভুক্ত।

যদি কোন প্রকার ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা হয়, তবে এরূপ ক্রীড়াতে নিযুক্ত হওয়া উচিত, যাহাতে শরীরের চালনা হয়। তাস, পাশা প্রভৃতি ক্রীড়াতে সময় বৃথা ক্ষেপণ করা কখনই উচিত নহে।

পঞ্চম নিয়ম—নিদ্রা

জ্ঞানিগণ বলেন, সাত ঘণ্টা নিদ্রা দ্বারা আমাদের স্বাস্থ্য অতি সুন্দররূপে রক্ষিত হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, ছয় ঘণ্টা নিদ্রাই যথেষ্ট। দিবা-নিদ্রা পরিত্যাগ করিতে সকল দেশের জ্ঞানিগণ একবাক্যে উপদেশ দিয়াছেন। দিবা-নিদ্রায় শরীর অসুস্থ, মন নিস্তেজ এবং আয়ুক্ষয় হয়; অতএব দিবা-নিদ্রা সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য। অধিক রাত্রি জাগরণ না করিয়া, নিয়মিত সময়ে পরিষ্কৃত শয্যায় শয়ন করিবে; অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিবে; ঈশ্বরের নাম লইয়া, ভ্রমণে বহির্গত হইবে; এই নিয়ম যাবজ্জীবন প্রতিপালন করিবে।

যে কয়েকটী নিয়মের উল্লেখ করা গেল, ইহার প্রত্যেক নিয়ম প্রতিপালন করিবার সময়ে, এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহার কোন বিষয় অত্যধিক বা অত্যল্প হইলেই স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইবে। যাহার যে পরিমাণ আহার করা উচিত, তাহার অধিক বা অল্প হইলেই অসুস্থতা আসিবে। নিদ্রা, পান, ব্যায়াম প্রভৃতি সম্বন্ধেও ঠিক ঐরূপ। আহার, বিহার, পরিচ্ছদ প্রভৃতি আপাততঃ অতি সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু ঐ সকল বিষয়ে নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, বিষম অনর্থ ঘটে; কারণ, তাহাতে শরীর দুর্ব্বল ও রোগগ্রস্ত হয় এবং মন নিস্তেজ ও অসার হইয়া পড়ে। ফলতঃ, কোন বিষয়ে অত্যাচার না

করিয়া, যথোচিত পান ভোজন দ্বারা যিনি শরীর সুস্থ ও সবল রাখিতে সমর্থ হন, তিনি হৃষ্টচিত্তে জীবন-পথে অগ্রসর হইতে থাকেন এবং বৃদ্ধ বয়সে বিনা কষ্টে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

২। মানসিক

মানব, শরীর, মন ও আত্মাসংযোগে নির্ম্মিত। কেবল শরীরকে মনুষ্য বলা যায় না এবং কেবল মন বা আত্মাও মানব নামে অভিহিত হয় না। সুতরাং মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিতে হইলে, এই তিন পদার্থের উন্নতি সাধন আবশ্যক। যদিও শারীরিক স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য নিতান্ত বাঞ্ছনীয় ও আদরণীয় পদার্থ বটে, তথাপি তাহারা যদি মানসিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত না হয়, তবে উৎকৃষ্টরূপে ফলোপধায়ক হয় না। আত্মাকে শরীরের প্রভূ ও চালক বলা যাইতে পারে। রুসো* বলিয়াছেন, "শরীর আত্মার দাস স্বরূপ।"

জগৎপাতা জগদীশ্বর মনুষ্যের মন কি নিগূঢ় কৌশল সহকারে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা ভাবিতে গেলে, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। দার্শনিক পণ্ডিতগণ একবাক্যে বলিয়াছেন, "পৃথিবীতে

---

* জীন্ ব্যাপ্‌টিষ্ট্ রুসো—ফ্রান্স্ দেশীয় বিখ্যাত কবি। ইনি চর্ম্মকারপুত্র হইয়াও স্বীয় পরিশ্রম ও অধ্যবসায় গুণে প্রসিদ্ধি লাভে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ভল্‌টেয়ার্ নামক প্রসিদ্ধ কবির সঙ্গে তাঁহার মনোবাদ হওয়াতে, উভয়ের মধ্যে পরস্পর ব্যঙ্গোক্তি ও উপহাসের চূড়ান্ত হইয়াছিল। জন্ম ১৬৭০ খৃঃ, মৃত্যু ১৭৪১ খৃঃ।

মনুষ্যাপেক্ষা কিছু মহত্তর নাই, এবং মনুষ্যেতে মন অপেক্ষা কিছু শ্রেষ্ঠতর নাই।” বস্তুতঃ, মন সম্বন্ধে যতই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা যায়, ততই বিশ্বস্রষ্টার অসীম ও অদ্ভুত জ্ঞানের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং মানসিক শিক্ষার বিশেষ আবশ্যকতা সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। বয়োবৃদ্ধি সহকারে মনোবৃত্তি সকলের ক্রমস্ফুরণ ও বিকাশ হইতে থাকে এবং সুশিক্ষা দ্বারা ক্রমে তাহাদের উন্নতি হয়। মেধা, বুদ্ধিবৃত্তি, তর্কশক্তি, কল্পনাশক্তি প্রভৃতির উন্নতি, বিনা শিক্ষায় সাধিত হইতে পারে না। পিতা, মাতা ও শিক্ষকের উপদেশ, মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন, বাহ্য-জগতের ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণ এবং অভ্যন্তরীণ বৃত্তি সকলকে সৎপথে চালন করাই, মানসিক উন্নতির উপায়। প্রথমেই কেহ অধ্যয়ন করিতে পারে না। প্রথমতঃ উপদেশ আবশ্যক, উপদেশ পাইয়া কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞান হইলে, অধ্যয়নের শক্তি ক্রমে উৎপন্ন হয়। অতএব মানসিক উন্নতিসাধনে উপদেশই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। উপদেশ দুই প্রকার,—গৃহলব্ধ উপদেশ ও বিদ্যালয়-লব্ধ উপদেশ।

আমাদের দেশে গৃহ-লব্ধ উপদেশ বিষয়ে ফলোদয় হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ, মাতা প্রায়শঃ সুশিক্ষিতা নহেন, এবং পিতা সুশিক্ষিত হইলেও, প্রভু সেবাতেই তাঁহাকে প্রায় সমস্ত দিন কাটাইতে হয় বলিয়া, নিজ কার্য্যের সঙ্গে সন্তানদিগের শিক্ষার ভার লইতে পারেন না; সুতরাং তাহারা বিদ্যালয়ে শিক্ষকের নিকট প্রেরিত হয়। কিরূপে শরীর সুস্থ ও সবল

রাখা যায় ? কিরূপে জ্ঞান লাভ করিতে হয় ? পিতা মাতা আত্মীয়বন্ধু ও জন সাধারণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় ? মানব-জীবনের উদ্দেশ্য কি, ও কিরূপে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে হয় ? এই সমস্ত বিষয় বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিয়া সন্তানগণ ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। প্রসিদ্ধ আলেক্‌জাণ্ডারকে * এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মহাশয়, আপনি শিক্ষককে পিতা অপেক্ষা কেন অধিক সম্মান করেন ?" তিনি উত্তর করিলেন, "কারণ পিতা আমাকে জীবন দান করিয়াছেন, কিন্তু শিক্ষক আমাকে সেই জীবনের সদ্ব্যবহার শিক্ষা দিয়াছেন।"

প্রকৃত শিক্ষায় বহু শ্রম, বহু যত্ন ও বহু সময় আবশ্যক হয়।

---

* আলেক্‌জাণ্ডার দি গ্রেট্—মাসিডোনিয়ার অধীশ্বর প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী বীরপুরুষ। ইঁহার জন্মদিনে, হিরষ্ট্রেটস্ নামক এক ব্যক্তি স্বীয় নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য, এফিসস্ নগরের ডায়েনা দেবীর মন্দির ভস্মীভূত করিয়াছিল। এই ঘটনা অনেকে আলেক্‌জাণ্ডারের ভাবী উন্নতিসূচক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইঁহার পিতা দ্বিতীয় ফিলিপ্ বিখ্যাত দার্শনিক আরিষ্টটোল্‌কে ইঁহার অধ্যাপন জন্য নিযুক্ত করেন এবং এই মহাত্মা অতি যত্নে ইঁহার অন্তরে যে ভাবী উন্নতির বীজ বপন করিয়াছিলেন, তদ্গুণেই ইনি নানাবিধ মহৎকার্য্য সম্পাদন করিয়া "মহৎ" (the great) পদবী লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইনি ইজিপ্ট্, পারস্য দেশ, ফিনিসিয়া, পাঞ্জাব প্রভৃতি জয় করিয়া দিগ্বিজয়ী নামে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন। জন্ম ৩৫৬ খৃঃ পূঃ, মৃত্যু ৩২৩ খৃঃ পূঃ।

এ জগতে ঈশ্বর এতই জ্ঞাতব্য বিষয় সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন যে, তাহার কোন একটী বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান লাভ না করিতেই সংক্ষিপ্ত মানব-জীবন শেষ হইয়া যায়। অথচ কেবল একটী বিষয় লইয়া থাকিলে, সকলগুলি মনোবৃত্তির এক সঙ্গে উন্মেষ হয় না। বহুকাল অধ্যয়ন, পর্য্যালোচন এবং বস্তু-নির্ণয়ের দ্বারা মানববুদ্ধি ক্রমে সুতীক্ষ্ণ ও পরিমার্জ্জিত হয়। বিদ্যালয়ে লোকের যথার্থ শিক্ষা হইতে পারে না। শিক্ষা কিরূপে করিতে হয়, তাহার পথ মাত্র প্রদর্শন করিয়া দেওয়া হয়। সেই পথ অবলম্বন পূর্ব্বক, বহু কাল যত্ন ও পরিশ্রম করিলে, যথার্থ শিক্ষা লাভ হইতে পারে। অতএব ছাত্রদিগের শিক্ষার ইচ্ছা ও শক্তি উৎপাদন করাই শিক্ষকের প্রধান কার্য্য।

শিক্ষক-শিরোমণি ডাক্তার আর্ণল্ড্ * ছাত্রদিগকে সকল বিষয় বুঝাইয়া দিতেন না; কিন্তু কিরূপে শিক্ষা করিতে হয়,

---

* ডাক্তার টমাস্ আর্ণল্ড্—এই মহাত্মা বহুদিন রুগ্‌বি স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা ও তৎপরে অক্সফোর্ড বিদ্যালয়ের অধ্যাপকতা করিয়াছিলেন। ইঁহার ন্যায় ছাত্রহিতৈষী উৎকৃষ্ট অধ্যাপক অধুনা নেত্রগোচর হয় না। মানব-জীবনের উদ্দেশ্য কি, কিরূপে এ জীবন সুখপূর্ণ হইতে পারে, কিরূপে উন্নতি লাভ করা যায়, এই সকল হিতকর বিষয়ের উপদেশ, তিনি অতি সদাশয়তা সহকারে, ছাত্রদিগের মনে জ্বলন্ত ভাষায় অঙ্কিত করিয়া দিতেন এবং তাহাদিগের দ্বারা তদনুযায়ী কার্য্য করাইয়া লইতেন। ইঁহার ছাত্রগণ মধ্যে প্রায় সকলেই পরিশ্রম ও অধ্যবসায় গুণে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। জন্ম ১৭৯৫ খৃঃ, মৃত্যু ১৮৪২ খৃঃ।

তাহার পথ দেখাইয়া নিজে পরিদর্শন করিতেন। তাঁহার ছাত্রগণ নিরন্তর পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া শিক্ষা করিত, তিনি কেবল তাহাদিগের শিক্ষার প্রবৃত্তি উদ্দীপিত করিয়া দিতেন। তিনি সতত তাহাদের নিকট, অলসতার দোষ ও পরিশ্রমের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেন এবং যাহাতে তাহাদিগের উৎসাহ ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হয় তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। আমাদের দেশের সমস্ত শিক্ষকগণ যদি আপনাপন ছাত্রের জন্য এই প্রকার যত্ন করেন, যদি তাহাদিগকে শিক্ষার পথ দেখাইয়া দিয়া সতত তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধনে নিযুক্ত থাকেন, তাহা হইলে ছাত্রগণ বিদ্যালয় হইতে অনেক জানিয়া শুনিয়া বাহির হইতে পারে।

শিক্ষকের কার্য্য অত্যন্ত দুরূহ ও দায়িত্বপূর্ণ। কেবল বিদ্বান্ হইলেই সে উত্তম শিক্ষক হয় না। কেহ কেহ সাগর সমান বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াও অন্যকে কি প্রকারে শিক্ষাদান করিতে হয়, তাহা জানেন না। এ কার্য্যের দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর; কারণ, একজন বিচারক, নিজ কর্ত্তব্যতা অবহেলা পূর্ব্বক অবিচার করিয়া, ব্যক্তিবিশেষের মাত্র অনিষ্ট করিতে পারেন; কিন্তু যিনি শিক্ষক হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা করেন, তিনি ভবিষ্য-বংশাবলীর মহান্ অনিষ্ট সাধন করেন। ছাত্রদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই এক একটা ভাবিবংশ-প্রবর্ত্তক; তাহাদিগের জনক জননী বিশ্রব্ধভাবে তাহাদিগকে শিক্ষকের হস্তে বিদ্যাশিক্ষার্থ সমর্পণ করেন; সমুচিত শিক্ষাদান না করিলে তাহাদিগের যে অনিষ্ট হয়, সেই ক্ষতি আর কিছুতেই পূরণ

হইতে পারে না। দণ্ডবিধি আইন, শারীরিক অনিষ্টকারীর প্রতিকার বিধান করিয়াছে বটে; কিন্তু মানসিক অনিষ্টকারীর প্রতি লক্ষ্যও করে নাই। ফলতঃ আত্মশ্লাঘাকারী মূর্খ বৈদ্য যেমন রোগীকে ঔষধ বলিয়া বিষ পান করায়, তদ্রূপ অলস ও মন্দ শিক্ষক ছাত্রদিগকে শিক্ষার নাম দিয়া অসদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে এবং তাহাদিগের অধঃপতনের পথ মুক্ত করিয়া দেয়।

অনেক শিক্ষক, ছাত্রকে পাঠ্যবিষয়ের অর্থ বুঝাইয়া দিলেই কর্ত্তব্য সাধিত হইল মনে করেন, অপর দিকে অনেক ছাত্রও এরূপ বিবেচনা করে, সকল বিষয়ই শিক্ষকের বুঝাইয়া দেওয়া উচিত, যেন তাহাদিগকে অধিক পরিশ্রম করিতে না হয়। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ ডাক্তার আর্ণল্ড * বলিয়াছেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অনুকূল বহুবিধ আলোচ্য বিষয় রহিয়াছে; কিন্তু তাহাদিগকে শিক্ষা করিতে অত্যন্ত পরিশ্রম ও যত্নের আবশ্যকতা হয়; এবম্বিধ শিক্ষালাভে যাহার ইচ্ছা নাই,—যে ব্যক্তি পরিশ্রম না করিয়া কেবল বিলাস সুখ অনুভব করিতে ইচ্ছা করে— তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা অপেক্ষা বরং এণ্ডামান দ্বীপে প্রেরণ করাই উচিত; কারণ তথায় সে আপন যত্ন ও পরিশ্রমের দ্বারা স্বীয় উদরান্নের সংস্থান করিতে বাধ্য হইবে।" ফলতঃ পরিশ্রম ও আন্তরিক যত্ন ব্যতিরেকে, কদাচ যথার্থ মানসিক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

---

* ডাক্তার টমাস্ আর্ণল্ড—৯৪ পৃঃ দেখ।

গ্রন্থোক্ত সিদ্ধান্ত বিবেচনা না করিয়া গ্রহণ করা কখনই উচিত নহে। উহা নীতি ও ধর্ম্মসঙ্গত কি না, বিবেকের অনুমোদিত কিনা, প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে উহার ঐক্য আছে কি না, এই সকল বিষয় অনুসন্ধান পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে যথার্থ ফল লাভ হয়। নতুবা অন্যের লিখিত বিষয় সমূহ বেদবাক্যের ন্যায় সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে, নিজের বুদ্ধিশক্তির পবিচালন হয় না, সুতরাং প্রকৃত উন্নতির দ্বার অবরুদ্ধ থাকে।

তেজস্বিনী জ্ঞান স্পৃহাই সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূলীভূত কারণ। ইচ্ছা যদি সতেজ না থাকে, তবে, কি পাঠশালা, কি স্কুল, কি বিশ্ববিদ্যালয়, কোন স্থানেই কিছু শিক্ষা হইবার সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি স্বীয় আন্তরিক ইচ্ছা বলবতী করিতে পারে, সে সকল অবস্থাতেই মানসিক উন্নতি সাধনে সমর্থ হয়। রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, সকল ব্যক্তিকেই একমাত্র এই পথে গমন করিয়া মনের উন্নতি সাধন করিতে হয়। ইহা ব্যতিরেকে মানসিক উৎকর্ষ সাধনের আর কোনও রাজপথ নাই।

পৃথিবীতে যত বৃহৎ ও অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তৎসমস্তই মানসিক শিক্ষামূলক উৎকর্ষের পরিণাম ফল। কেবল শারীরিক শক্তি দ্বারা সেই সমস্ত কার্য্য কদাচ সম্পন্ন হইতে পারিত না। মানসিক শিক্ষার বলে, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির উপরে নিজ ক্ষমতা বিস্তার করিতে সমর্থ হয়; বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই ক্ষমতা দ্বারাই মূর্খ ও সাধারণ লোকদিগকে নিজ ক্ষমতাধীন করেন, হিতোপদেশ দেন এবং সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত

করেন। 'বিদ্বান্ ব্যক্তি সদ্বংশজাত ধনবান্ ব্যক্তি অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন, বরং অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ; কারণ, তাঁহার মর্য্যাদা বা বিদ্যা-ধন হইতে কেহই তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে পারে না। একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়াছেন,—"বিদ্যা যৌবনের অলঙ্কার, বৃদ্ধকালের সন্তোষ এবং দরিদ্রতার সান্ত্বনা। বিদ্যা সন্তোষের প্রস্রবণ ; সময় কিংবা অবস্থা ইহার স্রোতঃ প্রতিরোধ করিতে পারে না। বিদ্যা দ্বারা যে ধনোপার্জ্জন ও সম্মান লাভের পথ প্রশস্ত হয়, তাহার প্রমাণ দেওয়া অনাবশ্যক।"

৩। আধ্যাত্মিক

শরীর সম্বন্ধে মানব যতই দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হউক না কেন, মানসিক শিক্ষাবলে যতই বিদ্বান্ ও উন্নত হউক না কেন ; কিন্তু ধর্ম্ম, নীতি ও চরিত্র যদি তাহাদের মূলে না থাকে, তবে সে মানব-নামের গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। শারীরিক ও মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, আত্মার উৎকর্ষ সাধন না করিলে মানবের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ হইতে পারে না। আত্মা মানবের সর্ব্বপ্রধান সম্পত্তি। আত্মার বিষয়, ধর্ম্ম ও নীতি ; ইহাদিগের উন্নতি-সাধন করিতে পারিলে, মানব দেবোপম হয়। সত্যানুরাগ সত্যাবলম্বন, আত্মসংযম, উদারতা, ভক্তি, দয়া প্রভৃতি দ্বারাই মনুষ্যত্ব পূর্ণাঙ্গ হয়। নৈতিক জীবন সুন্দররূপে গঠিত না হইলে, মানবের সুখশান্তি লাভের আশা দুরাশাতে পরিণত হয়।

চরিত্র গঠনের জন্য সদুপদেশসমূহ কার্য্যে পরিণত করিবার নামই নীতিশিক্ষা। নীতিশিক্ষা সমাজ ও ধর্ম্মের ভিত্তি-ভূমি। মানবগণ উত্তমরূপে নীতিশিক্ষা না করিলে, কেবল যে ধর্ম্ম উচ্ছন্ন হয়, এমন নহে; সমাজ বন্ধনও অত্যন্ত শিথিল হইয়া পড়ে। প্রবঞ্চনা, অনৈক্য, হিংসা, কপটতা, নৃশংসতা, বিশ্বাস-ঘাতকতা প্রভৃতি ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও অনিষ্টকর বিষয় সকল যতই বৃদ্ধি হয়, ততই লেকসমাজ শোক, দুঃখ, পরিতাপ প্রভৃতি দ্বারা অভিভূত হইতে থাকে।

মনুষ্যের বৃত্তি সকল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক প্রকার বৃত্তির অধীন হইয়া সে কেবল নিজের ও পরিবারবর্গের উপকার সাধনে যত্নশীল হয়, অন্য প্রকার বৃত্তি তাহাকে স্বদেশের ও জগতের হিতসাধনে উত্তেজিত করে। অর্জ্জন-স্পৃহা, ভোগ-বাসনা, সুখলিপ্সা প্রভৃতি পূর্ব্বশ্রেণীর বৃত্তি, এবং ভক্তি, ন্যায়পরতা, সত্যনিষ্ঠা, স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রথমোক্ত বৃত্তিগুলি দ্বারা লোক স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত হয় এবং ধন, মান, যশঃ উপার্জ্জন করিয়া সংসারে প্রতিপত্তি লাভের জন্য যত্ন করে। শেষোক্ত বৃত্তিগুলির কার্য্য বড়ই উদার ও কল্যাণকর। তাহারা মনুষ্যকে ধার্ম্মিক, ন্যায়বান, সত্যপরায়ণ ও দেশহিতৈষী করে; তখন তিনি ধর্ম্মের জন্য ধন, মান, যশঃ,—এমন কি, অতি প্রিয় প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হন না। এই উভয় প্রকার বৃত্তি সমূহের উন্নতি সাধনই মনুষ্যের পক্ষে আবশ্যক। যিনি উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ও সদৃষ্টান্ত অনুসরণ

করিয়া তাহাদিগের উন্নতিসাধনে যত্নশীল হন, এবং তাহাদিগকে ন্যায়ের সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে পারেন, তিনি ইহলোকে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া, পরলোকে অনন্ত সুখের অধিকারী হন।

নীতিশিক্ষা যেমন সমাজ-স্থিতির মূল, তেমন ইহা ধর্ম্মেরও প্রধান অবলম্বন। নীতি না থাকিলে ধর্ম্মরূপ প্রাসাদ অচিরে ভূতলশায়ী হয়। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, তাঁহার প্রতি প্রীতি ও ভক্তি, তাঁহার নিকট প্রার্থনা, পরলোকে প্রত্যয়, স্বজাতির প্রতি ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি ধর্ম্মশিক্ষার কার্য্য। বেকন্ * বলিয়াছেন, "ভীষণ অনর্থকর নাস্তিকতা অপেক্ষা বরং অপকৃষ্ট ধর্ম্মে বিশ্বাস থাকাও একান্ত প্রার্থনীয়।" নাস্তিক সতত সন্দিগ্ধচিত্ত ও নিরবলম্ব। তাহার মস্তিষ্কে সন্দেহ সতত কার্য্য করে। সে সংসারে কাহাকেও বিশ্বাস করে না, সুতরাং কাহারও উপরে নির্ভর করিতে সাহসী হয় না। সন্দেহাত্মা স্বামী, সন্দেহাত্মা-বন্ধু, সন্দেহাত্মা রাজা, সন্দেহাত্মা প্রজা, সন্দেহাত্মা পিতা, সন্দেহাত্মা পুত্র, সংসারে কি বিষম অনর্থ উৎপাদন করে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ধার্ম্মিক ব্যক্তি ঈশ্বরে অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যেরূপ সাহসের সহিত কার্য্য করেন, সেই সাহস,—সেই জ্বলন্ত সাহস—নাস্তিক কোথায় পাইবে? সে কাহার উপরে নির্ভর করিয়া বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক বলিবে, "আমি এই

* লর্ড ফ্রান্সিস্ বেকন্—৩৫ পৃঃ দেখ।

সৎকার্য্য করিবই করিব ?” বস্তুতঃ নাস্তিক সতত ভ্রম-সঙ্কুল পথে গমন করে, সুতরাং দুঃখ, কষ্ট ও পরিতাপে তাহার হৃদয় সর্ব্বদা মলিন ও বিষন্ন ভাবে পরিপূর্ণ থাকে।

অধুনা আমাদের দেশে ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে যাইয়া, নানাবিধ বিজ্ঞানশাস্ত্র পাঠ করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব-সঞ্চিত কুসংস্কারের প্রতি তাহাদের অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা জন্মে ; যথা তাহারা বাল্যকালে চন্দ্রকে দেবতা বলিয়া প্রণাম করিতে শিক্ষা পাইয়াছিল, কিন্তু বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া জানিল যে, উহা পৃথিবীর ন্যায় পর্ব্বতবিশিষ্ট একটী জড় পদার্থ ; তখন তাহারা উহাকে দেবতা বলিয়া প্রণাম করা বিড়ম্বনা মনে করিল। এইরূপে পূর্ব্বের কুসংস্কারগুলির প্রতি তাহাদিগের ঘৃণা জন্মে, অথচ তৎপরিবর্ত্তে তাহারা কোনও ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হয় না ; এজন্যই এখন শিক্ষিতদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিকে ধর্ম্ম বিষয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে দেখা যায়।

বিদ্যালয়ে এরূপ-ধর্ম্ম-বর্জ্জিত শিক্ষা হওয়াতে, দেশের যে কত অনিষ্ট হইতেছে, তাহা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। ধর্ম্ম যেখানে ভূমি স্বরূপ নাই, সেখানে কোন ব্যক্তিই প্রকৃতরূপে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে যদিও মতভেদ অনেক আছে বটে, কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, তাঁহাকে ভক্তি করা উচিত, তিনি এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা সকলে তাঁহার পুত্র, ইত্যাদি সাধারণ

তত্ত্ব সকল প্রায় প্রত্যেক ধর্ম্মই স্বীকার করে; সুতরাং এই সকল বিষয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিলে, কোনও জাতি বা সম্প্রদায়ের অসন্তোষের কারণ হয় না। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ত্রিবিধ শিক্ষা লাভ করিয়া, ছাত্রগণ যখন বলিষ্ঠ শরীর, জ্ঞানলিপ্সু মন ও ধর্ম্মনিষ্ঠ আত্মা দ্বারা অলঙ্কৃত হইবে, তখন জানা যাইবে যে, ভারতের উন্নতি যথার্থ নিকটবর্ত্তিনী হইয়াছে।

মানব এইরূপে ত্রিবিধ শিক্ষা লাভ করিয়া জীবন-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন। যদি ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করিয়া তিনি কোন দিকে অধিক দোলায়মান হন, তবে সেই দিকের যোদ্ধৃগণ তাঁহাকে তাহাদের ক্রীতদাস করিবে ও অন্ধ করিয়া রাখিবে; তখন তিনি অন্যদিকে আর কিছুই দেখিতে পাইবেন না। যদি কেবল শারীরিক উন্নতির দিকে থাকেন, তবে তিনি বর্ব্বর ও অবিবেচক হইবেন। যদি কেবল মানসিক শিক্ষার দিকে থাকেন, তবে তিনি সংসারানভিজ্ঞ ও পণ্ডিত-মূর্খ হইয়া উঠিবেন। যদি কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে থাকেন, তবে ঐকান্তিক ধর্ম্মোৎসাহ বশতঃ তিনি উন্মাদের ন্যায় হইবেন। অতএব তিনদিকে সমান ভাবে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহাকে বীরপুরুষের ন্যায় অগ্রসর হইতে হইবে। তিনি সাবধান হইবেন, যেন তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য কেবল একটী গবর্ণমেণ্টের চাকরি না হয়; কেন না দাসত্ব স্বীকার করিলে স্বাধীনতা, আত্ম-নির্ভরশীলতা, নির্ভীকতা, সন্তোষ প্রভৃতি সদ্‌গুণ লোপ পাইয়া, চাটুকারিতা

দীনতা ও অপমান অঙ্গভূষণ হইয়া পড়ে এবং মন নিতান্ত নিস্তেজ ও দুরবস্থাপন্ন হয়।

অর্থোপার্জ্জনের অনেক উপায় আছে, তন্মধ্যে স্বাধীন ব্যবসায়—কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি জীবিকা নির্ব্বাহের প্রশস্ত পথ—অবলম্বন করিতে পারিলে নিজের গৌরব রক্ষিত হয়, এবং পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইলেও, ঐ সকল কার্য্যে আত্মোন্নতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের উন্নতি সাধন করা হয়। পৃথিবীর মধ্যে কোন জাতিকেই এ পর্য্যন্ত পরসেবা বা দাসত্বের দ্বারা উন্নত হইতে দেখা যায় নাই। যে দেশে যে পরিমাণ কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির উন্নতি সাধিত হয়, সে দেশ সেই পরিমাণে সমুন্নত হয়। পরসেবা নানা অনর্থের মূল। তাহাতে আপনার, স্বজাতির এবং স্বদেশের উপকার না হইয়া বরং অধঃপতনই হয়। যে দেশে শিক্ষিত ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতিতে নিযুক্ত হইয়াছেন, সে দেশই ঐ সমস্ত বিষয়ে সবিশেষ উন্নত হইয়া উঠিয়াছে।

এই দুর্ভাগ্য ভারতের শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যদি একবার কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, প্রভৃতির উন্নতি সাধনে প্রাণপণে যত্ন করিতে আরম্ভ করেন, এবং তদবলম্বনে জীবিকা-নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হন, তবে অচিরেই ভারতের দুঃখ দূরীভূত হইয়া যায়, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইতিহাস ইহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। ইংরেজ জাতি ইহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন। হে ভারতবর্ষীয়

যোদ্ধা, তুমি জীবন-যুদ্ধে কাপুরুষের ন্যায় ভীত হইও না। "মানুষে যাহা করিয়াছে, মানুষে তাহা করিতে পারে," এই মহাবাক্য হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া নির্ভয়ে অগ্রসর হও। অন্তরস্থ সাহস এবং মস্তকোপরি ঈশ্বরই তোমার সহায়।

আত্মাবলম্বন

"The wise and active conquer difficulties,
By daring to attempt them ; sloth and folly
Shiver and shrink at sight of toil and danger.
And make the impossibility the fear."

Rowe.

"Who breaks his birth's invidious bar,
And grasps the skirts of happy chance,
And breasts the blows of circumstance ;
And grapples with his evil star."

Tennyson.

করুণাময় পরমেশ্বর সকল মনুষ্যের অন্তরেই উন্নত হইবার বাসনা নিহীত করিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে তদুপযোগী শক্তি ও সামর্থ্য দান করিয়াছেন। উন্নত হইবার যত উপায় আছে, তাহার সকলগুলিই মানুষের আয়ত্ত। যিনি নির্ভীক হৃদয়ে

অগ্রসর হইয়া একান্তমনে সে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিতে যত্ন করেন, তিনিই কৃতকার্য্যতালাভে সমর্থ হন।

বিখ্যাত মনীষিগণ যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া উন্নতির মহোচ্চপদে আরোহণ করিয়াছেন, তদনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে জানা যায় যে, আত্মাবলম্বনই তাঁহাদিগকে ঐরূপ সমুন্নত পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাঁহারা যে সকল পথে গমন করিয়াছেন, সেই সমুদয় পথ অবলম্বন করিতে পারিলে নিশ্চয়ই উন্নতিলাভ হয়। এ পর্য্যন্ত যত ব্যক্তি তাঁহাদিগের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসেন নাই; প্রত্যুত সকলেই আশাতীত ফল লাভ করিয়া, অবিনশ্বর যশোরাশি সঞ্চয় পূর্ব্বক, মানব-জীবনের সফলতা সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

আত্মাবলম্বন উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়। বিখ্যাতনামা প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, মনুষ্যদিগের কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার ভাজন হইয়াছেন; আমিও এক ব্যক্তি, আমারও তাঁহাদের ন্যায় মহৎকার্য্য করিবার ক্ষমতা আছে, এইরূপ বিশ্বাস ও গৌরব নিজের প্রতি না থাকিলে, কদাচ কাহারও সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে না, বরং মন নিতান্ত অসার ও অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠে, এবং উন্নতির দ্বার চিরকালের জন্য বন্ধ হয়।

আত্মাবলম্বন উন্নতির দ্বার খুলিবার মায়ামন্ত্র। যিনি আত্মা-বলম্বী হইলেন, অমনি "শিশেম দ্বার খোল" * এই মায়ামন্ত্র

* "শিশেম দ্বার খোল''—আরব্যোপন্যাসের "আলিবাবা ও চল্লিশ

তাঁহার আয়ত্ত হইল। ইংরেজদিগের মধ্যে একটী নীতি কথা আছে, "যে ব্যক্তি আপনি আপনার সহায় হয়, জগদীশ্বর তাহার সহায়তা করেন।" ফলতঃ, মানব যদি নিজের প্রতি হতাদর হন, তবে তিনি কখনই উন্নতি করিতে পারেন না। ইংরেজ জাতি আত্মাবলম্বনের দৃষ্টান্ত স্থল। অপ্রতিহত ও দুঃসহ আত্মাবলম্বনই ঐ জাতির এরূপ স্পৃহনীয় অভ্যুদয়ের কারণ। তাঁহাদের পারিবারিক ও সামাজিক নিয়ম সকল এবং তাঁহাদের রাজ্যতন্ত্র, আত্মাবলম্বনের পরিচয় দান করে; তাঁহাদের ইতিহাস পাঠ করিলে বিস্ময় ও আনন্দে পুলকিত হইতে হয় এবং নিশ্চয়রূপে জানা যায় যে, এরূপ অবস্থা নাই, এরূপ কার্য্য নাই, এরূপ সময় নাই, যাহাতে লোক স্থিরপ্রতিজ্ঞা করিলে সিদ্ধকাম হইতে না পারে।

বুদ্ধিমত্তা ও সূক্ষ্মদর্শিতা বিষয়ে ইংরেজ জাতি কোনক্রমেই ভারতবাসীদিগকে পশ্চাৎ রাখিয়া যাইতে পারেন না। তাঁহাদিগের

দস্যু" শীর্ষক গল্পে লিখিত আছে যে, দস্যুগণ অপহৃত ধনরত্ন সকল ভূগর্ভস্থিত এক গৃহে সঞ্চয় করিয়া রাখিত। ঐ গৃহে প্রবেশ করিবার এক গুপ্ত দ্বার ছিল। "শিশেম দ্বার খোল" এই মায়া মন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্রই ঐ গুপ্তদ্বার উদ্ঘাটিত হইত এবং বাহিরে আসিয়া "শিশেম দ্বার বন্ধ কর" বলিলেই দ্বার রুদ্ধ হইত। যে ব্যক্তি আত্মাবলম্বী হয়,—অর্থাৎ পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা সহকারে অভীপ্সিত সৎকার্য্য সম্পাদনে দৃঢ়ব্রত হয়,—অপূর্ব্ব সুখ-শান্তিপূর্ণ উন্নতির গুপ্ত দ্বার তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত হয়।

পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণও নানা বিষয়ে নৈপুণ্য লাভ করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন। শিক্ষা-সমিতির পূর্ব্বতন অধ্যক্ষ প্রসিদ্ধ ডাক্তার মাউয়াট্ সাহেব বলিয়াছেন, "ইংরেজ মুসলমান ও বাঙ্গালী এক স্থানে এক রকমের শিক্ষা পাইয়া পরীক্ষা দিলে, সিংহের অংশটী * প্রায় সর্ব্বদাই বাঙ্গালীর হস্তগত হয়।" আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তয়িতা, ব্যবস্থা-সচিব ও শিক্ষা-সমিতির সম্পাদক, মহাত্মা বেথুন সাহেব, বিদ্যালয়ের ছাত্র সমূহের পরীক্ষা করিয়া, সন্তুষ্ট-চিত্তে বলিয়াছিলেন, "ইহাদিগকে পাঠদ্দশায় যেরূপ পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী দেখিতেছি, চিরকাল এরূপ থাকিলে, ইহারা যে সর্ব্ব-দেশীয় লোকাপেক্ষা অধিক পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে,

---

* সিংহের অংশটী—ঈশপ কৃত নীতিগর্ভ গল্পাবলীর "সিংহ ও অন্যান্য শিকারী জন্তু" শীর্ষক গল্পে লিখিত আছে যে, একদা এক সিংহ অন্যান্য শিকারী জন্তু সহকারে বহু জন্তু বধ করিয়া একত্র করিল। মৃগয়ালব্ধ দ্রব্য বণ্টন করা হইলে, সিংহ ভয়ঙ্কর মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, "আমি সর্ব্বোপরি রাজা, সুতরাং চতুর্থাংশে আমার অধিকার; আমার অদ্ভুত সাহসের জন্য চতুর্থাংশে আমার স্বত্ব; সিংহী ও শাবকদিগের জন্য চতুর্থাংশ আমার প্রাপ্য; অবশিষ্ট চতুর্থাংশ, যাহার ক্ষমতা থাকে, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া লও।" তাহার বিকট ভ্রূকুটি দর্শনে শ্বাপদগণ ভীত হইয়া নিঃশব্দে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। "সিংহের অংশটী প্রায় সর্ব্বদাই বাঙ্গালীর হস্তগত হয়" অর্থে বুঝিতে হইবে যে, পরীক্ষা দিলে পুরস্কার, বৃত্তি ও উচ্চস্থান প্রায়শঃ বাঙ্গালীরাই লাভ করিয়া থাকে।

ইহাতে সন্দেহ নাই।” আমাদের দেশে শিক্ষা বিস্তারে ব্রতী, ভূতপূর্ব্ব রেভারেণ্ড ডাক্তার ডফ্ সাহেব বেথুন্স্ সভায় এদেশীয়-দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, “তোমাদিগের যেরূপ বুদ্ধিমত্তা, তাহাতে যদি তোমরা আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পরিশ্রম কর ও অধ্যবসায়ী হও, তাহা হইলে সমস্ত পৃথিবীর উপর অনেক বিষয়ে আধিপত্য করিতে পার।” এখনও অনেকানেক মহাত্মা বক্তৃতা করিবার সময়ে, ঠিক এইরূপ ভাব সকল প্রকাশ করিয়া থাকেন; এবং আমাদিগকে আত্মাবলম্বী, পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী হইতে উপদেশ দেন।

কিন্তু উপদেশে ভারত-সন্তানগণের কি হইবে? তাঁহাদিগের এক কর্ণ দিয়া উপদেশ প্রবেশ করে, অন্য কর্ণ দিয়া বহির্গত হইয়া যায়। যতদিন তাঁহারা বিদ্যালয়ে থাকেন, ততদিন বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে তাঁহাদিগের কেমন উৎসাহ, কেমন সাহস, কেমন অধ্যবসায় থাকে! দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তখন বোধ হয় যে, ইঁহারা সংসারে প্রবেশ করিলে দিগ্বিজয়ী পুরুষ হইবেন; যথার্থই ইঁহারা “সমস্ত পৃথিবীর উপর অনেক বিষয়ে আধিপত্য করিতে পারিবেন।” কিন্তু ভারতের কি দুর্ভাগ্য! যেই এই সমস্ত বীরপুরুষ সংসার-প্রবেশ পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহের কোনও পথ অবলম্বন করিতে সমর্থ হন, অমনি সমুদয় বিদ্যা, বুদ্ধি, পরিশ্রম, উৎসাহ ও অধ্যবসায়ে জলাঞ্জলি দেন, এবং কিছুমাত্র কষ্টবোধ না করিয়া নিতান্ত নির্লজ্জের ন্যায় বলিতে আরম্ভ করেন, “আমাদিগের দ্বারা দেশের কিছুই হইল

না। আমরা কোন প্রধান কার্য্য করিয়া দেশের কোন উপকার করিতে পারিলাম না। আমাদের জন্ম বৃথা। আমরা মাতার কুসন্তান।” এইরূপে নিজ সম্বন্ধে বক্তৃতা শেষ করিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে বলেন, “তোমরাই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ আশাস্থল, তোমাদিগের দ্বারাই দেশের হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান ও প্রকৃত মঙ্গলসাধন হইবে।” ছাত্রগণ মনে মনে ঠিক করিয়া রাখে, “আমরাও বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া এইরূপ বক্তৃতা করিব ও উন্নতি লাভ করিবার জন্য সকলকে উপদেশ দিব।”

এরূপ জ্ঞান, বুদ্ধি ও শিক্ষাকে ধিক্! সন্তানগণের ঈদৃশী দুর্ব্বলতায় ভারতমাতার মুখ-চন্দ্রমা যেরূপ কলঙ্কিত হইয়াছে, সে কলঙ্ক ধৌত করিয়া, মাতার মুখ পুনরুজ্জ্বল করিতে, কত বৎসর ব্যাপিয়া কত লোকের প্রাণান্তিক যত্ন ও পরিশ্রম আবশ্যক হইবে, তাহা কে নির্ণয় করিবে?

কেহ কেহ আপত্তি করেন যে, ভারতবর্ষে কতকগুলি প্রতিবন্ধক আছে, এবং তজ্জন্য অধিবাসিগণ এখানে সম্যক্ আত্মাবলম্বী হইতে পারেন না। যথা—

প্রথমতঃ, ভারতবাসীর শরীর দুর্ব্বল, সুতরাং শ্রমকাতর। অল্প পরিশ্রম করিলেই ইঁহাদের শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে, কাজেই ইঁহাদের দ্বারা অবিশ্রান্ত পরিশ্রম সম্ভবপর হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতে সমাজ-বন্ধনই এরূপ যে, তাহাতে আহার, বিহার, জীবিকা-নির্ব্বাহ প্রভৃতি কোন বিষয়ে স্বাধীনতা অবলম্বন করিবার উপায় নাই।

তৃতীয়তঃ, বাল্যবিবাহ। লোক সকল অতি অল্প বয়সেই বিবাহ করেন, এবং অল্পকাল মধ্যেই স্ত্রী, পুত্র; কন্যা প্রভৃতির মমতায় দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়া পিঞ্জরের পাখীর ন্যায় হন। পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি সকলের দিকেই তাঁহাদিগকে চাহিতে হয়, কাজেই তাঁহারা বৃহৎ পরিবার লইয়া কষ্টে দিনাতিপাত করেন।

চতুর্থতঃ, শিক্ষিত ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত ব্যক্তিগণ চাকরির জন্য অত্যন্ত লালায়িত। তাঁহারা শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্যকে অপমানজনক এবং নীচ ব্যক্তিদের উপযোগী বলিয়া মনে করেন।

একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই স্পষ্টরূপে দেখা যায়, এই সকল প্রতিবন্ধকতার কোনটীই এত ভয়ানক নহে যে, তাহা অতিক্রম করিয়া আত্মাবলম্বী হওয়া যায় না। আমরা একটী একটী করিয়া প্রতিবন্ধকতার কারণগুলি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ, যদিও শরীর দুর্ব্বল বটে, কিন্তু এত দুর্ব্বল নহে যে, কার্য্য করিতে অক্ষম। অভ্যাস করিলে, এই শরীরই বিলক্ষণ ক্লেশসহ হইতে পারে। অভ্যাসের অসাধ্য কিছুই নাই। শরীরকে কার্য্যক্ষম করিতে ও সর্ব্বদা পরিশ্রমে নিযুক্ত রাখিতে কেবল অভ্যাসের প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক বন্ধন দ্বারা আত্মাবলম্বনের কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় না। যদিও সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা বিষয়ে অনেক-

সামাজিক প্রতিবন্ধক আছে বটে, কিন্তু তাহারা এমন নহে যে, ইচ্ছা করিলে দূর করা যায় না। সমাজকে নিতান্ত উত্তেজিত বা আন্দোলিত না করিয়া, যে ব্যক্তি উন্নতি-পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করেন, সমাজ তাঁহাকে বাধা দেয় না।

তৃতীয়তঃ, বাল্যবিবাহ লোককে পিঞ্জরের পাখী করে বটে, কিন্তু তাহাতে আত্মাবলম্বনের দ্বার একেবারে রুদ্ধ হয় না। দরিদ্রতা লোককে আত্মাবলম্বী, সাহসী ও পরিশ্রমী হইতে শিক্ষা দেয়। কিন্তু ইহার দ্বারা এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, বাল্যবিবাহ আত্মাবলম্বনের অনুকূল। বাল্যবিবাহ যে কিরূপ অনিষ্টকর ও তাহাতে দেশের কত অমঙ্গল হইতেছে, তাহা বলিবার এই উপযুক্ত স্থান নহে।

চতুর্থতঃ, ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজের অনিষ্ট করিতে চাহিলে, কে রাখিতে পারে? শিক্ষিত ব্যক্তি আত্মগৌরব বিসর্জ্জন দিয়া, দীনতা ও চাটুকারিতা স্বীকারপূর্ব্বক, চাকরি করিতে প্রস্তুত আছেন, মানবোচিত গৌরব রক্ষা করিয়া স্বাধীনতা সহকারে পরিশ্রমপূর্ব্বক সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চাহেন না। তিনি শারীরিক পরিশ্রম নীচ ব্যক্তিদের উপযুক্ত বলিয়া ঘৃণাপূর্ব্বক ত্যাগ করেন, এবং ঘৃণিত দাসবৃত্তি অবলম্বন করিয়া যথার্থ গৌরবের পথ অবহেলা করেন! তিনি জানিয়া শুনিয়া আত্মা-বলম্বনের পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিন্দনীয় পরসেবা-বৃত্তি অবলম্বন করেন, ইহা হইতে খেদের বিষয় আর কি হইতে পারে? অধুনা আমাদের দেশের অল্পসংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তি নানা পথ অবলম্বন

পূর্ব্বক স্বাধীন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত দেখিয়া অনেকে সেই পথ অবলম্বন করিবেন, এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

লর্ড বেকন * বলিয়াছেন, "মনুষ্য আপন সম্পত্তি ও ক্ষমতার পরিমাণ করিতে সমর্থ হয় না; পরের সম্পত্তিতে আপনাকে সম্পত্তিশালী মনে করে এবং নিজের স্বাভাবিক শক্তির প্রতি নিতান্ত অনাদর প্রকাশ করিয়া থাকে। মনুষ্য আত্মাবলম্বন ও আত্ম-সংযম গুণে নিজের বস্তুসমূহ উপভোগ করিতে, শ্রমপূর্ব্বক সাধুতার সহিত জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে এবং হস্তে উপনীত উত্তম বস্তুনিচয়ের সদ্ব্যবহার করিতে শিক্ষা লাভ করে।" ফলতঃ আত্মাবলম্বন লুক্কায়িত গুণ সমূহ প্রকাশ করিয়া দেয় এবং উৎসাহ, বিশ্বাস, স্বাধীনতা প্রভৃতি গুণ জ্যোতিষ্মান্ করে।

প্রকৃত আত্মাবলম্বী ব্যক্তি সহায়, সম্পত্তি অথবা সুযোগের জন্য অপেক্ষা করেন না; কেবল ধনলাভ বা সম্ভ্রমের জন্য শাস্ত্র-চর্চ্চায় নিযুক্ত হন না; অবিচ্ছিন্ন পরিশ্রম, প্রগাঢ় যত্ন, অজেয় সহিষ্ণুতা, কঠোর ন্যায়পরতা প্রভৃতি গুণই তাঁহার সম্পত্তি; তিনি ইহাদের বলে অত্যুন্নত পদ লাভ করিয়া চিরস্মরণীয় হন; কোন অবস্থাই এমন বাধা ঘটাইতে পারে না যে, তাঁহাকে বাঞ্ছিত পথ হইতে ফিরিয়া আসিতে হয়; শত শত বিঘ্ন বাধা

---

* ৩৫ পৃঃ দেখ।

তুচ্ছ করিয়া, তিনি উৎসাহপূর্ণহৃদয়ে সাহসপূর্ব্বক ইপ্সিত পথে অগ্রসর হইতে থাকেন।

আত্মাবলম্বী ব্যক্তি নরকেশরী নেপোলিয়নের * বাক্যসমূহ স্বীয় হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখেন। তিনি বলেন, "এল্‌প্‌স্‌ পর্ব্বত থাকিবে না" † অমনি তাঁহার গমনের রাস্তা প্রস্তুত দেখেন। তিনি বলেন, "স্থির-প্রতিজ্ঞাই প্রকৃত জ্ঞান," "অসম্ভব শব্দটী কেবল নির্ব্বোধদিগের অভিধানেই পাওয়া যায়।"

---

* নেপোলিয়ন বোনাপার্টি—ফ্রান্স দেশের অধীশ্বর অদ্বিতীয় দিগ্বিজয়ী মহাবীর। ইনি ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজাদিগকে পুনঃ পুনঃ রণে পরাস্ত করিয়া, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে সমস্ত ইউরোপ কম্পমান করিয়া তুলিয়াছিলেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ ওয়েলিংটন ইহাকে ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাস্ত করেন; তৎপরে ইনি সেণ্ট্‌ হেলেনা দ্বীপে বন্দীরূপে প্রেরিত হন এবং তথায় জীবনের অবশিষ্ট সময় যাপন করিয়া ১৮২১ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। নেপোলিয়নের জীবন-চরিত পাঠ করিলে সুস্পষ্টরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে, মানব যতই তেজস্বী, প্রখর-বুদ্ধি, কঠোর পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী হউক না কেন, কিন্তু তাহার প্রবল বাসনা সমুহ যদি বিবেক দ্বারা সংযত না হয়, তবে কিয়ৎকালের জন্য সর্ব্বোচ্চ পদ ও লোভনীয় উন্নতি লাভ করিলেও, পরিশেষে নিশ্চয়ই তাহার অধঃপতন হয়। জন্ম ১৭৬৯ খৃঃ।

† "এল্‌প্‌স্‌ পর্ব্বত থাকিবে না"—সসৈন্যে এল্‌প্‌স্‌ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া যাওয়া অতিশয় কষ্টকর হইবে বলিয়া আপত্তি উত্থাপিত হইলে, বীরকেশরী নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন, "এল্‌প্‌স্‌ পর্ব্বত থাকিবে না"—অর্থাৎ কোনও বিঘ্ন বাধা আমার গতিরোধ করিতে পারিবে না।

নেপোলিয়ন সর্ব্বদাই বলিতেন, "আমি আমার সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে কর্দ্দম দ্বারা প্রস্তুত করিয়াছি।" "জানি না," "পারি না," "অসম্ভব," এ সমস্ত শব্দ তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। "শিক্ষা কর," "কার্য্য কর," "যত্ন কর" ইত্যাদি সতত তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইত। সহিষ্ণুতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠার অভাবেই তাঁহার অধঃপতন হইল, নতুবা ইউরোপে তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ লোক একটীও ছিল না। তিনি নিরতিশয় পরিশ্রমী লোক ছিলেন। কখন কখন একাকী চারিজন সেক্রেটেরীকে * একত্র কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিয়া, ক্লান্ত করিয়া তুলিতেন। তাঁহার তেজোময় ভাব অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে কার্য্যোৎসাহে ও জীবন্ত ভাবে অনুপ্রাণিত করিত। এমন লোক দিগ্বিজয়ী না হইলে আর কে হইবে ?

সুবিখ্যাত নিউটনকে † এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি কিরূপে এত আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন ?" তিনি উত্তর করিলেন, "অবিশ্রান্তরূপে ঐ সকল বিষয় একমনে চিন্তা করিয়া মাত্র।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "আমি চিন্তনীয় বিষয়টী মনশ্চক্ষের নিকট রাখিয়া প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। প্রথমে উহার প্রত্যূষ আরম্ভ হয়, পরে ক্রমে ক্রমে উহা আলোকময় হইয়া উঠে।" জ্ঞানী সলোমন্ ‡

---

* সেক্রেটেরী—কর্ম্মসচিব। কোনও বিভাগের কার্য্যবাহুল্য বশতঃ তন্নির্ব্বাহ বিষয়ে সাহায্য করিবার নিমিত্ত যাহাকে নিযুক্ত করা যায়।

† নিউটন—২৭ পৃঃ দেখ।

‡ সলোমন্ দি ওয়াইজ—ইঁহার বৃত্তান্ত বাইবেলে পাওয়া যায়। ইনি

বলেন, "সুধী ব্যক্তির চক্ষু সূক্ষ্মদর্শী, মুর্খেরাই কেবল অন্ধকারে বেড়ায়।" রুষিয়া দেশে একটী নীতি কথা প্রচলিত আছে, "অনবহিত ব্যক্তি বনের মধ্য দিয়া গমন করিলেও কাষ্ঠ দেখিতে পায় না।" ডাক্তার জন্সন্ * ইটালী হইতে প্রত্যাগত এক ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন, "অনেকে সমুদয় ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া যে জ্ঞান লাভ করিতে পারে না, কোন কোন ব্যক্তি হাম্প্‌ষ্টেড্ নাট্যশালা দেখিয়াই তদ্রূপ বা তদপেক্ষা অধিক জ্ঞান সঞ্চয় করেন।" অসতর্ক ব্যক্তিগণ যেখানে কিছুই দেখিতে পায় না, সতর্ক ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সেখানে অপূর্ব্ব পদার্থ দেখেন এবং এই গুণ দ্বারাই তিনি সামান্য সামান্য ঘটনাবলীর মধ্যে

য়িহুদিদিগের রাজা ছিলেন এবং সুগভীর জ্ঞান ও ধর্ম্মনিষ্ঠায় অদ্বিতীয় ছিলেন বলিয়া "দি ওয়াইজ" (মহাজ্ঞানী) পদবী লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার জ্ঞান ও ধর্ম্মমূলক কার্য্য এবং উপদেশ সমূহ, ইউরোপে সর্ব্বদাই দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লিখিত হইয়া থাকে।

* ডাক্তার সামুয়েল্ জন্সন্—প্রসিদ্ধ ইংরেজ কোষকার, সমালোচক ও গ্রন্থকার। এতৎপ্রণীত গ্রন্থগুলি গভীর জ্ঞান ও নীতিপূর্ণ। "মানবেচ্ছার অসারতা," "রাসেলাস্," "র‍্যামব্লার," "ইংরেজ কবিদিগের জীবনচরিত" অতিশয় উপাদেয় বস্তু। কোনও গ্রন্থকার, স্বীয় মাতৃভাষা এরূপ উন্নত ও শোভান্বিত করিয়া, জ্ঞান ও নীতিপূর্ণ উপদেশ সকল জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন কিনা, সন্দেহের বিষয়। বিদ্যাবত্তার জন্য ইঁহাকে ডব্‌লিন ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এল্, এল্, ডি, উপাধি প্রদত্ত হইয়াছিল। জন্ম ১৭০৯ খৃঃ, মৃত্যু ১৭৮৪ খৃঃ।

প্রবেশ করিয়া, নিজ চিন্তা ও অধ্যবসায়ের বলে কৃতকার্য্যতা লাভ করেন।

স্মাইল্‌স্ * বলিয়াছেন, "ইংলণ্ড দেশ যে এ প্রকার অত্যুচ্চ উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছে, তদীয় সন্তানগণের কঠোর আত্মাবলম্বনই তাহার একমাত্র কারণ। সে দেশে কি ধনী, কি দরিদ্র, কি উন্নত, কি ক্ষুদ্র, সকলেই উৎকট আত্মাবলম্বন দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। এই হেতু অনেকানেক লোককে তথায় অতি নিকৃষ্টাবস্থা হইতে অত্যুচ্চ জ্ঞান ও গৌরবের পদবীতে আরোহণ করিতে দেখা যায়।" ইংলণ্ডে আত্মাবলম্বন, উৎসাহ, পরিশ্রম, সাহস ও অধ্যবসায়, সকল শ্রেণীর লোকের অন্তরে দেদীপ্যমান। তথায় দরিদ্রগণ 'অবশ্যই বড় হইব' বলিয়া যেমন পরিশ্রম করে, সেইরূপ ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণও পৈতৃক ধনসম্পদ্ তুচ্ছ মনে করিয়া, 'অবশ্য স্বনাম-খ্যাত হইব' বলিয়া বিবিধ বিদ্যা অধ্যয়ন ও সমাজের হিতসাধন করিবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। প্রতিষ্ঠা লাভে সেখানকার ছোট বড় সকলেই যত্নবান্। এরূপ গুণগ্রাম না থাকিলে, ইংরেজগণ কি কখনও পৃথিবীর সকল জাতি অপেক্ষা অধিক গৌরব লাভ করিতে পারিতেন? ইংলণ্ডের কি পথে, কি কার্য্যালয়ে, কি ক্ষেত্রে, কি খনির অভ্যন্তরে, কি প্রাসাদে, কি কুটীরে যেখানে যাও, সেখানেই আত্মাবলম্বী প্রধান

---

* ৫৯ পৃষ্ঠা দেখ।

প্রধান শত শত ব্যক্তির নাম শুনিতে পাইবে এবং তাদৃশ শত শত ব্যক্তি নয়নগোচর হইবে।

আমাদের দেশে যে সকল লোক দুর্দ্দশাপন্ন বলিয়া বিদ্যোপার্জ্জনে অথবা কোন মহৎ কর্ম্ম-সাধনে পরাঙ্মুখ হন, যাঁহারা "অবসর নাই," "উপায় নাই," বলিয়া নানা দুঃখ প্রকাশ করেন, যাঁহারা পৈতৃক সম্পত্তি-ভোগ করিয়া যাওয়া জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করেন, যাঁহারা পরিবার ভরণপোষণের জন্য মাসিক কিছু আয় হইলেই নিজ অবস্থাতে পরিতৃপ্ত থাকেন এবং যাঁহারা স্বদেশের কি সমাজের হিতসাধন স্বীয় জীবনের একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়াই বোধ করেন না ; তাঁহারা নয়ন খুলিয়া একবার বীর-প্রসবিনী ইংলণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন ; একবার ভাবিয়া দেখুন যে, ইংলণ্ডে যে সমস্ত ব্যক্তি আত্মাবলম্বন পরিশ্রম ও অধ্যবসায়গুণে অতিশয় হীনাবস্থা হইতে অত্যুচ্চ পদবীতে আরোহণ করিতেছেন, তাঁহাদের অবস্থায় ও আপনাদের অবস্থায় প্রভেদ কি। তাঁহারা যখন ঐ সকল সদ্‌গুণের দ্বারা বিখ্যাত হইতেছেন, তখন ভারত-সন্তান কেন পারিবেন না ?

জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন,—

(১) "ইচ্ছা থাকিলেই পথ পাওয়া যায়"।

(২] "যিনি কার্য্য করিতে কৃত-সংকল্প হন, তিনি অসংখ্য বিঘ্ন-বাধার মধ্যেও তাহা সম্পন্ন করিতে পারেন"।

(৩) "আমি এ কার্য্যে সমর্থ, এরূপ স্থির-বিশ্বাসই মনুষ্যকে কার্য্যক্ষম করিয়া তুলে"।

(৪) "উপার্জ্জন করিতে স্থির-প্রতিজ্ঞ করিলে, প্রায় উপার্জ্জন করাই হয়"।

(৫) "যাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তাঁহারাই জয়লাভে সমর্থ হন"।

(৬) "যাঁহারা কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়া অকৃত-কার্য্য হন, তাঁহারা সম্পূর্ণ ইচ্ছা না করিয়া অর্দ্ধ-ইচ্ছা করিয়া ছিলেন, বুঝিতে হইবে"।

(৭) "কৃতকার্য্যতা ন্যায়-পথে বিচরণ করে; আত্মবিশ্বাস মধ্যেই অন্যান্য গুণ নিহিত রহিয়াছে"।

(৮) কবিচূড়ামণি কালিদাস * বলিয়াছেন, নিম্নাভিমুখ সলিলের ন্যায় ঈপ্সিত বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় মনকে কেহ বিপরীত দিকে গমন করাইতে পারে না।

এই দুর্ভাগ্য ভারত-ভূমিতে এক শ্রেণীর লোক বলেন,— ধন, বিদ্যা, যশঃ সকলই দৈবায়ত্ত, অথবা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি-ফল। শ্রম-ভীরু অন্য এক শ্রেণীর লোক, আপনাকে স্থূল-বুদ্ধি মনে করিয়া, স্বাভাবিক ধীশক্তির উপরে দোষ দেন। অন্য এক শ্রেণীর লোক বলেন, অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে, অদৃষ্টের শুভাশুভ কেহই খণ্ডাইতে পারে না। এইরূপে কেহ বা দেবতার উপরে, কেহ বা পূর্ব্বজন্মের উপরে, কেহ বা স্থূল-বুদ্ধির উপরে, কেহ বা অদৃষ্টের উপরে দোষারোপ করিয়া

* ৪৮ পৃষ্ঠা দেখ।

স্বকীয় অলসতার দোষ প্রক্ষালন করেন। তাঁহারা একবার বিবেচনা করিয়া দেখেন না যে, নিজে অলস হইয়া বসিয়া থাকিলে, ভাগ্য কি স্বয়ং আসিয়া সাক্ষাৎ করিবে, না, তাঁহাদিগকে অলসতা ত্যাগ করিয়া ভাগ্যের অন্বেষণে বাহির হইতে হইবে? যে হতভাগ্য দেশের লোক কিঞ্চিৎ অর্থ লাভ হইলেই নিশ্চিন্তে বসিয়া আমোদ প্রমোদ করেন; নিজের অলসতার দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া অমূল্য মানব-জীবন বৃথা নষ্ট করেন; এবং একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে, তাঁহারা প্রসিদ্ধ ও সমুন্নত আর্য্যবংশীয় সন্তান হইয়াও কিরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছেন, এমন দেশও যদি বিজাতি-পদ-দলিত না হয়, তবে আর কোন্ দেশ হইবে?

আমরা যে এরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া রহিয়াছি, আমাদের যে যথার্থ উন্নতি হইতেছে না, ইহা কাহার দোষ? আমাদের আত্মাবলম্বন, উৎসাহ ও সাহস না থাকার দোষ,—আমাদের আলস্য, নিরুৎসাহ, চল-চিত্ততা ও বিলাসিতার পরিণাম। অধুনা কেহ বা ইংলণ্ডে শিক্ষিত হইবার গুণে, কেহ বা স্বীয় পরিশ্রম ও অধ্যবসায়গুণে, ক্রমে সুযোগ্য ও সমুন্নত হইয়া উঠিতেছেন বটে; কিন্তু যে দেশে প্রায় সকল লোকই অলসতা ও অনবধানতার ক্রোড়ে নিদ্রিত, সেখানে এই কতিপয় উন্নত ব্যক্তি দ্বারা, স্থায়ী-রূপে দেশের কল্যাণ সাধিত হইবার আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। হায়! কি পরিতাপের বিষয়! কি দুঃখের বিষয়! আর্য্য-সন্তান, আর কতকাল স্বীয় দুর্দ্দশার প্রতি অন্ধ হইয়া মানব নাম কলঙ্কিত

করিবে ? যে ইংরেজ জাতির দোষানুকরণে দুঃখ-দারিদ্র্যপূর্ণ অধোগামী দেশকে আরও অধঃপতিত করিতেছ, সেই ইংরেজ জাতীয় মহানুভবগণের উৎকৃষ্ট গুণাবলীর অনুকরণে প্রবৃত্ত হও। সেই উৎকট আত্মাবলম্বন, সেই কঠোর-পরিশ্রম, সেই অপ্রতিহত প্রতিজ্ঞা, সেই অদ্ভুত নিয়মনিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া উন্নত হও,—মানব জীবন সার্থক কর,—কৃতার্থ ও সুখী হও।
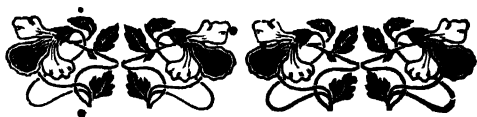
পরিশ্রম

"Let every man be occupied, and occupied in the highest employment of which his nature is capable, and die with the consciousness that he has done his best,

Sydney Smith.

"The virtue lies
In the struggle, not the prize."

Milnes.

স্যার জস্থ্য়া রেণল্ড্‌ল্ * বলিয়াছেন, "যাঁহারা সৌভাগ্য ও সুখ্যাতি লাভ করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বকই হউক বা অনিচ্ছাপূর্ব্বকই হউক, কি পূর্ব্বাহ্ন, কি মধ্যাহ্ন, কি সায়াহ্ন, সকল সময়েই কেবল পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকিবেন। সৌভাগ্য ও প্রতিপত্তি লাভ করা বালকের ক্রীড়া নহে, কিন্তু উৎকট পরিশ্রমের পরিণাম-ফল"। ফলতঃ পরিশ্রম উন্নতি

* ৪৯ পৃষ্ঠা দেখ।

লাভের অদ্বিতীয় উপায় ও যাবতীয় মঙ্গলের নিদান। মনুষ্যের শরীর ও মনের প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পরিশ্রম নিতান্ত আবশ্যক ও নিরতিশয় উপকারী। পরিশ্রম ব্যতিরেকে যথার্থ উন্নতি ও সুখলাভের উপায়ান্তর নাই।

পরিশ্রম দুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক। ইহা ধনী দরিদ্র সকলের পক্ষেই নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যাঁহার ধন আছে, তিনি মনে করিতে পারেন যে, শারীরিক পরিশ্রম ব্যতিরেকেই যাবতীয় ব্যবহার্য্য ও সুখদ বস্তু লাভ করিয়া সুখী হইবেন; কিন্তু তাঁহার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, ধনে উত্তম স্বাস্থ্য প্রদান করিতে পারে না; শারীরিক পরিশ্রম বিনা স্বাস্থ্য রক্ষিত হওয়া অসম্ভব। কৃষক মনে করে যে, শারীরিক পরিশ্রম দ্বারাই সে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সামগ্রী লাভ করে, তাহার মানসিক পরিশ্রম নিষ্প্রয়োজনীয়; কিন্তু তাহার মন যে মূর্খতা-রূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তদ্বিষয় চিন্তা করিয়া মানসিক পরিশ্রমে, শিক্ষায় ও জ্ঞানলাভে নিযুক্ত হওয়া উচিত। ধনী, দরিদ্র, নির্গুণ, সগুণ, কেহই পরিশ্রম হইতে বিমুক্ত থাকিয়া উন্নতি ও সুখ সচ্ছন্দতার আশা করিতে পারেন না।

পরিশ্রম মনুষ্যের স্বাভাবিক গুণ। দুগ্ধপোষ্য শিশুগণ স্বভাবতঃ পুনঃ পুনঃ হস্তপদাদি সঞ্চালন করিয়া থাকে। মনুষ্যের মন সততই কোন না কোন বিষয় চিন্তা করে। করুণাময় পরমেশ্বর একদিনে মানবের শরীর ও মনকে এই

ভাবে গঠন করিয়াছেন যে, পরিশ্রম করিলে তাহারা সতেজ ও সুস্থ থাকিবে, অন্যদিকে তিনি সংসারের যাবতীয় উৎকৃষ্ট বস্তু শ্রমলব্ধ করিয়াছেন। যিনি যেমন পরিশ্রম করেন, তিনি তদ্রূপ ফল প্রাপ্ত হন।

পরিশ্রম উন্নতির দ্বার মোচন করে। সুতরাং যিনি উন্নতির আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহার পরিশ্রম বিনা উপায়ান্তর নাই। একজন বিখ্যাত মনীষী পরিশ্রমকে এইরূপে প্রশংসা করিয়াছেন,—"আহা! পরিশ্রম কি মনোহর বস্তু! ইহার কত মাহাত্ম্য! পরিশ্রম মনকে কেমন বশীভূত রাখে, দুর্জ্জয় কুপ্রবৃত্তি সকলকে কিরূপ তেজসহকারে দমন করে! যখন ইহার সুখপ্রদ শক্তির বিষয় চিন্তা করি, যখন দেখি যে ইহা মনুষ্যকে উন্নতি, ধর্ম্ম ও সাধুতার পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে প্রবৃত্তি দান করে, তখন আমরা নির্ব্বোধ ও অলস ব্যক্তিদিগের মোহান্ধতা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হই; এমন সুখময় মানব-জীবন তাহারা নানারূপ দুর্ব্বলতায়, রোগে, দুঃখে, দরিদ্রতায় এবং কুপ্রবৃত্তির দাসত্বে অতিবাহিত করে।"

জন্মমাত্রেই মনুষ্য নানা প্রকার শারীরিক ও মানসিক গুণসম্পন্ন হয় না। তাহার শরীর ও মনের প্রকৃতি উন্নতিশীল। পরিশ্রম দ্বারা তাহাকে শারীরিক ও মানসিক উন্নতি লাভ করিতে হয়। পরিশ্রম মনুষ্যকে কি প্রকার আশ্চর্য্য শক্তি ও গুণসম্পন্ন করে, তাহা ভাবিতে গেলে বিস্ময়ে আকুল হইতে হয়। অর্ণব-সঞ্চারী প্রকাণ্ড বাষ্পীয়পোত, ভূমণ্ডলব্যাপী

তাড়িত-বার্ত্তাবহ, অদ্ভুত বেগসম্পন্ন বাষ্পরথ, মিসর দেশীয় প্রকাণ্ড পিরামিড, টেমস্ নদীর নিম্নস্থ প্রশস্ত রাজপথ প্রভৃতি অলোকসামান্য কার্য্যসমূহ মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের পরিণাম ফল। কিন্তু এই সকল বিস্ময়জনক কার্য্য কি এক সময়ে এক ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে?—না; লোকমণ্ডলী যুগে যুগে পুরুষ-পরম্পরায় নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম করিয়া এই সকল অলৌকিক কার্য্য সাধন করিয়াছেন। মানব পরিশ্রম করিলে যে ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, আশ্চর্য্যতর ও জগতের অধিক কল্যাণকর কার্য্য করিতে পারে না, এরূপ নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না; বরং পরিশ্রম, উৎসাহ ও যত্নের সহযোগে, তদ্রূপ কার্য্যসমূহ মনুষ্য দ্বারা সম্পাদিত হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ফ্রাঙ্ক্লিন * বলিয়াছিলেন,—"সম্পদের পথ বাজারের পথের ন্যায় সোজা। ইহা দুইটী ক্ষুদ্র শব্দের উপর নির্ভর করে,—পরিশ্রম ও মিতব্যয়; অর্থাৎ সময় অথবা অর্থের অপব্যয় না করিয়া, সাধ্যমত উভয়েরই উৎকৃষ্ট ব্যবহার করা উচিত। এই দুই গুণ ব্যতিরেকে কিছুতেই কিছু হয় না, অথচ ইহারা থাকিলে সকলই সাধিত হইতে পারে।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি চাষ করিয়া উন্নতি লাভ করিতে চাহে, তাহাকে নিজ হস্তে লাঙ্গল ধরিতে হইবে, অথবা পশুদিগকে চালাইতে হইবে।" "পরিশ্রমী ব্যক্তিকে ইচ্ছা করিতে হয় না, সুখ সচ্ছন্দতা আপনা

* ১৩ পৃষ্ঠা দেখ।

হইতেই তাহার নিকট আসে; কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল আশার উপর নির্ভর করিয়া থাকে, তাহার উপবাসে মৃত্যু হয়। পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি স্বরূপ। পরমেশ্বর পরিশ্রম বিনিময়ে সকল পদার্থই দান করেন। অতএব যাহা তোমার কর্ত্তব্য থাকে, অদ্যই ফরিয়া ফেল; কারণ, তুমি জান না, কল্য কত বিঘ্নবাধা ঘটিতে পারে। যদি তুমি কাহারও ভৃত্য হইতে, আর তোমার প্রভু তোমাকে অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিতেন, তবে কি তুমি লজ্জিত হইতে না? অতএব যদি নিজে নিজের প্রভু হও, আপনি আপনাকে অলস দেখিয়া কি লজ্জিত হইবে না?"

একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলেন, "যদি তোমার অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি থাকে, তবে পরিশ্রম তাহাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া বিকাশ করিবে; আর যদি তোমার বুদ্ধির অল্পতা থাকে, তবে পরিশ্রম ঐ অল্পতা দূরীভূত করিবে।" ডাক্তার জনসন্ * বলিয়াছেন, "মিথ্যা আশা ও মিথ্যা ভয়কে মনে স্থান দিও না। যিনি মর্য্যাদাপন্ন হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে,—শ্রেষ্ঠতা লাভ করা কত কষ্টকর, পরিশ্রমের ক্ষমতা কতদূর, সৌভাগ্য পরিশ্রম ব্যতিরেকে লব্ধ হয় না, এবং পরিশ্রম একান্ত মনে করিলে, অবশ্যই ফলদায়ক হয় ও ন্যায্য পুরস্কার প্রদান করে।" অন্য একজন মনীষী বলেন, "আলস্যে এ জীবনের বৃথা-ব্যয় হওয়া অপেক্ষা পরিশ্রমে ইহার ক্ষয়

---

* ১৩ পৃঃ দেখ।

হওয়াই ভাল।" স্কট্‌লাণ্ড দেশের লোকপ্রিয় প্রবাদ এই "ধর্ম্ম ব্যতিরেকে সুখলাভ হয় না।"

বস্তুতঃ কোন বৃহৎ কার্য্যই বিনা পরিশ্রমে হঠাৎ সম্পন্ন হয় না। সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় সহকারে দিবানিশি অবিশ্রান্ত ভাবে তজ্জন্য পরিশ্রম করিতে হয়। যতই অধিক পরিশ্রম করা যায়, ততই আরও অধিক শ্রম করিতে ইচ্ছা জন্মে; তখন সেই কার্য্য করিতে বিরক্তি বোধ না হইয়া, বরং মনে আনন্দ সঞ্চার হইতে থাকে; কার্য্যটী যতই অধিক সম্পন্ন হইয়া আসে, মনও ততই অধিক আনন্দিত হয়। এইরূপে, পরিশ্রমী ব্যক্তি কোন একটী মহৎ কার্য্য অবলম্বন করিয়া, সমস্ত জীবন তাহাতে আনন্দের সহিত ব্যয় করিতে পারেন।

স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি ও সম্ভ্রম উপভোগ করিয়া লোকের যেরূপ সুখোৎপত্তি হয়, পৈতৃক সম্পত্তি অথবা অন্যের অনুগ্রহ-লব্ধ ধনের দ্বারা তাদৃশ সুখ কদাচ হইতে পারে না; কারণ তাহাতে নিজ ক্ষমতা ও যশের লেশ মাত্রও দৃষ্ট হয় না। বিখ্যাত পর্য্যটক লিভিংষ্টোন্ * বলিয়াছেন, "আমি যাহা কিছু জ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়াছি, যে পরিমাণে হিত-সাধন ও ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছি,

---

* ডেভিড্ লিভিংষ্টোন্—বিখ্যাত ইংরেজ পর্য্যটক ও ধর্ম্মপ্রচারক। ইনি আফ্রিকা দেশের নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন এবং অপরিজ্ঞাত দেশ, হ্রদ, নদী ও নানাজাতীর বৃত্তান্ত, "ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে ভ্রমণ ও দক্ষিণ আফ্রিকার নানাবিষয়িণী গবেষণা" নামক গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন।

তৎসমুদয়ই স্বয়ং পরিশ্রম পূর্ব্বক সম্পাদন করিয়াছি ; তজ্জন্য আমাকে অন্যের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে হইবে না। সুতরাং, আমার অতীত জীবন-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া মনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়। যদি আমাকে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় সহায়-সম্পত্তি-বিহীন ও দুরবস্থাপন্ন হইয়া সংসার যাত্রা আরম্ভ করিতে হয়, তাহা হইলেও আমি স্বকীয় পরিশ্রম ও যত্নের দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহে পুনরায় কৃতকার্য্য হইতে পারি।

ফলতঃ স্বয়ং পরিশ্রমের দ্বারা লাভ করিয়া ভোগ করিব, প্রাণান্তেও অন্যের দয়া ভিক্ষা করিব না, প্রাণপণে যত্ন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ ও জ্ঞান-লাভ করিব, এরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া সংসারে প্রবেশ করিলে অবশ্যই ইচ্ছা পূর্ণ হয় এবং কৃতকার্য্যতা লাভ হয়, সন্দেহ নাই ; এবং এরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় ব্যক্তিগণই সংসারে প্রকৃত উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছেন। উৎসাহপূর্ণ পরিশ্রম, যথার্থ শিক্ষা দান করে এবং নিশ্চয়রূপে লোকদিগকে সুখী করে। পরিশ্রম যে ব্যক্তি ভালবাসে না, সে তাহার কর্ত্তব্যকর্ম্ম উত্তমরূপে সম্পাদন করিতে পারে না, কাজেই যথার্থ সুখভোগে বঞ্চিত থাকে।

অলস ব্যক্তির জীবন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাহা আকাশের ধূঁয়ার ন্যায় অথবা সমুদ্রের ফেনার ন্যায় ক্ষণকাল মাত্র প্রকাশিত থাকিয়া বিলীন হইয়া যায়। সে যে পৃথিবীতে আসিয়াছিল, মৃত্যুর পরে তাহার চিহ্নমাত্রও থাকে না। কিন্তু পরিশ্রমী ও সাধু ব্যক্তির জীবন আদর্শ-ভূমি। তিনি আলোক

প্রদান করিয়া অনেক মোহান্ধ ব্যক্তিকে সংসার-পথে চালাইয়া নেন। তাঁহার পদ্ধতি সকল অবলম্বনপূর্ব্বক অনেক লোক উন্নতি লাভে সমর্থ হয়। তিনি নেতা হইয়া সংসারে কত লোককে উদ্ধার করেন, কে বলিতে পারে? একজন জ্ঞানী শ্রমোপজীবি বলিয়াছেন, "অতি কঠিন পরিশ্রমের মধ্যেও সুখ এবং শিক্ষা পাওয়া যায়। শ্রম দ্বারা কার্য্য করিবার শক্তি জন্মে, স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত হয় এবং এক বিষয়ে অবিচ্ছিন্নরূপে নিযুক্ত থাকিবার অভ্যাস জন্মে।" জেম্‌স্ ওয়াট্, * সার্ ওয়াল্‌টার্ স্কট্, † বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্ক্‌লিন্, ‡ বার্ণাড্ প্যালিসি § প্রভৃতি মহাত্মগণের জীবনচরিত পাঠ করিলে, অন্তঃকরণে যুগপৎ প্রীতি ও ভক্তির সঞ্চার হয়। ইঁহাদের পরিশ্রম, উৎসাহ, সহিষ্ণুতা, আত্মাবলম্বন ও সৌজন্য প্রভৃতি গুণরাশির বিষয় আলোচনা করিলে, বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হইতে হয়। তাঁহাদের সঙ্কল্প এত দৃঢ় ছিল যে, তাহা কদাচ ব্যর্থ হইবার নহে, তাহা দ্বারা অসাধ্য সাধন হয়। এই সমুদয় মনীষিগণ জন্মগ্রহণ করিয়া যে যে দেশকে পবিত্র করিয়াছেন, সেই সেই দেশ যে উন্নত, যশস্বী ও ঐশ্বর্য্যসমন্বিত হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? এরূপ মহানুভবগণের জীবন ধন্য! জন্মস্থান ধন্য!

ভ্রাতঃ, তোমার স্বদেশের প্রতি একবার চক্ষু ফিরাও, দেখিবে, এখানকার লোক মনে করেন, বিশ্রামই সুখ এবং

---

* ৩৩ পৃঃ দেখ। † ১৬ পৃঃ দেখ।
‡ ১৩ পৃঃ দেখ। § ৫২ পৃঃ দেখ।

পরিশ্রমই দুঃখ! ইঁহাদের অনেকের বিশ্বাস এই, যিনি কোন কর্ম্ম করেন না, কিন্তু সারাদিন তাকিয়া ঠেস্ দিয়া ভুরুর্ ভুরুর্ করিয়া আলবোলার নলে সুগন্ধি তামাক ভস্ম করেন, তিনিই যথার্থ সুখী। ছাত্রগণ যতদিন বিদ্যালয়ে থাকেন, ততদিন বিদ্যালোচনা করিয়া বিলক্ষণ লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠেন; কিন্তু যেই তাঁহারা সংসারে প্রবেশ করেন এবং সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কোনও উপায় হইয়া উঠে, অমনি জ্ঞান ও শাস্ত্রের আলোচনা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিরত হন। এক সময়ে বিদ্যালয়ে যে ছাত্র অদ্বিতীয় ছিলেন, সংসার প্রবেশান্তে আর তাঁহার নামও শুনা যায় না; সংসার-স্রোতে পড়িয়া, সামান্য তৃণের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া যান, জানা যায় না!

যে সকল ব্যক্তি বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা শেষ করিয়া আপনাকে বিদ্বান্ বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদের অন্তরে মহাত্মা সার্ ওয়াল্টার্ স্কটের * এই বাক্য অঙ্কিত করিয়া রাখা উচিত,—"আমি যাবজ্জীবন নিজের অজ্ঞতা হেতু পরিতাপ করিয়াছি।" ট্রিনিটী কলেজের একজন ছাত্র, "আমার শিক্ষা সমাপন হইয়াছে, এখন গৃহে গমন করিতে অভিলাষ করি," এই বলিয়া স্বীয় অধ্যাপক সমীপে অনুমতি প্রার্থনা করিলে, তিনি কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "বটে! আমি কিন্তু শিক্ষা কেবল আরম্ভ করিতেছি।"

---

* ১৬ পৃঃ দেখ।

এ দেশের সম্পন্ন ও ধনী ব্যক্তিদিগের মধ্যে অধিকাংশই জ্ঞানচর্চ্চার দিকে কিছুমাত্র মনোযোগ করেন না। কেবল অকর্ম্মণ্য আলস্যজনক নানা প্রকার কার্য্যে এই অমূল্য জীবন ব্যয় করেন। কৃষক অথবা শ্রমজীবিদিগের মধ্যে জ্ঞানচর্চ্চার নামও উল্লেখ করিতে শুনা যায় না। যে দেশের লোক এমন নির্ব্বোধ যে, আলস্যে সময় ক্ষেপণ করাই সুখ বলিয়া মনে করে; যেখানে বিদ্যালয়ের বিখ্যাত ছাত্রগণ কোন দাসত্ব অবলম্বন পূর্ব্বক জ্ঞানচর্চ্চা একেবারে ছাড়িয়া দেন; যেখানে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ প্রায়ই বাণিজ্য ব্যবসায়ের প্রতি লক্ষ্য করেন না; যেখানে সম্মানের লাঘব হইবে বিবেচনায় পরিশ্রম পদদলিত হয়; যেখানে সম্পন্ন ও ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণ জ্ঞান-চর্চ্চাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করেন; যেখানে কৃষকগণ, কোন জ্ঞানপ্রদ বিষয় শিক্ষা করা দূরে থাকুক, লেখা পড়া পর্য্যন্ত জানে না ও জানিতে ইচ্ছা করে না; যেখানে শ্রমজীবিগণ কতক মূর্খ ও কতক অর্দ্ধশিক্ষিতাবস্থায় থাকিয়াই পরিতৃপ্ত থাকে; এমন দেশ যে ক্রমে রসাতল যাইবে, তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

প্রত্যেক ব্যক্তির স্মরণ থাকা উচিত যে, সম্যক্ উন্নতি বা প্রকৃত জ্ঞান বহু সময় ও বহু আয়াস-সাধ্য; আলস্য ত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বদা একমনে পরিশ্রম না করিলে, কেহ কখনও উন্নত বা জ্ঞানী হইতে পারে না; পরিশ্রম নীচতার চিহ্ন নহে, কিন্তু উহা মাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক এবং উন্নতি ও সৌভাগ্যের ভিত্তি-ভূমি।
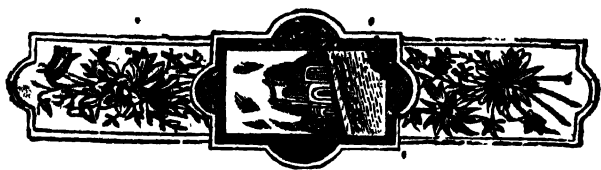
সাহস

"I dare do all that may become a man ;
Who dares do more is none,"

Shakespeare.

"The heroic example of other days is in great part the source of the courage of each generation ; and men walk up composedly to the most perilous enterprises beckoned onward by the shades of the brave that were."

Helps

শারীরিক-বল-প্রসূত সাহসে মানব অনেক ইতর জন্তু অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু জ্ঞান, বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রসূত সাহসের বলে মানব নিজ গৌরব রক্ষা করিয়া সকল প্রাণীকে পরাস্ত করিয়াছেন। এই সাহস নিস্তব্ধ ভাবে কার্য্য করে, মানবের উৎসাহ ও যত্ন উত্তেজিত করে, এবং সত্য ও কর্ত্তব্যের জন্য তাহাকে দুঃখ ও যন্ত্রণা সহনে সমর্থ করে। শারীরিক-বল-প্রসূত

সাহস দ্বারা লোক উপাধি, সম্মান, পূজা ও সমাদির লাভে সমর্থ হয় না, এজন্যই তাহার তত আদর নাই।

ধর্ম্ম-প্রসূত সাহসেই মানবকে পরাক্রান্ত ও গৌরবান্বিত করিয়াছে ;—সত্যানুসন্ধানে সাহস,—সত্য কথনে সাহস,—ন্যায়-পরতায় সাহস,—ঔদার্য্যে সাহস – পাপ-প্রলোভনের বিরুদ্ধে সাহস,—কর্ত্তব্য সাধনে সাহস। মানবের যদি এই গুণ না থাকিত, তবে অন্য কোন গুণকেই সে অকলঙ্কিত ভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ হইত না।

সাহসী ও তেজস্বী ব্যক্তিগণ চিরকাল পৃথিবীর নেতা ও শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন। ভীরু ও নিস্তেজ ব্যক্তিগণ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে বটে, কিন্তু তাহাদের জীবনের কোন স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যাইতে সমর্থ হয় না। এক একজন সাহসী ও তেজস্বী লোকের জীবন এক একটী আলোকময় পথ। সেই পথে গমন করিয়া শত শত লোক কৃতার্থ হইয়া যায়। এমন লোকের উদাহরণ, চিন্তা স্বভাব প্রভৃতি ভবিষ্যদ্বংশাবলীকে উত্তেজিত করে, এবং উন্নতি-পথে লইয়া যায়। মৃত্যুর দ্বারা তাঁহার শরীর পৃথিবী হইতে অপসৃত হয় বটে, কিন্তু তাঁহার আত্মার তেজ, সাহস প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিয়া, অন্যান্য মানবদিগকে সৎপথে চালিত করে। তিনি শরীর সম্বন্ধে মৃত হইয়াও, গুণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বংশাবলীর নেতাস্বরূপ বর্ত্তমান থাকেন ; চৈতন্য

---

* চৈতন্য—বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা চৈতন্য, ১৪০৭ শকে, জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে ও শচীদেবীর গর্ভে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন।

নানক*, শাক্যসিংহ †, যীশুখৃষ্ট ‡, লুথার §; পার্কার ¶, প্রভৃতি মহাপুরুষগণ কি যথার্থই মৃত হইয়াছেন ?—না, তাঁহারা মরেন

ইনি নীচ জাতীয় লোকদিগের ও স্খলিতপদ রমণীকুলের দুর্দ্দশায় কাতর হইয়া, তাহাদিগের দুর্দ্দশা মোচনে অগ্রসর হইলেন। সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া অপূর্ব্ব প্রেম ও ভক্তির ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। "আমরা সকলে এক পিতার সন্তান, মঙ্গলময় পিতা পাপীদিগকে পরিত্রাণ করিবার জন্য সতত উদ্যত রহিয়াছেন"—এই প্রেমের বার্ত্তা শ্রবণে হিন্দু, মুসলমান ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলে একত্র হইয়া এক সাম্যক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইলেন। খোল্, করতালের ঝঙ্কারযুক্ত হরিনামে ভারতবর্ষ কম্পিত হইল এবং প্রেম ও ভক্তির স্রোতে ভারতবর্ষ প্লাবিত হইল। ইনি ১৪৫৫ শকে নীলাচলে দেহত্যাগ করেন।

* নানক—ইনি শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। সর্ব্বত্র সকল ধর্ম্মে নানারূপ অন্ধবিশ্বাস, বাহ্য ক্রিয়াকাণ্ডের প্রাবল্য, নানাবিধ কুসংস্কার এবং প্রকৃত পবিত্রতার অভাব দর্শনে অতিশয় ব্যথিত হইয়া, এই মহাত্মা প্রচার করিতে লাগিলেন,—"একমাত্র চৈতন্য স্বরূপ ঈশ্বরই মানবের উপাস্য ও পরিত্রাতা ; তাঁহার শরণাগত হইলেই মানবের যথার্থ ধর্ম্মলাভ হইতে পারে।" তিনি সংসারাশ্রমে থাকিয়াই ধর্ম্মাচরণ করিবার উপদেশ দিতেন এবং সুহৃদয় ও সদাচরণের দ্বারাই ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করা যায়, বাহ্যাডম্বর বা ধর্ম্মের ভাণ করিয়া তাহা লাভ করা যায় না,—এই উদার মত শিক্ষা দিতেন।

† শাক্যসিংহ—এই মহাত্মার অন্য এক নাম বুদ্ধদেব। ইনি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি দেখিলেন, জগতে সুখের সঙ্গে দুঃখ অপরিহার্য্য ভাবে মিশ্রিত আছে, অতএব সুখ ও দুঃখ উভয়ের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করিলেন। বহু বৎসর ঘোর তপস্যান্তে ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন। কঠোর সাধনা, আত্ম সংযম, পবিত্র চরিত্র, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ। দলে দলে বৌদ্ধ-প্রচারকগণ ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাদের পবিত্র চরিত্র ও জলন্ত দৃষ্টান্তে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। নানাবিধ আত্মকৃত দুঃখ, অকালমৃত্যু,

নাই; তাঁহাদের শরীর এই পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের তেজোময় বাক্য ও উদাহরণ, তাঁহাদের সত্যনিষ্ঠা

বিবাদ, ঘৃণা প্রভৃতি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে ক্রমে অপসৃত হইতে লাগিল; এবং দুঃখের হস্ত হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ যদিও হইল না, তথাচ তাহা অনেক পরিমাণে দূরে সরিয়া পড়িল।

‡ যীশুখৃষ্ট—জুডিয়াদেশের অন্তর্গত বেথলিহাম নগরে যীশু জন্মগ্রহণ করেন। ইনি খৃষ্টধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা। এই মহাত্মা প্রচার করিলেন,—"আমরা সকলে এক পিতার সন্তান; যদি নিজ সম্পত্তি দীন দুঃখীকে দান করিয়া সন্ন্যাসী হইতে পার, যদি কল্য কি খাইব, এই চিন্তায় আকুল না হইয়া থাকিতে পার, তবে আমার সঙ্গে এস"—এইরূপ পূর্ণ আত্মত্যাগ তিনি ধর্ম্মসাধনের প্রধান লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, এই আত্ম-ত্যাগের মন্ত্র প্রভাবেই আজ পর্য্যন্তও এই খৃষ্টধর্ম্ম, বৈজ্ঞানিক, সুতরাং ঘোর সূক্ষ্মদর্শী, ইউরোপ ও আমেরিকাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

§ মার্টিন লুথার—জর্ম্মণদেশীয় প্রসিদ্ধ ধর্ম্মসংস্কারক এবং প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার সময়ে ধর্ম্ম জগতে পোপের একচ্ছত্র রাজত্ব চলিতেছিল। ধর্ম্মজগতে নানারূপ ক্ষমতার ব্যভিচার দর্শনে, এই মহাত্মা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া ওয়াইটেম্বার্গের ভজনালয়ে কোনও মহোৎসব উপলক্ষে, জনসাধারণের নিকট স্বীয় ধর্ম্মমত ব্যক্ত করিলেন এবং পোপের বিরুদ্ধে ধর্ম্মমত ব্যাখ্যা করিয়া ৯৫টী মূল মতপূর্ণ একখানি বিশ্বাস-পত্র ভজনালয়ে সংযুক্ত করিয়া দিলেন। এই বিশ্বাস-পত্র দর্শনের জন্য জনতা হইতে লাগিল এবং তাহাতে যে অগ্নি জ্বলিল, তাহা আর নির্ব্বাণ করিতে কাহারও ক্ষমতা হইল না। জন্ম ১৪৮৩ খৃঃ, মৃত্যু ১৫০৬ খৃঃ।

¶ থিয়ডোর পার্কার—আমেরিকার বিখ্যাত ধর্ম্ম-সংস্কারক। এই মহাত্মা খৃষ্টধর্ম্মের ভ্রমপূর্ণ মত সকল সংশোধন করিয়া একেশ্বর-বাদ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অসাধারণ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। এতৎ প্রণীত ধর্ম্মগ্রন্থ সকল গভীর ধর্ম্মভাব, পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। জন্ম ১৮১০ খৃঃ, মৃত্যু ১৮৬০ খৃঃ।

ও সাহস, তাঁহাদের সরলতা ও প্রেম, এখনও মানব-হৃদয়ে রাজত্ব করিতেছে, এবং তাহাদিগকে প্রকৃত উন্নতির পথে আকর্ষণ করিতেছে।

মানবের যদি আত্মবিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে তিনি অনেক বিঘ্নবাধা অতিক্রম করিতে পারেন। তাঁহার আত্মবিশ্বাস দেখিয়া অন্য লোকও নিজের প্রতি বিশ্বাস করিতে শিক্ষা করে। রোমসম্রাট বিখ্যাত ছিজার * একদা সমুদ্র-পথে যাইতে হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। জাহাজের কাপ্তান অত্যন্ত ভীরু ছিলেন, তিনি ঝড়ের প্রবল বেগ দেখিয়া ভয়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন, এবং এই বিপদের সময় সাহস হারাইয়া বিপদাশঙ্কা আরও বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। সাহসী ছিজার তাঁহাকে সিংহ-গর্জ্জনে বলিলেন, "কাপ্তান! তুমি কিসের ভয় করিতেছ? তোমার জাহাজ যে ছিজারকে বহন করিতেছে!" কি আশ্চর্য্য বিশ্বাস! সাহসী ছিজার যেখানে বর্ত্তমান, সেখানে আবার কিসের ভয়?

বস্তুতঃ বীরপুরুষের সাহস সংক্রামক। ইহা তাড়িতস্ফুলিঙ্গের ন্যায় অন্যের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে কম্পমান করিয়া তুলে এবং আত্মবিশ্বাস ও সাহস দান করে। যে ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস নাই, সে কিরূপে সাহসী হইবে? প্রত্যেক ব্যক্তিই

---

* জুলিয়স ছিজার - ইনি অতিশয় পরাক্রান্ত, সাহসী ও উচ্চাশয় ছিলেন। রোম-সম্রাটদিগের মধ্যে ইনি একজন শীর্ষস্থানীয় বীরপুরুষ। জন্ম ১০০ খৃঃ পূঃ, মৃত্যু ৪৩ খৃঃ পূঃ।

আপন ক্ষমতা ও দুর্ব্বলতার বিষয় উত্তমরূপে অবগত আছেন। ক্ষমতার চালনা করিয়া যদি দুর্ব্বলতা অতিক্রম করিতে চেষ্টা না করেন, তবে তিনি কিরূপে উন্নত ও সাহসী হইবেন? সাহস পূর্ব্বক জলে ঝাঁপ না দিয়া, যদি চিরকাল কদলী-বৃক্ষের সাহায্যে জল পৃষ্ঠে ভাসেন, তবে তিনি সাঁতার দিতে কেমনে শিক্ষা করিবেন? আত্ম-বিশ্বাসী ব্যক্তি নিজের ক্ষমতা ও দুর্ব্বলতা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া, ক্ষমতা দ্বারা দুর্ব্বলতার ক্ষতিপূরণ করেন। যিনি বলেন, "আমার মত লোক পৃথিবীতে কি সৎকার্য্য করিতে পারে?"—তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ এই উত্তর দেওয়া উচিত, "ভ্রাতঃ, যাঁহারা পৃথিবীতে উন্নতিলাভ করিয়া মানবগণের নেতা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রথমে তোমার ন্যায় সামান্য লোক ছিলেন; নিজের পরিশ্রম, অধ্যবসায়, আত্ম-বিশ্বাস প্রভৃতি সদ্‌গুণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহারা ঐরূপ উন্নত ও প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তুমিও যদি ঐরূপ কর, তবে নিশ্চয়ই উন্নতি লাভে সমর্থ হইবে।"

সাহসী ও অধ্যবসায়ী ব্যক্তি বিঘ্ন বাধায় পরাস্ত হন না। প্রসিদ্ধ দার্শনিক ডাইওজিনিস্ * প্রথমে যখন এণ্টিস্থিনিসের †

---

* ডাইওজিনিস্—গ্রীসদেশীয় পূর্ব্বতন বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ও ইতিহাসবেত্তা। ইনি ১০ খণ্ড পুস্তকে দার্শনিক পণ্ডিতদিগের জীবন-চরিত লিখিয়া গিয়াছেন।

† এণ্টিস্থিনিস—গ্রীসদেশীয় পূর্ব্বতন প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। ইনি

নিকটে গমনপূর্ব্বক তাঁহার শিষ্য হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, এণ্টিস্থিনিস্ তাহাতে অসম্মত হইলেন; কিন্তু ডাইওজিনিস্ তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ এত অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, তিনি বিরক্ত হইয়া হস্তের গ্রন্থিময় যষ্ঠি উত্তোলনপূর্ব্বক বলিলেন, "যদি এখনই প্রস্থান না কর, তবে এই যষ্ঠির আঘাতে দূর করিব।" ডাইওজিনিস্ তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "আমাকে আঘাত করুন, কিন্তু আপনি এমন দৃঢ় যষ্ঠি কোথাও পাইবেন না, যাহা দ্বারা আমার অধ্যবসায়কে জয় করিতে পারিবেন।" এণ্টিস্থিনিস্ এই বাক্যে পরাস্ত হইলেন, এবং আর একটী কথাও না বলিয়া তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন।

প্রচুর বিদ্যা এবং জ্ঞান থাকিলেও যদি আত্ম-বিশ্বাস এবং সাহস না থাকে, তবে সেই জ্ঞান ও বিদ্যা দ্বারা কোন মহৎ কার্য্যই সাধিত হয় না। আর এই দুই গুণ থাকিলে, সাধারণ বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিও সংসারে অসাধারণ কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে পারেন। যে সকল লোক মানবদিগকে ধর্ম্মে ও সৎকার্য্যে উত্তেজিত করিয়া গিয়াছেন, যে সকল লোক বাষ্পীয়পোত ও তাড়িৎ-বার্ত্তাবহ প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সাধারণ বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন লোক ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা আত্মবিশ্বাস, সাহস, কার্য্যদক্ষতা, উৎসাহ ও যত্নের গুণে পৃথিবীকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া

সক্রেটিজের শিষ্য ছিলেন এবং মানবের কার্য্যগত উত্তমতা ও চরিত্রের পবিত্রতাকেই ধর্ম্মের ভূমি বলিয়া মনে করিতেন।

গিয়াছেন। চিরকাল তাঁহাদের নাম মানব-হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে; ভবিষ্যদ্বংশ তাঁহাদিগকে পূজা করিবে ও কৃতজ্ঞতার উপহার দান করিবে।

যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার সাহস দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। লজ্জা, লোক-ভয় এবং শত্রুভয় তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না; কেন না, তাঁহার কার্য্য সৎ। তাঁহার অন্তর সর্ব্বদা বিশ্বাস ও সাহসে পরিপূর্ণ থাকে; কারণ, তিনি জানেন যে, কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতেছেন, সত্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ তাঁহার সহায় এবং সৎকার্য্যের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন ঈশ্বর তাঁহাব সহায়। যদি ঈশ্বরই তাঁহার দিকে রহিলেন, তবে আর কে তাঁহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে সাহস করিবে?

সেক্সপীয়ার * বলেন—"নির্ম্মল হৃদয় অপেক্ষা দৃঢ়তর কবচ আর কি হইতে পারে? যাঁহার বিবাদের কারণ ন্যায়ানুমোদিত, তিনি যুদ্ধ-সাজে অসজ্জিত হইয়াও অভেদ্য কবচ দ্বারা রক্ষিত; আর যাঁহার বিবেক দূষিত, তিনি অভেদ্য কবচে সজ্জিত হইয়াও নগ্ন।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "বিবেক বড়ই ভয়ানক বস্তু। ইহা মনুষ্যকে ভীরু করে; চুরি করিলে তাহাকে ভর্ৎসনা করে; শপথ করিলে তাহাকে নিগ্রহ করে; এবং লজ্জাকর কার্য্যে তাহার কপোল রক্তানুরঞ্জিত করে। ইহা

* ২৩ পৃঃ দেখ।

মনুষ্যের বক্ষের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত করে এবং তাহার কার্য্য সমূহ নানা বিঘ্ন বাধায় পরিপূর্ণ করে।" তিনি স্থান-বিশেষে আরও বলিয়াছেন, "চোর প্রত্যেক জঙ্গলের ঝোপকে পুলিস কর্ম্মচারী বলিয়া ভয় করে।" "দোষী ব্যক্তি আপন দোষের ভারেই চূর্ণ হইয়া যায়।"

লর্ড বেকন * বলেন, "মানব যখন সদুদ্দেশ্যে কার্য্যে নিযুক্ত হন, তখন তিনি যে কেবল ধার্ম্মিকগণের সহায়তা প্রাপ্ত হন এমন নহে, দেবতাগণও তাঁহাকে আনুকূল্য করিতে প্রস্তুত হন।" বাইবেলে † লিখিত আছে, "দোষী ব্যক্তিগণ অনুসৃত না হইয়াও ভয়ে পলায়ন করে, কিন্তু নির্দ্দোষ ব্যক্তি সিংহের ন্যায় সাহসী।" অতএব নির্দ্দোষিতাই সাহসের এক প্রধান কারণ। মানব নির্দ্দোষ না হইলে কখনই প্রকৃত সাহসী হইতে পারে না। দোষী ব্যক্তির অন্তরে সাহস স্থান পায় না। সে মুখে কোন সাহসের কথা বলিলেও অন্তরে আঘাত প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাঁহার অন্তর নির্ম্মল ও ন্যায়পথাবলম্বী, তিনি যথার্থই সিংহের ন্যায় সাহসী। সামান্য বাধায়, সামান্য বিভীষিকায়, সামান্য লোকনিন্দা-ভয়ে, তিনি সৎকার্য্য হইতে বিরত হন না। সময়ে তাঁহার অন্তর কুসুমাপেক্ষাও কোমল এবং সময়ে বজ্রাপেক্ষাও কঠিন বলিয়া বোধ হয়! স্বদেশ রক্ষার জন্য

---

* ৩৫ পৃঃ দেখ।

† খৃষ্টানদিগের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ।

ব্রুটস্* নিজ তনয়দ্বয়ের শিরচ্ছেদ করাইয়াছিলেন; প্রজারঞ্জনের নিমিত্ত রামচন্দ্র সীতার সঙ্গে সঙ্গে নিজের সংসার-সুখ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; সত্যরক্ষার জন্য যুধিষ্ঠির মৎস্য-রাজ-গৃহে দাসত্ব করিয়াছিলেন; এই সমস্ত অদ্ভুত কার্য্যের বিষয় স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত ও মন বিস্ময়াবিষ্ট হয়।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ৪৭২ জন পুরুষ ও ১১৬ জন স্ত্রীলোকসহ একখানা বাষ্পীয় পোত আফ্রিকাভিমুখে গমন করিতেছিল। রজনীযোগে হঠাৎ সাগরগর্ভস্থ এক পর্ব্বতে আঘাত লাগিয়া জাহাজ ভগ্ন হইয়া গেল এবং ক্রমশঃ জলমগ্ন হইতে লাগিল। জাহাজ রক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া নাবিকগণ পোতাধ্যক্ষের ইচ্ছানুসারে, নিদ্রিত ব্যক্তিদিগকে জাগরিত করিল, এবং অসহায় মহিলা ও শিশু সন্তানদিগকে সর্ব্বাগ্রে রক্ষা করিবার আদেশ প্রচার করিল। ইহাতে জাহাজের কোনও ব্যক্তি দ্বিরুক্তি করিল না। সকলেই তাড়াতাড়ি নিদ্রিত স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে জাগরিত করিয়া, নিস্তব্ধ ভাবে তাহাদিগকে জাহাজস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় আরোহিত করিল এবং ভাসাইয়া দিল। একখানা ক্ষুদ্র নৌকাও অবশিষ্ট রহিল না।

---

* লুসিয়স্ জুনিয়স্ ব্রুটস্—রোমরাজ্যের বিখ্যাত স্বদেশবৎসল, নীতিপরায়ণ মহাত্মা। ইনি স্বদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার অপরাধে আপন পুত্রদ্বয় টাইটস্ ও টাইবিরিয়সের শিরচ্ছেদ করাইয়াছিলেন। মৃত্যু ৫০৯ খৃঃ পূঃ।

এই জাহাজে অধিকাংশই অশিক্ষিত ও নবপ্রবিষ্ট সৈনিক-পুরুষ ছিল। শিক্ষাভূমিতে সৈন্যগণ যেমন কখন কখন নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করে, সেইরূপ ইহারাও আপনাপন বন্দুক স্কন্ধোপরি রাখিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিল! জাহজ ক্রমে ক্রমে জলমগ্ন হইতে লাগিল। অতি ভীষণ মৃত্যু সম্মুখে দেখিয়াও কেহ ব্যাকুল বা বিকলান্তঃকরণ হইল না। কাহারও মুখভঙ্গিতে কোনও কাতরতা বা দীনতার চিহ্ন দেখা গেল না। তাহাদের মধ্যে কেহই জীবনের জন্য উৎসুক হইয়া ক্ষুদ্র নৌকাভিমুখে একপদও প্রক্ষেপ করে নাই, "অসহায় ও অশক্ত স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে অবশ্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য এবং এই অবশ্য-কর্ত্তব্য আমরা নিজের জীবন দান করিয়া নির্ব্বাহ করিলাম," এই সাধু-চিন্তাজনিত বিমল সুখ অনুভব করিতে করিতে প্রফুল্লান্তঃকরণে সকলে ভীষণ সাগরগর্ভে জন্মের মত নিমগ্ন হইল! কি অদ্ভুত দয়ার্দ্রতা! ইহাদের অন্তর কি সুকুমার কুসুমাপেক্ষাও কোমল ছিল না? কি অদ্ভুত সাহস! ভীষণ সাগর গর্ভে, বিকট মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় ও প্রসন্নচিত্তে আলিঙ্গন পূর্ব্বক নিজের প্রিয়তম প্রাণ বিসর্জ্জন দিল! ইহাদের অন্তর কি নিদারুণ বজ্রাপেক্ষাও কঠোর ছিল না?

ঈদৃশ মহামনাঃ ব্যক্তিগণই যথার্থ পূজার পাত্র। ইঁহাদের কীর্ত্তি কখনই মানবের অন্তর হইতে বিলুপ্ত হইবে না। এই পৃথিবীর এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত ইঁহাদের অবিনশ্বর যশোরাশি ঘোষিত হইবে। বস্তুতঃ যাঁহারা যথাসময়ে উচিত

কার্য্যে জীবন দান করিতে কুণ্ঠিত না হন, তাঁহাদের কখনও দীনতা বা পরাভবখেদ সহ্য করিতে হয় না। ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে এরূপ অনেক সাহসী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা নিজকার্য্য দ্বারা স্বদেশকে ও স্বদেশবাসীদিগকে কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন, এবং এজন্যই ইউরোপীয় জাতিগণ এমন পরাক্রান্ত, বিখ্যাত ও সৌভাগ্যশালী হইয়াছেন।

ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ ইংরেজের পোষাক, মদ্যপান ও চুরটসেবন প্রভৃতির অনুকরণে নিপুণ; কিন্তু ইংরেজ জাতির সৎসাহস ও সদ্দৃষ্টান্ত তাঁহাদের প্রাণে আঘাত করে না। তাঁহারা বরং প্রত্যেক মিরজাফরের * কার্য্যের পুনরভিনয় করিতে প্রস্তুত হইবেন, স্বার্থের জন্য সমস্ত দেশকে বরং ডুবাইবেন, তথাপি ওয়াসিংটনের † বা গ্যারিবল্ডির ‡

* মিরজাফর—সিরাজ উদ্দৌলার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ। পলাসির যুদ্ধে এই ব্যক্তি কিরূপ বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং রাজ্য-লোভে আপন প্রভুর কি সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন, বঙ্গের ইতিহাস চিরকাল তাহা ঘোষণা করিবে।

† ৩৯ পৃঃ দেখ।

‡ জোসেফ্ গ্যারিবল্ডি—ইটালির বিখ্যাত স্বদেশবৎসল, সত্যপরায়ণ মহাত্মা। যে সকল মহানুভব ইটালিকে অষ্ট্রীয়ার দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদিগের শীর্ষস্থানীয়। এই মহাত্মা স্বদেশকে স্বাধীন করিবার জন্য যে অপূর্ব্ব বীরত্ব, সহিষ্ণুতা, কার্য্যদক্ষতা ও ন্যায়-পরায়ণতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে মানব-হৃদয়ে

গুণাবলীর কথা মনেও স্থান দিবেন না। তাঁহাদের প্রত্যেকের যদি নিজের সুখ হইল, তবে জন্মভূমি বা স্বদেশবাসী রসাতলে যাউক, ভ্রূক্ষেপ নাই। এক জাফর মৃত হইয়াছেন, লক্ষ লক্ষ জাফর এখনও জীবিত আছেন। নীচ স্বার্থপরতা যদি ভারতে স্থান না পাইত, তবে কি ভারতভূমির এরূপ দুর্দ্দশা হইত ?

অঙ্কিত থাকিবে। ইহার উদ্দীপনাপূর্ণ বাক্য সকল, অদম্য সাহস ও অটল অধ্যবসায়, মৃতপ্রায় ইটালিতে নবজীবন সঞ্চার করিয়াছিল। জন্ম ১৮০৭ খৃঃ, মৃত্যু ১৮৮২ খৃঃ।

শৃঙ্খলা

"The least confusion but in one, not all
That system only, but the whole must fall."

Pope.

"Good order is the foundation of all good things."

Burke.

শৃঙ্খলা শব্দের অর্থ এই যে, বহুসংখ্যক বস্তু যথাস্থানে এরূপ পর্য্যায়ক্রমে সজ্জিত করা হইয়াছে, অথবা বহুসংখ্যক কার্য্য যথাসময়ে এরূপ পর্য্যায়ক্রমে সম্পাদন করা হইয়াছে, যেন তাহাদিগের দ্বারা কোন অভীষ্ট অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারে।

শৃঙ্খলা কার্য্যের প্রাণস্বরূপ। শৃঙ্খলা ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হয় না, অথচ ইহা থাকিলে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কার্য্য সম্পাদন করা যায়। বিশৃঙ্খল ব্যক্তি সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া যে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে না, সুশৃঙ্খল ব্যক্তি তাহা কয়েক ঘণ্টাতেই নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হন।

পৃথিবীতে ব্যক্তিমাত্রেরই এত কার্য্যভার যে, তদ্বিষয়ে একটী বিশেষ নিয়ম অবলম্বন করিয়া না চলিলে, তিনি কদাচ সকল কার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদন করিতে সমর্থ হন না। সকল কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও, শৃঙ্খলা না থাকিলে সেই সকল কার্য্যে এত গোলযোগ উপস্থিত হয়, এবং তাহারা চারিদিক হইতে তাঁহাকে এরূপ জড়াইয়া ধরে যে, তাঁহার ইচ্ছা কখনই ফলবতী হয় না। কার্য্যগুলির মধ্যে কোন্‌টী পূর্ব্বে ও কোন্‌টী পরে সম্পাদন করিবেন, তাহা তিনি স্থির করিতে সমর্থ হন না, এবং নানা গোলযোগে কোন কার্য্যই উত্তমরূপে সম্পন্ন হয় না।

যিনি যে অবস্থাপন্ন লোক হউন না কেন, তাঁহার উপরে নিজের, নিজ পরিবারের ও সমাজের এত কার্য্যভার রহিয়াছে যে, তজ্জন্য একটী দৈনিক কার্য্যপ্রণালী না থাকিলে সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না, প্রত্যুত তাহাদের মধ্যে একটী কার্য্য আর একটীর পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া পড়ে। সেসিল্* বলিয়াছেন, "শৃঙ্খলা, বাক্‌স মধ্যে পদার্থ সজ্জিত করিবার ন্যায়। নির্ব্বোধ ব্যক্তি একটা বাক্‌সের মধ্যে যত বস্তু রাখিতে সমর্থ হয়, নিপুণ ব্যক্তি তাহার দেড়া বস্তু তন্মধ্যে সাজাইয়া রাখিতে পারেন।"

---

* উইলিয়ম সেসিল্ (লর্ড বার্লে)—ইংলণ্ডের বিখ্যাত রাজমন্ত্রী ও রাজকোষাধ্যক্ষ। এই মহাত্মার যত্নে ধর্ম্ম-সংস্কারসম্বন্ধে পার্লিমেণ্ট কর্ত্তৃক ৩৯টী নিয়ম অনুমোদিত ও বিধিবদ্ধ হইয়া বিশুদ্ধ খৃষ্টধর্ম্মের সূত্রপাত হইয়াছিল। জন্ম ১৫২০ খৃঃ, মৃত্যু ১৫৯৮ খৃঃ।

টমাস্ ফুলার * বলিয়াছেন, "তোমার চিন্তাগুলিকে সুশৃঙ্খল ভাবে সাজাইয়া রাখ। বিশৃঙ্খল ব্যক্তির বোঝা বহন করিবার সময় একটা বস্তু ভূমিতে পড়িয়া যায়, আর একটা তাহার স্কন্ধোপরি ঝুলিয়া পড়ে এবং পদে পদে তাহার গতিরোধ করে, কিন্তু সুশৃঙ্খল ব্যক্তি তাহার দ্বিগুণ জিনিস সুন্দররূপে বোঝা বাঁধিয়া বহন করে। কার্য্য সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ। যে ব্যক্তি সুশৃঙ্খলায় নিয়মিত কার্য্য সম্পাদন করে, সে অনিয়মী ব্যক্তির দ্বিগুণ কার্য্য অল্প সময় মধ্যে অতি সহজে নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয়। অনিয়মী যে কার্য্য সমুহের ভারে বিরক্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে, নিয়মী ব্যক্তি তাহার দ্বিগুণ কার্য্য স্থিরচিত্তে অবলীলাক্রমে সম্পাদন করে।"

আমাদের দেশে বহুসংখ্যক স্কুলের ছাত্র, বৎসরের অধিকাংশ সময় আলস্যে ক্ষেপণ করিয়া, পরীক্ষার দুই একমাস পূর্ব্বে এত পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করেন যে, তাহাতে হয় রোগগ্রস্ত হইয়া পরীক্ষা দিতে অক্ষম হন, না হয়, পরীক্ষান্তেই উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহারা যদি বৎসরের প্রথম হইতে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সময়ের সদ্ব্যবহার করেন, তাহা হইলে এরূপ দুর্ঘটনা কখনও হয় না।

* টমাস্ ফুলার—বিখ্যাত ইংরেজ ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ ও ইতিহাসবেত্তা। ইনি অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে "বৃটিশ ধর্ম্মসমাজের ইতিহাস," "ইংলণ্ডের বিখ্যাত মহাত্মগণ," "পবিত্র যুদ্ধের ইতিহাস," সর্ব্বত্র সমাদৃত। জন্ম ১৬০৮ খৃঃ, মৃত্যু ১৬৬৮ খৃঃ।

শৃঙ্খলা কার্য্য সাধনের মায়ামন্ত্র। ইহার প্রভাবে সর্ব্বদাই সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। শৃঙ্খলা পূর্ব্বক পদার্থ সকল যথাস্থানে রাখিয়া এইরূপে বোঝা প্রস্তুত করিতে হয় যে, তাহাদিগকে বহন করা সুবিধাজনক হইতে পারে। কার্য্য সকলকে সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পাদন করিতে হয়। সুশৃঙ্খলভাবে সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে হয়। নিজের ধন সম্পত্তি সুশৃঙ্খলভাবে সদ্ব্যয়ে নিয়োগ করিতে হয়। বিখ্যাত লর্ড লিটন্ * বলিয়াছেন, "যিনি পৈতৃক বা স্বোপার্জ্জিত বহুমূল্য দ্রব্যজাত পৃথক্ পৃথক্ করিয়া যথাস্থানে সাজাইয়া রাখেন, এবং প্রয়োজনানুসারে কোথায় কি পাওয়া যাইবে, তাহা সম্যক্ অবগত থাকেন, তিনি অবস্থার পরিবর্ত্তনে স্থানচ্যুত হন না, তিনিই শৃঙ্খলার—অর্থাৎ কৃতকার্য্যতা লাভের অন্তিম ও সর্ব্ব প্রধান রহস্যোদ্ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।"

যে ব্যক্তি নিয়মানুসারে চলিতে থাকেন, ঔদাস্য বশতঃ তাঁহার কোন কার্য্য পড়িয়া থাকে না, অথবা নিতান্ত ব্যস্ততা হেতু কোন কার্য্য অসম্পূর্ণ বা অনালোচিত থাকে না। তিনি দেখেন যে, প্রকৃতি নিয়মে পরিপূর্ণ। প্রকৃতির প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে তিনি সুশৃঙ্খলার চিহ্ন দেখিতে পান। দিবা রাত্রি ও ঋতুর পরিবর্ত্তন প্রভৃতি তাঁহাকে শিক্ষা দান করে। তিনি প্রকৃতি-প্রদর্শিত পথাবলম্বন পূর্ব্বক সুখে ও শান্তিতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। তাঁহার চিন্তা ও কার্য্য সমূহ নিয়ম দ্বারা চালিত হয়। তিনি ক্ষুদ্র কার্য্য হইতে প্রধান কার্য্য পর্য্যন্ত সমস্তই নিয়মানুসারে

* ৫১ পৃষ্ঠা দেখ।

সম্পাদন করেন, তিনি প্রত্যেক দিবসান্তে পরীক্ষা করিয়া দেখেন, সেই দিবসের কোন্ কার্য্য অসম্পন্ন রহিয়াছে, এবং ভবিষ্যতে ঐরূপ না ঘটে, তজ্জন্য সাবধান হন। দুঃখ, বিরক্তি ও নিরাশা তাঁহার নিকটস্থ হইতে পারে না।

প্রকৃত কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি, নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ কার্য্যটী সর্ব্ব প্রথমে সম্পাদন করিবার জন্য এক মনে যত্ন করেন। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি পরিশ্রমকে ভয় করে, তাহারা প্রথমে সাধারণ কার্য্যগুলি নির্ব্বাহ করিয়া, পরে বৃহৎ কার্য্য করিবে, এই আশায় তাহা রাখিয়া দেয়, এবং তাহার ফল এই হয় যে, ঐ কার্য্য আর কখনও সম্পাদিত হয় না; কারণ, চতুর্দ্দিক হইতে অন্যান্য কার্য্যের স্রোত এত প্রবলবেগে আসিয়া পড়ে যে, ঐ বৃহৎ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার সময় থাকে না। তাহারা প্রধান কার্য্যে অবহেলা পূর্ব্বক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করে এবং আপন লঘুচিত্ততার পরিচয় দান করে।

যাঁহার মন যতদূর উন্নত, তিনি সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিতে ভালবাসেন। উন্নত ব্যক্তিগণ, দুই একটী অকিঞ্চিৎকর কার্য্য ছাড়িয়া দিয়াও, যাহাতে বৃহৎ কার্য্য সর্ব্বাগ্রে সম্পাদন করিতে পারেন, তজ্জন্য যত্ন করেন। অতএব কোন্ কার্য্যগুলি প্রধান, ও পূর্ব্বে করিতে হইবে এবং কোন্গুলি শেষের জন্য থাকিবে, তাহা বিবেচনা করা শৃঙ্খলার এক প্রধান অঙ্গ। যেমন কোথাও বাক্সের মধ্যে রাশিকৃত অলঙ্কার থাকিলে, অথবা তাহাদিগকে

যথাস্থানে পরিধান না করিয়া, হস্তালঙ্কার পদে, কর্ণালঙ্কার নাসিকায় ধারণ করিলে, তাহাতে স্ত্রীলোকের শোভা বৃদ্ধি না হইয়া বরং হ্রাসই হয়, এবং তাহার নির্ব্বুদ্ধিতা ও মূর্খতার পরিচয় দান করে, সেইরূপ কার্য্য সকলকে স্তুপাকার করিয়া রাখিলে, অথবা পূর্ব্বের কার্য্য পরে ও পরের কার্য্য পূর্ব্বে নির্ব্বাহ করিলে, তাহাতে উন্নতি না হইয়া বরং অবনতিই হয় এবং কর্ত্তার নির্ব্বুদ্ধিতা ও মূর্খতাব্যঞ্জক হয়। অতএব কার্য্য সকলকে প্রথমতঃ তাহাদের প্রাধান্য অনুসারে এমন সুচারুরূপে শৃঙ্খলা-বদ্ধ করিতে হইবে, যেন পর্য্যায়ক্রমে তাহাদিগকে সম্পাদন করা যায়; তৎপরে একে একে তাহাদিগকে নির্ব্বাহ করিতে হইবে। কোল্‌টন্ * বলেন,—"চঞ্চলতা কার্য্যবিনাশক ও শান্তি-হীনতার পরিচায়ক। চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তি পিঞ্জরাবদ্ধ কাষ্ঠ মার্জ্জারের ন্যায় সততই পরিশ্রম করে; কিন্তু তাহা ফলপ্রদ হয় না। সততই গমন করে, কিন্তু বিন্দুমাত্রও অগ্রসর হইতে পারে না; পথস্থিত চরকি কলের ন্যায় সকলের সম্মুখেই পতিত হয়, কিন্তু কাহারও গতি রোধ করিতে পারে না; অনেক কথা বলে, কিন্তু তাহার মধ্যে সারাংশ অল্পই থাকে; সকল পদার্থই তাহার নয়ন-গোচর হয়, কিন্তু সে কিছুই পর্য্যবেক্ষণ করে না; অগ্নির মধ্যে

---

* কোল্‌টন্—বিখ্যাত ইংরেজ গ্রন্থকার ও ধর্ম্মযাজক। এতৎপ্রণীত "ল্যাকন্ বা অল্প কথায় অনেক বিষয়" অতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল; "কপটতা," "নেপোলিয়ন" প্রভৃতিও উপেক্ষার বস্তু নহে। জন্ম ১৭৮৫ খৃঃ, মৃত্যু ১৮৩২ খৃঃ।

তাহার বহুসংখ্যক লৌহ আছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে দুই চারিটী ব্যতীত আর গুলি উত্তপ্ত হয় নাই * এবং যে কয়টী উত্তপ্ত হইয়াছে, তাহা দ্বারাও তাহার অঙ্গুল পোড়া † মাত্র সার হয়।"

বিখ্যাত স্যার্ ওয়াল্টার স্কট্ ‡ বলিয়াছেন, "তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি অবিলম্বে সম্পাদন করিয়া বিশ্রাম সুখ ভোগ কর। কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার পূর্ব্বে কখনও বিশ্রাম করিও না। সৈন্যগণ যখন যুদ্ধযাত্রা করে, তখন পুরোভাগের সৈন্যগণ সুচারুরূপে গমন না করিলে, পশ্চাদ্ভাগের সৈন্যগণ মধ্যে যেমন বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়, কার্য্য সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ। উপস্থিত কার্য্য সকল সর্ব্বপ্রথমে নিয়মিতরূপে সম্পাদিত না হইলে, অন্যান্য কার্য্য সকল পশ্চাতে সঞ্চিত হইয়া, দুর্ব্বহভারে নিপীড়িত করিতে থাকে এবং ব্যাকুল করিয়া তুলে।" লর্ড চেষ্টারফিল্ড §

* উত্তপ্ত হয় নাই—পিটিয়া ইচ্ছানুরূপ আকৃতি দানের উপযুক্ত হয় নাই।

† আঙ্গুল পোড়া মাত্র সার হয়—চিম্‌টা দ্বারা রীতিমত না ধরাতে উষ্ণ লৌহ আঙ্গুলে লাগিয়া যায়।

‡ পৃঃ ১৬ দেখ।

§ লর্ড চেষ্টারফিল্ড্—বিখ্যাত ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞ। সুসভ্য জগতে উন্নতি লাভার্থ ইনি স্বীয় পুত্রকে যে সকল উপদেশপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা ভাষার সৌন্দর্য্য ও প্রাঞ্জলতার জন্য এখনও সমাদর পূর্ব্বক সর্ব্বত্র অধীত হইয়া থাকে। পত্রগুলির মধ্যে ধর্ম্মনীতির শিথিলতা, যে কোনও উপায়ে সংসারে উন্নতিলাভের চেষ্টা, আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিবর্জ্জন প্রভৃতি অনেক দোষ রহিয়াছে। জন্ম ১৬৯৪ খৃঃ, মৃত্যু ১৭৭৩ খৃঃ।

বলেন, "কার্য্যে সত্বরতা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে যত সত্বর কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, আর কিছুতেই সেইরূপ হয় না। যদি কোন অসম্ভাবিত অবশ্যকর্ত্তব্য বিষয় হঠাৎ উপস্থিত না হয়, তবে একটী কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়া অলঙ্ঘনীয়রূপে তদনুযায়ী কার্য্য করিতে প্রাণপণে যত্ন করা উচিত। সপ্তাহের মধ্যে কোন বিশেষ দিবসের এক ঘণ্টা হিসাবাদি সুশৃঙ্খল করিবার জন্য স্থির করিয়া রাখা উচিত। এরূপ করিলে ঐ কার্য্যে সময়ও অধিক ব্যয় হয় না, অথচ ঠকিবার সম্ভাবনা অল্পই থাকে। সাধারণ রকমের একখানা ক্ষুদ্র পুস্তকে প্রধান প্রধান বিষয়গুলি টুকিয়া রাখা উচিত। যদি দৈবাৎ কোন কার্য্যে দুই তিন ঘণ্টা অধিক ব্যয় করা আবশ্যক হয়, তবে তাহা শয়নের সময় হইতে ধার করা কর্ত্তব্য।"

লর্ড বেকন বলিয়াছেন, "যথার্থ সত্বরতা অতি বহুমূল্য পদার্থ। যেমন অর্থ দ্বারা বস্তু সকল ক্রীত হয়, তদ্রূপ সময়-ধনের দ্বারা কার্য্য সমূহ ক্রীত হইয়া থাকে। যেখানে সত্বরতা নাই, তথায় কার্য্য সকলকে অতি মহার্ঘ দরে খরিদ করিতে হয়।" স্পার্টা ও স্পেন দেশের লোকগণ চিরক্রিয়তার জন্য বিখ্যাত; এজন্য একটী নীতি কথা প্রচলিত আছে, "আমার মৃত্যু যেন স্পেন দেশ হইতে আসে, কারণ, তাহা হইলে তাহার আসিতে অনেক বিলম্ব হইবে।"

শৃঙ্খলার মধ্যে স্থান ও সময় এই দুইটীই প্রধান বস্তু। ইহাদের প্রতি সাবধানে দৃষ্টি রাখিলেই কার্য্যসিদ্ধি হয় এ

সম্বন্ধে দুইটী নীতি কথা আছে। প্রথমতঃ "প্রত্যেক বস্তুর জন্য স্থান এবং প্রত্যেক বস্তু যথাস্থানে সজ্জিত।" দ্বিতীয়তঃ "প্রত্যেক কার্য্যের জন্য সময় এবং প্রত্যেক কার্য্য যথা সময়ে সম্পন্ন।"

সত্বরতা যেমন কার্য্য সম্পাদনের প্রধান সহায়, অতি সত্বরতা বা অযথা সত্বরতা কার্য্য সম্পাদনের পক্ষে তেমনই অনিষ্টকর। অপিচ 'কতক্ষণ কার্য্য করিলাম' ইহা দ্বারা কার্য্যের পরিমাণ না করিয়া, 'কার্য্যের কতদূর সম্পন্ন হইল' তাহাই দেখা উচিত।

যে ব্যক্তি শৃঙ্খলাপ্রিয়, তাঁহার আচরণ, কার্য্যকলাপ, ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতি সমস্তই সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। মানবচিত্ত এত চঞ্চল যে, সহজেই তাহা নির্দ্দিষ্ট পথ ছাড়িয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে। এই চাঞ্চল্য দূর করিবার একমাত্র উপায়—নিয়ম। নিয়ম অবলম্বন না করিলে কোন ব্যক্তিই একভাবে কার্য্য করিয়া উঠিতে পারে না। নিয়ম অবলম্বন করিয়া কার্য্য করা প্রথমতঃ কতকদিন কষ্টকর হয় বটে, কিন্তু একবার অভ্যস্ত হইলে, উহা কষ্টকর না হইয়া বরং সুখদায়কই হইয়া উঠে এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে না পারিলে, অনুতাপ উপস্থিত হয়।

নিয়মী ও সুশৃঙ্খল ব্যক্তির গতি গগনবিহারী নক্ষত্রগণের ন্যায় চিরকালই একরূপ। তিনি কার্য্য সকল সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া শান্তিসুখ ভোগ করেন, লোকমণ্ডলীর বিশ্বাস ও আদরের পাত্র হন এবং তাঁহার হস্তে কোন কার্য্যভার ন্যস্ত করিতে কেহই সন্দেহ করে না।

যে ব্যক্তি কার্য্য সকলকে শৃঙ্খলিত করিতে জানে না, তাহার কার্য্য সহজে নিষ্পন্ন হয় না। বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ নক্ষত্র সকলকে স্তুপে স্তুপে সাজাইয়া এক একটী স্বতন্ত্র নাম দিয়াছেন এবং এই প্রকার শৃঙ্খলা না থাকিলে জ্যোতির্ব্বিদ্যা আরও ভয়ানক জটিল ও কঠিন হইত। এইরূপে বোধ-সৌকর্য্যার্থে পণ্ডিতগণ উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা প্রভৃতির মধ্যে পদার্থ সকলকে স্তুপে স্তুপে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছেন।

বিখ্যাত আডিসন্ * বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি আপন চিন্তাগুলি সুশৃঙ্খল করিতে পারে না, তাহাকে অনেক অনাবশ্যক কথা বলিতে হয় এবং বৃক্ষপত্রের প্রাচুর্য্য বশতঃ ফল ঢাকিয়া থাকার ন্যায় তাহার যথার্থ উদ্দেশ্য বাগাড়ম্বরে আবৃত হইয়া অদৃশ্য হয়।" অনিয়মী ব্যক্তি ক্ষেত্র মধ্যে যব, গম, আলু, পটোল, ধান্য, ফল, পুষ্প, ঘাস, একত্র উৎপন্ন করিয়া

* জোসেফ্ আডিসন্—বিখ্যাত ইংরেজ গ্রন্থকার। প্রধান গ্রন্থ "ইটালি ভ্রমণ," "রোসামণ্ড্" এবং "ক্যাটো।" প্রসিদ্ধ "স্পেক্টেটার" (দর্শক) মধ্যে ইঁহার লিখিত প্রবন্ধগুলি অতিশয় মনোরম। এতৎপ্রণীত গ্রন্থ সকল ভাষার প্রাঞ্জলতা ও সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত। ডাক্তার জন্সন্ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা লাভ করিতে চাহে, তাহার দিবানিশি আডিসনের গ্রন্থ অধ্যয়ন করা উচিত।" জন্ম ১৬৭২ খৃঃ, মৃত্যু ১৭১৯ খৃঃ।

সফলকাম হইতে চাহে, এবং বৃথা পরিশ্রম ও সময়ের অপব্যবহার করে। তাহার প্রতি লোকদিগের অশ্রদ্ধা জন্মে এবং অতি সামান্য কার্য্যেও তাহাকে কেহ বিশ্বাস করিতে চাহে না।

সংসর্গ

"Keep good company, and you shall be one of the number."—*George Herbert.*

"It is a common saying that men are known by the company they keep. The sober do not naturally associate with drunken, the refined with the coarse, the decent with the dissolute."

Smiles.

মানব অত্যন্ত সংসর্গ-প্রিয়। সে সাধারণতঃ সমাবস্থ, সমবয়স্ক, সমস্বভাব ও সমাভিপ্রায়ান্বিত ব্যক্তির সহিত বাস করিতে ভালবাসে। সে নিজের ইচ্ছামত সঙ্গিগণকে মনোনীত করিয়া লয়। যাহাদের সঙ্গে তাহার রুচি এবং অভ্যাসের সমতা আছে, তাহাদের সংসর্গই তাহার সন্তোষজনক হয়। কারণ সঙ্গিগণ সমভাবাপন্ন না হইলে, তাহাদিগের মধ্যে সদ্ভাব

বর্ত্তমান থাকে না ; প্রত্যুত, বাদ বিসংবাদ ও নানাপ্রকার অসন্তোষকর এবং বিরক্তিজনক ঘটনা সমূহ তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া ফেলে। এজন্যই লোকে আপন আপন ইচ্ছানুসারে সমাবস্থ সঙ্গিগণ মনোনীত করিয়া তাহাদিগের সংসর্গে জীবন যাপন করিতে ভালবাসে।

জ্ঞানী লোক যদি মূর্খকে তাঁহার সঙ্গী করেন, সম্ভ্রান্ত লোক যদি কৃষকের সংসর্গে পতিত হন, এবং সাধু ও সচ্চরিত্র ব্যক্তি তস্করের সঙ্গে একত্র হন, তবে তাঁহাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতা দূরে থাকুক, নিজ চরিত্র এবং সম্মানের ভয়েই তাঁহারা পৃথক হইয়া পড়েন, এই হেতু জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তির চরিত্র, অভিপ্রায়, রুচি ও গুণের বিষয় তাহার সঙ্গিগণ দেখিয়াই বিবেচিত হইতে পারে ; কারণ, কোন মনুষ্য অসমভাবাপন্ন লোকের সংসর্গে বাস করিতে ইচ্ছা করে না ও ভালবাসে না। যেমন আলোক এবং অন্ধকার এক স্থানে থাকিতে পারে না, তদ্রূপ সৎ ও অসৎ লোকের মধ্যে কদাচ মৈত্রীভাব সংস্থাপিত হইতে পারে না। নিরীহ মেষশাবকের সঙ্গে হিংস্রক ব্যাঘ্রের এবং কপোতের সঙ্গে শকুনের মিত্রতা সম্পূর্ণ অসম্ভব ; কারণ একে অন্যের বিপরীত ভাবাপন্ন।

হিতোপদেশে লিখিত আছে, "যে বস্তুর সঙ্গে যাহার যোজনা সম্ভবে, জ্ঞানিগণ সেই দুই বস্তু একত্র সম্মিলিত করেন।" কোন সাধু এবং সচ্চরিত্র ব্যক্তিকে অন্বেষণ করিতে হইলে, তাঁহাকে ধার্ম্মিক ও শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে

হয়, কিন্তু যখন কোন পুলিস কর্ম্মচারী চোর অথবা বদ্‌মাইসের অন্বেষণে বহির্গত হয়, তখন সে নানা দুরাচারিতাপূর্ণ স্থানে ও নানাজাতীয় অসৎ ও দুষ্ট লোকদিগের মধ্যে তাহার অনুসন্ধান করে; কারণ, কুলোক, কুস্থানে ও কুসংসর্গে থাকিতেই ভালবাসে। অতএব ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে, লোকমণ্ডলী সংসর্গ দ্বারা মানবের দোষগুণ বিচার করে। কোন্ ঝাঁকের মধ্যে সর্ব্বদাই এক জাতীয় পক্ষী থাকে, অন্য জাতীয় একটী পাখীও তন্মধ্যে লক্ষিত হয় না।

সংসর্গ দ্বারা যে মানবগণ সৎ ও অসৎ লোকের পরীক্ষা করেন, তাহার কি কোন কারণ নাই?—অবশ্যই আছে। তাহা এই যে, মনুষ্য মাত্রেই—বালক, বৃদ্ধ, যুবা, সকলেই—অনুকরণ-প্রিয়। বাণিজ্য, ব্যবসায় প্রভৃতি সকল কার্য্যই সে অনুকরণ করিয়া শিক্ষা করে। যাহাদিগের দ্বারা সে সতত পরিবেষ্টিত থাকে তাহাদিগের প্রদর্শিত উদাহরণ সকল সে অনুকরণ না করিয়া থাকিতে পারে না। যেমন আহার্য্য বস্তুর গুণানুসারে শরীরের পুষ্টি সাধিত হয়, তদ্রূপ সদসৎ সংসর্গের উদাহরণ অনুসারে আমাদিগের ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রবৃত্তি পরিপোষিত ও বৰ্দ্ধিত হয়। ফলতঃ যে সকল লোক সতত আমাদের নিকটে থাকে, তাহাদিগের আলাপ ব্যবহার, গতি, অঙ্গভঙ্গি, অভ্যাস, চিন্তা ও কার্য্য সমূহের প্রভাব-রাজি আমাদিগের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়, এবং আমরা সেই সকল অনুকরণ করিয়া চলিতে থাকি। এই অনুকরণ সততই যে আমরা জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাপূর্ব্বক করি, এরূপ নহে। যে সকল

লোক সতত আমাদিগের চতুর্দ্দিকে অবাস্থাত করে, যে সকল কার্য্য ও ঘটনা সতত আমাদিগের নয়নগোচর হয়, সেই সকলের ক্ষমতা এত অধিক যে, তাহারা আমাদিগকে অজ্ঞাতসারে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করে, এবং অনুকরণে প্রবৃত্তি জন্মায়। ক্রমে আমরা যতই বড় হইতে থাকি, ততই ঐ সকলের অনুকরণে আসক্তি বৃদ্ধি হয় এবং অবশেষে তাহা অভ্যাসে পরিণত হইয়া চরিত্রের উপর কার্য্য করিতে থাকে। অতএব সংসর্গ দ্বারা যে মনুষ্যগণ আমাদের চরিত্র সম্বন্ধে বিচার করেন, তাহা সর্ব্বথা ন্যায়ানুমোদিত ও সঙ্গত।

সংসর্গই লোকের প্রকৃত স্বভাব-নির্ণায়ক। ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ ও অধর্ম্মের প্রতি ঘৃণা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। চুরি করা যে দোষ, ইহা যদি চোর না জানিত, তবে সে মিথ্যা কহিয়া অথবা পলায়ন করিয়া নিজের দোষ ঢাকিতে যত্ন করিত না। মনুষ্যদিগকে যদি বাল্যকাল হইতেই সতত নীতি শিক্ষা দেওয়া যায়, তবে তাহাদিগের সৎকার্য্যের প্রতি বিশিষ্ট আদর ও অসৎকার্য্যের প্রতি অতিশয় ঘৃণা জন্মে; তখন স্বভাবতঃ তাহাদিগের মন উচ্চ ও সৎপথে ধাবিত হইতে চাহে, তাহারা শিক্ষিত ও সাধুলোকদিগের সংসর্গ অন্বেষণ করে এবং ঐ মহাত্মাদিগের সৎকার্য্য, সদালাপ, সদাচার প্রভৃতি দ্বারা তাহাদের মন উৎসাহে ও তেজস্বিতায় পরিপূর্ণ হয়; তাহাদের জ্ঞানের বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়; তাহাদের কার্য্য, আলাপ, আচার ও ব্যবহারের দোষসমূহ সংশোধিত হয়; অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়;

সংক্ষেপতঃ, সাধু ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিদিগের উৎকৃষ্ট গুণাবলী তাড়িত স্ফুলিঙ্গের ন্যায় তাহাদের শরীর ও মনের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তাহাদিগকে সাধু ও সচ্চরিত্র করিয়া তুলে। তাহারা সাধু দৃষ্টান্ত সকল দর্শন করিয়া নিজের সদিচ্ছা সমূহ বৃদ্ধি করেন, স্থির-প্রতিজ্ঞা সকল দৃঢ়তর করেন; নিজের কার্য্যকলাপ অধিকতর দক্ষতা, সাহস ও পরিশ্রম সহকারে নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করেন; দিন দিন নূতন উন্নতি ও নূতন সুখ লাভ করিয়া প্রকৃত সৌভাগ্যশালী হন; এবং নিজের উন্নত চরিত্র ও কার্য্য দ্বারা ভ্রাতৃবর্গের ও স্বদেশের উপকার সাধন পূর্ব্বক মানব জন্ম সফল করেন।

সাধুতা লোকের মনকে স্বভাবতঃ মোহিত করে ও তদুপরি নিজের আধিপত্য বিস্তার করে। সাধুব্যক্তি মানব সমাজের রাজা। তিনি চুম্বক প্রস্তরের ন্যায় সকল ব্যক্তির মন নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। যেখানে তিনি উপস্থিত থাকেন, তথায় লোকগণ এক অপূর্ব্ব জীবন্তভাবে অনুপ্রাণিত হয়। তাঁহার আলাপ ব্যবহার দেখিয়া তাহারা বিস্ময়ান্বিত হয়, এবং তাহাদিগের হৃদয় উচ্চভাবে ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হয়। তিনি চন্দ্রমার ন্যায় তাহাদিগের উপর নিজের সুস্নিগ্ধ রশ্মি বিস্তারপূর্ব্বক তাহাদিগকে পরমানন্দ দান করেন। তাঁহার সদালাপ, সদুপদেশ, সদ্দৃষ্টান্ত পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগকে পবিত্রতা ও ধর্ম্মের মাহাত্ম্য অনুভব করিতে শিক্ষা দেয়।

সাধু-সংসর্গে লোক যেমন উন্নত হয়, অসাধু-সংসর্গে আবার

তেমনি অধোগামী হয়। কুসংসর্গ সংক্রামক রোগের ন্যায়। যে ব্যক্তি অনুক্ষণই অসৎ লোকদিগের সংসর্গে গমন করে, সে সঙ্গী দিগের কুকর্ম্ম, কদর্য্য ব্যবহার, কু-অভিলাষ, নীচতা প্রভৃতির স্পর্শে ক্রমে তাহাদিগের সদৃশ হইয়া উঠে। সে উচ্চ প্রকৃতির লোক হইলেও, সতত কু-ব্যবহার দেখিতে দেখিতে, অসৎ কর্ম্মের প্রতি তাহার ঘৃণার হ্রাস হইতে থাকে। মানব সর্ব্ব প্রথমে পাপকে এত ভয়ানকরূপে ঘৃণা করে যে, পাপ কার্য্য দেখিলে তাহার রোমাঞ্চ হয়; কিন্তু কু-সংসর্গে পতিত হইয়া সর্ব্বদা পাপ কার্য্য সমূহ সম্মুখে দেখিতে দেখিতে, ক্রমে সে তাহাদিগের সঙ্গে পরিচিত হয়, পরে তাহাদিগকে নিকটস্থ হইতে দেয়, পরে তাহাদের উপস্থিতিতে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকে, পরে তাহাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে, অবশেষে তাহাদিগকে আলিঙ্গন করে।

পাপ সমূহ অতিশয় ভীষণ পদার্থ। তাহারা সূচ্যগ্রবৎ ক্ষুদ্র রন্ধ্র প্রাপ্ত হইলেও তাহা দ্বারা প্রবেশ করিতে থাকে, এবং একবার তাহাদের হস্তে পড়িলে, তাহারা এত দৃঢ়-মুষ্টিতে ধরিয়া থাকে যে, প্রখর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন, এবং অসামান্য মানসিক বল না থাকিলে, তিনি কদাচ তাহাদের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন না।

অসৎ সংসর্গের অনেক দোষ। ইহা লোকের সুনাম কলঙ্কিত করে,—পাপের প্রতি ঘৃণা হ্রাস করে,—মনকে অতিশয় নীচ ভাবাপন্ন করিয়া নরক তুল্য করে,—সৎকার্য্য, সদালোক,

সদালাপ প্রভৃতির প্রতি ঘৃণা উৎপাদন করে,—এবং নানাপ্রকার নূতন দুর্ব্বলতা ও চঞ্চলতা দিন দিন আনয়ন করিতে থাকে। তখন উচ্চ আশা ও উৎকৃষ্ট অভিলাষ সকল মন হইতে ক্রমে ক্রমে পলায়ন করে; সাধু ও জ্ঞানী ব্যক্তিদিগকে নিন্দা করা ও তাঁহাদের দোষানুসন্ধান করা জীবনের এক প্রধান কার্য্য হইয়া পড়ে, এবং পাপ করিতে সাহস জন্মে। এইরূপে কু-সংসর্গ মানবকে নীচতার গভীরতম প্রদেশে লইয়া যায়; সে চিরকালের জন্য নরকে মগ্ন হয়; স্বীয় জীবন মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক বোধ করে, এবং অতি কষ্টে দিনপাত করিতে থাকে।

প্রায়শঃ দেখা যায় যে, যাঁহারা কু-সংসর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের চরিত্রের মধ্যে কু-সংসর্গ-স্পর্শদোষজনিত কিঞ্চিৎ মালিন্য রহিয়াছে। এজন্য একজন মনীষী বলিয়াছেন, "কু-সংসর্গরূপ অগ্নি তোমাকে দগ্ধ করিতে না পারিলেও সেই অগ্নির ধূমরাশি অন্ততঃ তোমাকে কলঙ্কিত করিবে।" প্রসিদ্ধ জেম্‌স্ ফক্স্ * যৌবনকালে ঐ দোষে দোষী ছিলেন, এজন্য তাঁহার মনোহারিণী বক্তৃতাদির মধ্যেও অসভ্যতা, অনবধানতা, ন্যায় ও নীতির অভাব পরিলক্ষিত হয়।

---

* জেম্‌স্ ফক্স্—বিখ্যাত ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞ ও বক্তা। ইনি বক্তৃতায় শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিয়া আপন অভীষ্ট পথে চালাইতেন। ইংলণ্ডের বক্তাদিগের মধ্যে ইনি একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। কেহ কেহ ইহাকে গ্রীসদেশীয় প্রসিদ্ধ বক্তা ডিম্‌সথেনিসের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। জন্ম ১৭৪৯ খৃঃ, মৃত্যু ১৮০৬ খৃঃ।

ফলতঃ কু-সংসর্গের সংক্রামক দোষ হইতে কু-সংসর্গ-স্পৃষ্ট কোনও ব্যক্তি মুক্ত থাকিতে পারে না।

পৃথিবীর উৎকৃষ্ট বস্তুগুলি অন্ধকারস্পর্শে যেরূপ তমসাচ্ছন্ন হয়, তদ্রূপ নানা সদ্‌গুণান্বিত ব্যক্তিও যদি কু-সংসর্গ আশ্রয় করেন, তবে তাঁহার সমস্ত গুণরাশি কু-সংসর্গ-স্পর্শে মলিন হইয়া যায়। যেমন এক কলসী দুগ্ধে বিন্দুমাত্র গোমূত্র পতিত হইলে সমস্ত দুগ্ধ নষ্ট হয়, সেইরূপ রাশিকৃত উৎকৃষ্ট বস্তু অপকৃষ্ট বস্তুর স্পর্শমাত্রই নষ্ট হইয়া যায়। একগ্লাস পরিষ্কৃত জলে এক ফোঁটা কালি পড়িলে কি তৎক্ষণাৎ সমস্ত জল ঈষৎ কাল বর্ণ হয় না? তদ্রূপ প্রভূত-গুণসম্পন্ন ব্যক্তি যদি কিয়ৎপরিমাণে কু-সংসর্গ দোষাশ্রয় করেন, তবে তাঁহার গুণরাশি কি কলঙ্কিত হইবে না? যেমন নির্ম্মলসলিলা নদী, কর্দ্দমকলুষিত নদীর সংস্পর্শে মলিনা হয়, তদ্রূপ সাধু লোকের নির্ম্মল চরিত্র কু-লোকের সংস্পর্শে মলিন ভাবাপন্ন হইয়া থাকে।

কু-সংসর্গরূপ অগ্নি হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সুধীর ও সৌভাগ্যেচ্ছু ব্যক্তি অতিশয় সাবধান হইবেন। কু-সংসর্গ-দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে না পারে, তজ্জন্য তিনি বিবেকরূপ প্রহরীকে সর্ব্বদা মনোদ্বারে নিযুক্ত রাখিবেন; কারণ, জলপূর্ণ স্থালীর একমাত্র ছিদ্র দ্বারা যেমন সমস্ত জল বহির্গত হইয়া যায়, তদ্রূপ চরিত্রের সামান্য রন্ধ্র দ্বারা সদ্‌গুণ সকল ক্রমে ক্রমে পলায়ন করে।

এই সকল কারণে, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সতত সাধু সংসর্গে গমনাগমন করেন; সাধুদিগের আলাপ ব্যবহার, কার্য্য-প্রণালী অবলোকন পূর্ব্বক নিজের দোষগুলি সংশোধন করেন; তাঁহাদের চরিত্র-গুণ দেখিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক নিজের চরিত্র-দোষ দূর করেন; কু-আলাপ, কু-ব্যবহার ও কু-কর্ম্ম প্রভৃতি বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম, উন্নতি ও সৌভাগ্যের পথে বিচরণ করিতে থাকেন এবং পরমসুখে জীবনযাপন করেন।
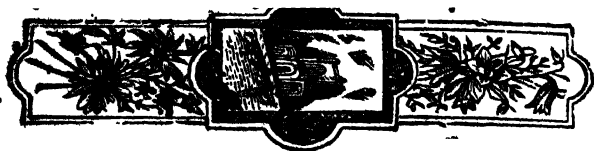
অলসতা

Idleness offers up the soul, as a blank to the Devil for him to write what he will upon it.

Dr. South.

"In works of labour or of skill.
Let me be busy too.
For Satan finds some mischief still
For idle hands to do.

Dr. Watts.

অবনীমণ্ডলে যত প্রকার দুঃখ, দুর্দ্দশা ও মনস্তাপ মনিব জাতির প্রতি উপদ্রব করিতেছে, তাহার অধিকাংশই অলসতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই ভীষণ শত্রুর আক্রমণে মানবমণ্ডলীর দুঃখভার কীদৃশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়েছে, তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মনুষ্যেরা এই বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া সাবধান হয় না এবং আপন

কর্ত্তব্য অবধারণ করে না। অলস ব্যক্তিকে বাইবেলে * এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, "হে অলস, মধুমক্ষিকার নিকট যাও, তাহার কার্য্যপ্রণালী দর্শন কর এবং জ্ঞানী হও।" মধুমক্ষিকাগণ শ্রেণীভুক্ত হইয়া এক এক শ্রেণী এক এক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, এবং একটীও বিনা পরিশ্রমে সময় ক্ষেপণ করে না; সুতরাং তাহাদিগকে অন্যের সহায়তার উপর নির্ভর করিতে হয় না। এক শ্রেণী মধু আহরণ করে, অপর শ্রেণী মধুক্রম নির্ম্মাণ করে, এবং অবশিষ্ট শ্রেণী মধু সঞ্চয় করিতে থাকে। ইহাদের কার্য্যপ্রণালী দর্শন করিলে, আলস্যে কালহরণ করিবার ইচ্ছা হৃদয় হইতে পলায়ন করে। হিতোপদেশে লিখিত আছে, "সৌভাগ্যেচ্ছু ব্যক্তি,—নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য এবং দীর্ঘসূত্রতা,—এই ষড়বিধ দোষ পরিত্যাগ করিবেন।" বস্তুতঃ অলসতার প্রভাব এতই প্রবল যে, শীঘ্র ইহার অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিলে, ইহার নিকটে বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি পরাভূত হইয়া যায়।

বার্টন † বলিয়াছেন, "অলসতা শরীর ও মনের পক্ষে অত্যন্ত

---

* ১৪০ পৃঃ দেখ।

† বেঞ্জামিন্ স্মিথ্ বার্টন্—আমেরিকার প্রাকৃতবিজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের অগ্রণী। ইনি সর্ব্বপ্রথমে ফিলাডেল্‌ফিয়া কলেজে, উদ্ভিদ্ বিদ্যা ও প্রাকৃত ইতিবৃত্তের সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া আমেরিকার দার্শনিক সমাজের সভাপতি পদে মনোনীত হইয়াছিলেন। ইহার বক্তৃতা ও প্রবন্ধ সমূহ ইহাকে আমেরিকার প্রাকৃতবিজ্ঞানের প্রবর্ত্তয়িতারূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। জন্ম ১৭৬৬ খৃঃ, মৃত্যু ১৮১৫ খৃঃ।

কিন্তু ইহাদের অধীনতা স্বীকার করিলে, শেষ ফল সকলের পক্ষেই সমান হইয়া দাঁড়ায়, অর্থাৎ কষ্টকর কার্য্য হইলেই তাহা করিতে মন উঠে না,—পর্ব্বতের উর্দ্ধদিকে উঠিতে ইচ্ছা হয় না; কখন কখন এরূপও দেখা যায় যে, বালকেরা প্রশংসাজনক কার্য্য করিতে চাহে না, কেননা তাহা শ্রমজনক এবং কষ্টকর তাহারা যে কার্য্য সহজে সম্পাদন করিতে পারে, তাহাতেই প্রবৃত্ত হয় সুতরাং কখনও কঠিন কার্য্যে নিযুক্ত হইলে, বুদ্ধিহারা হইয়া সকলের পশ্চাতে পড়িয়া থাকে।”

একজন কর্ম্মজ্ঞ বলেন, “অলস লোক অন্যের বিরক্তিজনক ও অপকারক জঞ্জাল বিশেষ। সে শ্রান্তিজনক জীবন-পথে অনাহূত পথিকের ন্যায় কাহারও হিতসাধন করে না, অথচ কার্য্য-ব্যস্ত ব্যক্তিদিগকে বিরক্ত ও অসুখী করে, এবং ঘৃণিত পদার্থের ন্যায় অপসারিত হয়। সে মানব সমাজে এক স্বতন্ত্র জীব; আলস্য পোষণার্থ সে যথেষ্ট ধন ব্যয় করিতে পারে, অথবা সৎস্বভাবান্বিত শ্রমোপজীবী বন্ধুগণকে কিয়ৎকাল বিরক্ত করিতে পারে বটে; কিন্তু উভয় প্রকারেই সে সর্ব্বসাধারণের ঘৃণার পাত্র হয়।”

লাভেটার * বলিয়াছেন,—“যদি তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা

* জন্ গাস্পার্ড লাভেটার্—সুইজারলাণ্ডদেশীয় বিখ্যাত, ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ ও গ্রন্থকার ইনি নানাবিধ গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে 'বক্ত্র-বিজ্ঞান' (Physiognomy—মানবের মুখমণ্ডল দর্শনে চরিত্রনির্ণায়ক বিদ্যা) সর্ব্বত্র সমাদৃত। জন্ম ১৭৪১ খৃঃ, মৃত্যু ১৮০১ খৃঃ।

তিনি কখনই সূক্ষ্মদর্শীর ন্যায় নিজের ও কার্য্যকলাপ বিশেষরূপে পরীক্ষা পূর্ব্বক, তাদৃশ হইতে পারেন না।" কোল্টন্* বলিয়াছেন,—"অলসতা, দারিদ্র্য ও লজ্জার প্রসূতি।"

বিখ্যাত সেলডেন্ † বলেন, "মনুষ্যদিগের মধ্যে এতই পার্থক্য দৃষ্ট হয় যে, তাহারা সকলে একজাতীয় কি না, তদ্বিষয়ে সময়ে সময়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে। কোন দুই ব্যক্তির শরীর একই প্রকারে গঠিত হইলেও বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহাদের অঙ্গসৌষ্ঠব ও শক্তি সম্বন্ধে অনেক পার্থক্য হইয়া পড়ে; কারণ, একজন ব্যায়াম দ্বারা নিজ শরীরের কান্তি ও বল বৃদ্ধি করিয়াছেন, অন্য ব্যক্তি তাহা করে নাই। মস্তিষ্কের বল সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ পার্থক্য ঘটে,—এক ব্যক্তি যত্ন, পরিশ্রম ও উৎসাহের দ্বারা অধ্যয়নশীল হন, অন্য ব্যক্তি অলস হইয়া বহুমূল্য সময় বৃথা ক্ষেপণ করে, এবং তজ্জন্যই সে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির তুলনায় অধম বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।"

ইটালী দেশে একটী নীতি-কথা প্রচলিত আছে,—"পরিশ্রমী ব্যক্তিকে একটীমাত্র ভূতে চালায়, কিন্তু অলস ব্যক্তি সহস্র

---

* ১৫০ পৃঃ দেখ।

† জন্ সেলডেন—বিখ্যাত ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ, বিজ্ঞানশাস্ত্রজ্ঞ ও গ্রন্থকার। "সম্মানিত উপাধি সমূহ," "ইংলণ্ডীয় শাসন প্রণালী" প্রভৃতি লিখিয়া ইনি অতিশয় সম্মান লাভ করিয়া গিয়াছেন। জন্ম ১৫৮৪ খৃঃ, মৃত্যু ১৬৫৪ খৃঃ।

ফিরান যায় না। যৌবনে যে আলস্য ত্যাগ ক
উপার্জনে যত্নশীল না হয়, সে বৃদ্ধকালে
করিতে পারে না। যে গ্রীষ্মকালে সঞ্চয় করিয়া না রা
শীতকালে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। সুসময়ে
কার্য্য না করিলে, পরে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হয়। সুরভি
গোলাপ পুষ্প অধিক দিন স্থায়ী হয় না; পূর্ণ বিকাশের সময়
চলিয়া গেলে দীর্ঘসূত্রী ব্যক্তি গোলাপের পরিবর্ত্তে কাঁটা প্রাপ্ত
হয়। অতএব যৌবনকালে আলস্য ত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মক্ষম হওয়া
প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, নতুবা বৃদ্ধ বয়সে দরিদ্রতা ও দুঃখ
তাহাকে নিশ্চয় আক্রমণ করিবে।"

কেহ কেহ মনে করেন যে, অল্প সময় আলস্যে ক্ষেপণ করিলে, তাহাতে বিশেষ অনিষ্ট হয় না। কিন্তু তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে, একটী অগ্নি-স্ফুলিঙ্গই বৃহৎ অগ্নি উৎপাদন করিতে পারে। সর্পের ডিম্ব প্রথমাবস্থায় বিনাশ করা খুব সহজ, কিন্তু একবার তাহা হইতে সর্প বাহির হইলে, তাহার বিনাশ সাধন সামান্য যত্ন ও পরিশ্রমের কর্ম্ম নহে। যদি প্রথমোত্থানেই আলস্যকে মন হইতে দূর করা না যায়, তবে উহা প্রশ্রয় পাইয়া ক্রমে এত দৃঢ়রূপে বন্ধন করে যে, অতিশয় যত্ন করিয়াও কেহই উহার দৈত্যবল ও বজ্রবন্ধন অতিক্রম করিতে পারে না। অতএব আলস্য সম্বন্ধে সর্ব্বদা অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত। জেরিমি টেলার* বলিয়াছেন,—"আলস্য ত্যাগ করিয়া তোমার

---

* ৭৮ পৃঃ দেখ।